গোবিন্দ ভট্টাচার্য নির্বাচিত কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

উপনিষদের মাছি

যেখানেই হোক যেদিকে দু-চোখ
পা বাড়িয়ে বসে আছি
প্লেনে ট্রেনে নয়, বেশি দূরে ভয়
যাব স্বপ্নের কাছাকাছি।

কে-যে দেহাতীত ইহলোক ভীত
উপনিষদের মাছি
ব্যাধি ও জরায় মারী ও মরায়
সারাক্ষণ ডুবে আছি।

দারিদ্র্য মহান কে গেয়েছে গান
বেশি চিনি মৌমাছি
অভাবের হুল ভেঙেছে দু-কূল
ভুলে গেছি বাছাবাছি।

গোপাল যে অতি সুবোধ সুমতি
সব কিছুতেই ‘হাঁ জী’
আসলে, ছাত্র পুতুল মাত্র
হালে বসে আছে মাঝি।

স্বপ্নে শুনেছে—বাঁধা পড়ে গেছে
নোঙরের প্রেমে কাছি
মাথার ভিতরে ভনভন করে
উপনিষদের মাছি।

BANGLADARSHAN.COM

শ্বেত চন্দনের ফোঁটা

রক্ত ধুয়ে দেবে
এমন বর্ষণ নেই ঘুমন্ত আষাঢ়ে
যে-কটা শ্বেত চন্দনের ফোঁটা
অবিন্যস্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কৃষ্ণচূড়ার পাপড়িতে
হিংস্র নিঃশ্বাসে তা-ও ঝরে যাচ্ছে।

ডুবুরিরা তুলে এনে তাকে গঙ্গাতীরে
শুইয়ে দিয়েছে
শ্বেত পতাকায় যে যুদ্ধ-শেষের ঘোষণা
সে কেন অকস্মাৎ রক্তশূন্য, নিরুত্তাপ!

মহাত্মাদের কথা শুনলে–
এক দরজা দিয়ে জীবনের নন্দিত প্রবেশ
অন্য এক গুপ্ত দরজায় মৃত্যু অপেক্ষা করে
কেন মৃত্যু, প্রশ্ন করলে শ্বেত চন্দন কালো হয়ে যায়
দুর্যোগের মেঘ গচ্ছিত রেখেছে
দুঃস্বপ্নের কৃষ্ণ-গহ্বর
একটু বৃষ্টি ঝরলে হয়তো সে-মেঘ স্বচ্ছ হয়ে যেত
বর্ষণের গুহামুখে পাথর জমানো ছিল,
যে-মাটি জননী, সে তো জ্বলেপুড়ে খাক
জন্মদিনের কথা বলবার কেউ রইল না।

স্বর্ণশস্য দেখবে বলে চন্দন অপেক্ষায় ছিল
প্রতীক্ষার দিন নিরুত্তর প্রশ্ন
আর হিমরক্ত-রজনীগন্ধায় আশ্রিত!

[‘কালান্তর’ পত্রিকার সম্পাদক
চন্দন চক্রবর্তীর অকাল মৃত্যুতে]

BANGLADARSHAN.COM

আজ সারারাত বুদ্ধপূর্ণিমা

বিষাদ মানুষের রক্তের উপাদান
কারিগরি শিল্প বহু শ্রমে
        আনন্দকে মূর্ত করে
রিক্সার ঠুংঠাং প্রত্ন আর প্রগতির
        নির্মম সংগীত।

সারদিহার আকাশে আজ বুদ্ধপূর্ণিমা
মৃত্যুর ওপারে মৃত্যু, ক্রমে মৃত্যুর পাহাড়
আর্তনাদে মোড়া চরাচর
সব ঢেউ আর্তনাদ, কেউ শ্রোতা নেই
মধ্যরাতে বিষাদে ডুবছে বুদ্ধপূর্ণিমা
কতদূরে নৈরঞ্জনা নদী
কতদূরে বোধিবৃক্ষের শান্তি-ছায়া!

BANGLADARSHAN.COM

বধ্যভূমি কখনো প্রমোদবিহার
টর্চ হাতে কয়েকটা শৃগাল
        স্বর্গসুখ ঘুরে দেখছে
তাদের সংগীতে রবীন্দ্রনাথ
তাদের শ্লোগানে বুদ্ধের শরণ
ধীরে ধীরে শিশুদের-বৃদ্ধদের-সভ্যতার
        আর্তনাদ থেমে আসছে।

ভোরের কাগজে নেকড়ের নখের আঁচড়
বিবৃতির খসড়া শেষ করে
চাণক্যেরা ঘুমিয়ে পড়েছে
বুদ্ধিহীন মেধাহীন কত কোটি মানুষকে
চাণক্যেরা নাগরদোলায় দোলাবে
বুদ্ধিমানদের দাসত্বের জন্য মূর্খ মানুষের জন্ম।

সারদিহায় আজ সারারাত বুদ্ধপূর্ণিমা
চাঁদমুখ ঘেঁষে সভ্যতার অনন্ত বিষাদ।

মানত-বৃক্ষের কাছে

তুমি এক মানত-বৃক্ষের মতো
দেড়-শো বছর ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছ
তোমার বিস্তৃত ডালে নুড়ি বাঁধছে
গৃহী ও সমৃদ্ধ তস্কর।

তুমি এক জাদু-শিলা
তোমাকে বসিয়ে ওজনে উঠছে পণ্য
আসল-নকল-পুণ্য-পাপের বাজার
চড়ছে পড়ছে দীর্ঘ দেড়-শো বছর।

তুমি এক পূত নদীর স্রোত
অন্ধকারে পরমার্থের টানে
প্রিয়জনের দাহনপর্ব সেরে
তোমার জলে ভাসায় নাভিকুণ্ড।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার নামে হাজার পক্ষীনীড়
তোমার নামে শান্তি-তপোবন
মধ্যরাতে গৃহদাহের আগুন
হাওয়ায় ওড়ে উন্মত্ত হুইসেল।

তোমার নামে সকাল-সন্ধে মেলা
তাদের মধ্যে কোথায় তুমি, বৃক্ষ?
পোশাক পালটে বহুরূপীর ঢল
জোয়ার-ভাটায় ভাঙছে-গড়ছে আখড়া।

একদা তুমি বিশ্ববিদ্যাব্রতে
ভিক্ষাপাত্র হাতে বিশ্বপথিক
স্বপ্নভঙ্গ ভীষণ যন্ত্রণার
অন্তর্ঘাত ধসিয়ে দিচ্ছে মাটি।

মালার কাঁটা বিঁধবে না আর কণ্ঠে
তুমি এখন জড়দেহের শিল্প
চতুর্দিকে ঊর্ধ্ববাহু ভক্ত
মানত-বৃক্ষ, তোমার এখন পাষাণ হওয়াই শ্রেয়!

BANGLADARSHAN.COM

ভারতবর্ষ, অন্য এক ভারতবর্ষকে

প্রত্যর্পণ অথবা বিনিময় যা-ই বলো
যযাতি ফিরিয়ে দেবে তোমার যৌবন
তুমি তো ডুবুরি নও, ধ্বংসের গভীরে শ্বাস নেবে
শতাব্দী পেরিয়ে খুঁজে নাও নিজের আবাস।

ফুল্লরার দুঃখব্রত, ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ
শিশুবর্ষ নারীবর্ষ, প্রতিকারহীন মৌনমিছিল
এই শির-ওঠা-হাতে যত বিস্মরণযোগ্য উপহার
ঝরাপাতাযযাতি তা সমস্ত ফিরিয়ে নেবে।

যুদ্ধ থেকে এসে বিউগিলে অন্তিম সুর
যাত্রাপথে প্রাত্যহিক শবমেলা ঢেকে
শারদমেঘের শুশ্রূষা
এই সব পরিচিত দৃশ্য দেখতে
তুমি কেন পিছনে তাকাবে!

BANGLADARSHAN.COM

পিতা যে রাজন্য ছিল সেই স্মৃতি ফেলে চলে যাও
দূরের নক্ষত্রগুলি তোমাকে ভীষণ জ্বালাবে
দুঃখ নাকি অনাদিকালের সেতুবন্ধ
হাসি হাসি মুখে যযাতিকে এই কথা বলতে দেখলে
তুমি খুব দুঃখ পাবে।

শত্রুতা বন্ধুতা মধ্যরাতে বিছানা বদল করে
শাশ্বত সত্যের কথা আলোচিত হচ্ছে খুব
চিতাগ্নি আলোয়
অন্য এক ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়িয়ে আছো
জলকণাহীন মেঘ, তুমি সীমান্ত পেরিয়ে চলে যাও।

প্রত্নঅন্ধকারে কোন শিলালিপি ফুটে উঠবে
তার জন্য বসে থাকব লোলচর্ম যযাতি-ভারত।

সাতচল্লিশের বেলেঘাটায়

নৌকাগুলো
রক্ষণশীলতার নোঙর আঁকড়ে আছে
এক-একটা ঢেউ তাদের ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে
কেউ জানে না কবে কখন নোঙর ছিঁড়ে
গর্জন উঠবে—যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রী দল!

যার ঘরে ভাত নেই
তার কি এমন নিরন্ন অভিমান সাজে
পুঁতিগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে মালা ছিঁড়ে
অনাহারকে আর তেমন করে গেঁথে তোলা যাচ্ছে না
গান্ধীজি যেমন করেছিলেন সাতচল্লিশের বেলেঘাটায়।

এ তো একটা মানুষের কথা নয়
লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের প্রাণভোমরা
জড়িয়ে আছে নৌকোর ভরা পালে
উপরে ক্ষণিক যে সম্প্রীতির ঢেউ
তা নদীর গভীরে পৌঁছোচ্ছে না!

BANGLADARSHAN.COM

সবাই উদগ্রীব
তরঙ্গের গতি কোনদিকে
গৃহস্থের ভিতে এসে সে কখন ধাক্কা মারবে
শবদেহ কাঁধে কখন ফুঁসে উঠবে নটরাজ
দানব হও, দেবতা হও
তোমাদের দৃষ্টি কোথায় বাঁধা রেখেছ!

উৎসব থেকে অনাহার পৃথক করতে করতে
গোধুলি সূর্যের দীর্ঘ ছায়া
অন্ধ নোঙর কামড়ে পড়ে আছে চরম মতিচ্ছন্নতা
চোখ তুলে কেউ ভবিষ্যৎ দেখছে না
গান্ধীজি যেমন দেখেছিলেন
সাতচল্লিশের বেলেঘাটায়।

সিদ্ধেশ্বর সেন

যৌবনকালের ছবি
তার নীচে বিরাশি বছর বয়েসে
　　　মৃত্যুর সংবাদ
দু-চারটে বই দু-চারটে পুরস্কার
সহজ নিঃশব্দ চলে যাওয়া

কবি নিজে একদা-সাংবাদিক
সংবাদের ছোট্ট শিরোনামে
অবহেলা-জর্জর শুশ্রূষায়
তিনি কি সহজভাবে চলে যেতে পেরেছেন
চল্লিশে পঞ্চাশে ঘটমান ইতিহাস
ক্ষুধা আর রক্তস্নান এই দুই প্রবাহ ডিঙিয়ে
কবি কি কখনো স্থির থাকতে পারে
ইতিহাস সৃষ্টি করে তিনি নিজে এক ইতিহাস

BANGLADARSHAN.COM

কবি চলে যাচ্ছেন, মানুষ জানতে পারেনি
কবি দীর্ঘদিন রোগশয্যায়, অনেকেই জানত না
যৌবনের ছবি দিয়ে আট দশকের কঠিন সংগ্রাম
কি করে বোঝাবে সাংবাদিক

সিদ্ধেশ্বর সেনকে যারা জানত না
আজ যাঁর বই একান্ত দুর্লভ
তাঁকে চিনতে ছোট্ট সভাঘর ভরে গেছে
যৌবনের ছবির আড়ালে কোন দৃপ্ত ইতিহাস
তাঁকে চিনতে আজ অনেক অচেনা মানুষ এসেছেন
তাঁরা কি কেবল কবি, শুধু সাংবাদিক!

জ্যোতিপ্রকাশের সেই বুড়োদা

[কথাসাহিত্যিক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় স্মরণীয়েষু]

বুড়োদা-কে আমি দেখিনি
কিন্তু তিনি আমাদের অচেনা নন
বিদ্রোহের সেই উত্তাল সময়
        মানুষকে যেমন এক সুতোয় বেঁধেছিল
তেমনি টুকরো টুকরো ভেঙে-ও দিয়েছে
আমরা উদ্‌ভ্রান্ত পাখি
এক মাটি থেকে অন্য মাটি
এক স্বপ্ন থেকে নিক্ষিপ্ত
        অন্য এক দুঃস্বপ্নের তিমিরে।

জ্যোতিপ্রকাশের সেই বুড়োদা
যিনি আজীবন চরকা কেটে
        স্বপ্ন বুনেছেন
যিনি পুজোমণ্ডপের মাঠে
        ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাতেন
সেই সঙ্গে দেশব্রত
        দেশের মুক্তির কথা।

প্রণম্যদের আশীর্বাদ নিয়ে
মা জেলে যাচ্ছেন
দাদু বলছেন—মাথা উঁচু করে যাও মা
        মাথা উঁচু করে ফিরে এসো।
বুড়োদার-ও মাঝে মাঝে
        কারাবাস অনিবার্য ছিল
বাইরে থাকলে আচমকা উধাও হয়ে যেতেন
মা বলতেন দ্যাখো, আবার জেলে গেল কিনা!

জীবনের চারদিকে আঁতিপাঁতি ঘুরে
        জ্যোতি অনেক দেখেছে

BANGLADARSHAN.COM

হাতে হাত, পা মিলিয়ে পায়ে
অপরাহ্নে মিছিলের ছায়া ক্রমে দীর্ঘ হতে হতে
পরস্পর ছুঁয়ে গেছে আনন্দে বিষাদে।
স্বপ্ন ও প্রত্যাশার কে কবে
শেষ দেখে যেতে পারে
বিশেষত অসময়ে যাওয়া।
চলতে চলতে অকস্মাৎ যাত্রাভঙ্গ
অশ্রু আর ভালোবাসা মিলে
এক প্রবাহিত নদী।

বুড়োদাকে জ্যোতি সর্বশেষ দেখেছিল
স্কুল থেকে বাড়িতে ফেরার পথে
বুড়োদার পরনে ময়লা তেলচিটে ধুতি
ছেঁড়া পাঞ্জাবি, খালি পা
একদল ছেলে তাঁকে উত্যক্ত করছে
জ্যোতি তাঁকে চিনতে পারল–
আপনি বুড়োদা না!
বুড়োদার চেনার অবস্থা ছিল না
তখন সম্পূর্ণ উন্মাদ তিনি।

স্বপ্নের শিখর কাকে বলে
আমরা জানি না
কিন্তু সেই কল্পিত উচ্চতা থেকে
পতনের কথা আমরা মুখে বলি
গল্প ও কবিতায় ছবি আঁকি
জ্যোতির কলমে তাই স্মরণ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে
হয়তো বুড়োদা উঠে এসেছেন

এই ভ্রান্ত সময়ের
আর এক অভ্রান্ত প্রতীক!

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ আর মানুষের মধ্যে

নক্ষত্রেরা যে-ভাষায় কথা বলে
হয়তো জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তো বোঝে
আমরা চোখ বুজে মাথা নাড়ি।

হ্যাঁ এবং না-এর প্রকাশে যে ভিন্ন ছন্দ
তা আবার সর্বত্র সমান নয়
দস্যুতার বাণিজ্যে শান্তি এক প্রধান পণ্য।

সাধারণ আর প্রতিভার তফাৎ বুঝতে বুঝতে
সমুদ্রে অনেকবার জলোচ্ছ্বাস
কখনো অদৃশ্যে মাটি ফেটে মাৎস্যনায়।

কাঁচি হাতে সময় নিজেকেই টুকরো টুকরো করছে
তাকে ফের জোড়ার কাজ অন্যের
দক্ষ দর্জির খোঁজে বিজ্ঞান এখন বিভ্রান্ত।

BANGLADARSHAN.COM

এক-পা ওঠালেই নতুন মাটি তাকে ডেকে নিচ্ছে
অর্জুনের বরুণ-বাণে যেখান থেকে শান্তিজল উঠবে
সেখান থেকে হুহু উঠে আসছে অগ্নি-লাভা।

মানুষ আর মানুষের মধ্যে প্রাচীর গাঁথতে গাঁথতে
দুই সুহৃদ পরস্পরের ঘাতক শত্রু
মাঝখানে ‘শান্তি’ এক সুদৃশ্য ব্যানার।

নক্ষত্রের দেবভাষা যত মহাশূন্য থেকে ঝরে পড়ে
মহাজ্ঞান থেকে মাটি তত মুখ ফিরিয়ে নেয়।

গতকালের কথা বলতে বলতে

এক-একটা মানুষ চলে যায়
তার স্মৃতি ধুলো ঝেড়ে টেবিলে নামিয়ে রাখি
ধুলো কি অতীত নিয়ে কথা বলে
তার মধ্যে অশ্রু ও দহন কি সমভাবে ক্রিয়াশীল!

যুক্তকরে অথবা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শ্রদ্ধা জানিয়ে
শোকযাত্রার বন্ধুরা চলে গেছে
পায়ে পা মিলিয়ে তুমি কি কখনো পৃথিবীকে ভেবেছিলে
পশ্চিমের প্রলম্বিত ছায়া ক্রমে পূর্বগামী, অবসন্ন।

আতঙ্কের ফোন কেন ভোরে বেজে ওঠে
চতুর্দিকে এতো যান্ত্রিক রানার সংবাদ বয়ে নিয়ে যায়
মানুষের সময় নেই সকাল ও সন্ধ্যাকে পৃথক করার
কারো দুঃখ কারো আনন্দে ভেসে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

গতকালের কথা বলতে বলতে আমরা ধুলো ঝাড়ি
আজ-ও যে রুদ্ধ কান্নার পরে 'কাল' হয়ে যাবে
সেই কাল-ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের অসহায় প্রতিবাদ।
মানুষের মতো ধ্বংসস্তূপ লাইট হাউস-ও

একদিন আলোর অতীত নিয়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাস।

শান্ত্বনার শান্তিজল

কিছু শব্দ উড়ে আসে গৃহস্থের সাবেকি উঠোনে
তারা কি কেবল পথ ভুল করে
যেখানে যাবার কথা না-গিয়ে এখানে এসেছে
ভুল বুঝতে পেরে তারা কি আবার ফিরে যাবে!

স্থায়িত্ব চায়নি যারা তারা কেন ঘাঁটি গাড়বে
শব্দের অগম্য কোনো গুহা নেই
দু-চারটে নতুন ধ্বনি সঙ্গে নিয়ে
শব্দেরা আবার নতুন আবাসে উড়ে যাবে!

আকাশ আঁকড়ে ধরে মাঠের উপরে
এখন যে চিমনির বাড়ি
তার জন্য কোন ভবিষ্যৎ অপেক্ষায়
পরিযায়ী উড়ন্ত শব্দেরা এইসব তথ্য জানতে পারে।

ভারসাম্যহীনতাকে মান্য করে শব্দগুলি কাব্য হয়ে যায়
মূর্তির পাদপীঠে কিছু ফুল ছড়াবার মতো
বন্ধুতায় কিছুটা সময় অপচিত হয়
আমরা তো মৃতের নামে মৌনতায় দু-দণ্ড দাঁড়াই!

তেমনি শব্দেরা সান্ত্বনার শান্তিজল ছড়াতে ছড়াতে
অপ্রিয় বাহন ছেড়ে প্রিয়তর বাহনের খোঁজে
অনির্দেশ শূন্যতায় উড়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা কথা বলতে চাই

ও-পাড়ায় ঘূর্ণি উঠলে
এ-পাড়ায় পাতাটি নড়ে না
হিংস্রতা রাস্তার ওপাশে
এপাশে উৎসব আলো রবীন্দ্রস্মরণ।

ও-প্রেম, ও-নিমাই সন্ন্যাস
মঞ্চে বসে ও-সম্মানিত আশা
ও-আমার গতকালের ধ্যান
কি করে বাঁচবে তুমি আজকের বিধ্বংসী আগুনে!

মেঘের তপস্যা চিরে ধীরে ধীরে নামছে বিকেল
সন্ধ্যা হলে পথ আর পথিকের নয়
পিতা এসো, পুত্র এসো, ঘুম ভেঙে প্রতিবেশী এসো
কথার পাহাড় টপকে তোমাদের বিসর্পিল পথ।

বাড়িটা বাঁচলে তবেই-না সন্ধ্যাদ্বীপ জ্বালা
দরজা খুললে তবেই-না হাতে হাত, সুখে সুখ
আমরা অনেকদিন জঙ্গলে বেড়াতে যাই না
নতুন মানুষ দেখলে অরণ্য-জীবীরা ভয় পায়।

ও-পাড়া বিধ্বস্ত করে এ-পাড়ায় ঢুকে গেছে ঝড়
মধ্যবিত্ত এ-ফ্ল্যাটে বারান্দায় হাঁ-মুখ ফাটল
ও-ফ্ল্যাটে শ্বেতপাথরের সুখ ভয়ে কাঁপছে
আমরা অনেকদিন খোলা মনে কথাই বলি না!

BANGLADARSHAN.COM

বিকল্প স্বর্গের দিকে

কেউ পাথরবাটিতে অশ্রু আনছে
বৈদিক মন্ত্রপাঠে সান্ত্বনার হাওয়া দিচ্ছে কেউ
কেউ লিপ্ত ফুল দিয়ে মঞ্চসজ্জায়

দুঃখ আর সহমর্মিতায় শিল্প সৃষ্টি হয়
তুলি তার যান্ত্রিক সহায়
এই ত্রয়ী, উৎসবের জনক-জননী-জায়া

দুঃখ, তুমি বড়ো পূর্ণতা-বিলাসী
দক্ষের চোখ সর্বাঙ্গীণ আয়োজনে
আমন্ত্রণে ত্রুটি দেখে পার্বতীর আত্মবিসর্জন

আষাঢ় কী নিরুচ্চার অভিমানে অশ্রুহীন
এক ঝারি জল দিলে নিজে সে সান্ত্বনা পেত
পরিবর্তে পূর্বমেঘ হয়ে উঠছে দক্ষিণ-বিলাসী

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের সঙ্গে যে তুলনীয় অভিন্ন প্রকৃতি
যজ্ঞ-অধিপতি দক্ষ, তাকে বুঝবার সময় কোথায়
তুমি রাজদর্পে বসে আছ মেঘ এসে প্রণাম জানাবে

কোন উৎসব থেকে অভিশাপে চলে যাচ্ছে দিন
হিংস্র আঘাতে স্বর্গের স্বপ্নভঙ্গ হয়
অন্য এক গ্রহ তৈরি হচ্ছে স্বর্গের দানব।

যে-সত্য অস্তিত্বহীন

যতই সাহস দাও, নিজে তোমরা ভয়ে ডুবে আছে
দাঁড়িপাল্লার কাঁটা কোন দিকে হেলে যাচ্ছে দেখ
লাঠির মাথায় বাঁধা আদর্শের পুঁটলি নিয়ে
শস্যরোপণের দিন করে শেষ হবে!

তুচ্ছ ফ্যালসিফেরাম, তুচ্ছ তার তীব্র হলাহল
সোয়াইন ফ্লু দিয়ে নতুন সমীক্ষা হল শুরু
মানুষের ধমনিতে যে-অভিন্ন রক্তের প্রবাহ
তাকে কি মিলিয়ে দ্যাখে কোনোদিন হিংস্র সভ্যতা!

যে-সত্য অস্তিত্বহীন, গবেষণা সেই সত্য নিয়ে
ধর্মধ্বজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও বিদুর, প্রত্যেকের হাতে রক্ত মাখা
নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে কাউকে তো কৃতান্ত ডেকে নেবে
শহিদস্মরণে দীপাবলি ঘরে ঘরে মৃত্যুকে জাগায়।

BANGLADARSHAN.COM

এত শাস্ত্র লেখা হল, এত ঝড়, পণ্ডিতের অগ্নিউদ্গিরণ
তাদের ডোবাতে পারে এত শক্তি সমুদ্রের নেই
যাকে ভুল মনে হয়, সে তো দৃষ্টিভ্রম
দেবলোক নরলোকব্যাপী খুনি মরুভূমি।
পুঁটলিতে যতটুকু খাদ্যবস্তু নিয়ে দুর্ভিক্ষকে রুখবে ভেবেছ
আস্তিনে বান্ধব-ছুরি কাউকে সে সময় দেবে না।

অপ্রাকৃত ঋতুচক্র

উড়তে উড়তে পক্ষ-ছেদন, জটায়ু কার রক্ষাকর্তা
বিশ্বময় রাবণ-রাষ্ট্র, সীতাকে কে ফিরিয়া আনবে

বনে কিংবা ঘরের কোণে হাজারটা সাপ ফণা তুলছে
দংশনের চেয়েও তীব্র ভয় ছড়িয়ে দরকা ভাঙছে

কার নামে কে প্রচারপত্র সেঁটে দিচ্ছে রক্তরেখায়
মানুষ কি আর এতই মূর্খ ঘরের মানুষ হত্যা করবে

যুক্তি এবং ভক্তি যখন পরস্পরের ঘাতক শত্রু
'জয় মা' বললে ছত্রধারী রাতারাতি আপনজন

বুদ্ধিমানের শুদ্ধিযাত্রা ঘোলা জলেও সমান পুণ্য
রাত পোহালে দরজা জুড়ে রক্তস্নাত ভারতবর্ষ

উড়িয়ে দিচ্ছি পুড়িয়ে দিচ্ছি যত অতীত জ্ঞানগরিমা
ভস্ম থেকে উঠে আসবে কখনো কি বিজয়লক্ষ্মী

ঋতুচক্র কোন শকুনী উলটে দিচ্ছে নিত্য পাশা
আষাঢ় যখন পণ-বন্দি আগুন ছড়ায় মত্ত শ্রাবণ

দশ মুণ্ড কুড়ি হস্তে রাজাও যখন ভোগলিপ্সু
একুশ শতক, তোমার কাছে মানুষ কি আর বর চাইবে!

BANGLADARSHAN.COM

খননে কে যেতে চায়

যতই বিদগ্ধ হও
মালতীর বেড়া টপ্‌কে তুমি কিছুতেই
অরণ্যসভায় যেতে পারবে না
অহং-এর গোষ্ঠীতন্ত্র তোমাকে অটুট বেঁধেছে।
একমাত্র মৃতদেহ ছাড়া ফুল কোন কাজে লাগে
মৃত্যু নয়, দেবতাও নয়, কেউই হাত বাড়িয়ে বলবে না–
এসো, আমার হৃদয়ে এসো
তার চেয়ে ফুল তার নিজের গণ্ডিতে থাক
সৃষ্টিধর্ম নিয়ে তুমি নিজস্ব পথে খোঁজে যাও।
তুমি বলবে, পথ মানে
বন্যা-মহামারী-রক্তপাত
গতকালের সূর্যোদয়
আজকের রৌদ্র ছুঁয়ে বোঝানো যাবে না
শুদ্ধিপত্রে গোটা একটা বিবরণ
ক্যামেরার প্রামাণ্য ছবি-ও
বেমালুম উলটে দেখা যায়
যদিও রক্তের ধারা গড়াতে গড়াতে
চৌকাঠ ডিঙিয়ে পথে নামে
তবু পঞ্চাশ বছর পরে
তাকে ‘সুবর্ণ জয়ন্তী’ বলতে হবে!
এক-শো বছর পরে বন্ধ দরজা খুলে
প্রগতির রথের রশিতে টান!
পোড়া কয়লাখণ্ড এই ভাবে
হীরক বা প্লাটিনাম!
পায়ের তলার মাটি সত্যি কী
অচেনা হয়ে গেল
তাই মাটি খুঁড়তে ভয়–
মাটির গভীরে যদি কয়লার মতো
শান্তির অজস্র কঙ্কাল শুয়ে থাকে!

BANGLADARSHAN.COM

বাইরে স্পন্দিত বৃষ্টি

গল্প শোনাবার কেউ নেই
কেউ নেই ভুল শুধরে দেবে
তবু রোজ ডাইরি খুলে বসা
জিয়ানো মাছের মতো সীমিত সাঁতার
শাঁখের ফুঁয়ের নিত্যব্রত
তাই নিয়ে মগ্ন সন্ধেবেলা

অনেক কাহিনী সাংকেতিক শব্দ সমাবেশ
পথ ভুলে কখন যে গন্তব্য ছাড়িয়ে চলে গেছি
ভুলিয়ে দেয়ার মতো সঙ্গী কেউ হয়তো-বা ছিল
অতল পাতাল থেকে স্মৃতি খুঁড়তে বসে
রাশি রাশি ছেঁড়াপাতা টুকরো ছবি
কেউ নেই পুঞ্জ পুঞ্জ ঝরাফুল জড়ো করবে

BANGLADARSHAN.COM

ফুলের প্রসঙ্গে এসে থমকে যাই
এখন অনেকে ফুলকেও আবর্জনা ভাবে
আমন্ত্রণপত্রে লেখা–'উপহার নয়, এমনকি ফুলও নয়'
ফিরতে ফিরতে ফের উত্তরণ সমৃদ্ধ অতীতে
সে-সময় পথ ছেয়ে মালতী শিরীষ সেগুন
বাড়ির উঠোনে সারারাত বিমুগ্ধ শেফালি

হঠাৎ চাঁপার গন্ধে ঘোর ভাঙে
হয়তো সেদিনও এমন সকীর্ণ আষাঢ়
কলার পাতায় মোড়া এক গুচ্ছ ভিজে স্বর্ণচাঁপা
সে-ই কি প্রথম বর্ণে গন্ধে নিবিড় হিল্লোল
বাইরে স্পন্দিত বৃষ্টি, স্বরবৃত্তে, কখনো পয়ারে
কেউ নেই বলে উঠবে–চলো, জন্মমাটিতে ফিরে যাই!

সূর্য এক শিল্পীর নাম

এতদিন ক্যামেরার পিছনে থেকে
আজ সামনে দাঁড়াতে বড়ো অপ্রতিভ লাগে
সূর্যকে বলেছি, একটু বাঁ-দিকে ঘেঁষে দাঁড়াও
চশমায় আলোর ঝলক ভীষণ বিশ্বাসঘাতক!

এখন তো দিন পালটে গেছে
ক্যামেরা নিজেই তার লক্ষ ঠিক করে
দূরকে কাছের, এবং দৃশ্যকে দূরে ঠেলে
মাথার পিছনে এক দিব্যজ্যোতি এঁকে
সূর্য ইচ্ছে করলে আমাকে দেবতা বানাতে পারে।

আমার ইচ্ছের পিছনে কেউ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে
ইহকাল থেকে পরলোকে আলো ফ্যালে
মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে তুলে এনে সূর্য মৃত্যুকে
হাসিমুখে স্মরণ-আসরে প্রতিষ্ঠিত করে।

BANGLADARSHAN.COM

আমিও যখন আলোর সত্যকে নিয়ে প্রশ্ন করি
সূর্য তার আধুনিক প্রজ্ঞা জ্বেলে হাসে
এতদিন পরে আমি যে সামনে আসতে চেয়েছি
তার অর্থ, আমিও কি যন্ত্রণাকে কৌতুকে মেলাব!

সকাল-বিকেল এক করে আমি যে মৃত্যুকে সাজাই
শিল্পী সূর্য তাকে আগেই রঙ্গিন রঙ্গনে বেঁধেছে।

সমুদ্রের ধারে হর্ন বাজাবেন না

চার বছর আগে দেখা
সাজসজ্জা সেখানে দাঁড়িয়ে নেই
ডায়েরিতে নাম লেখা ছিল—হিমাংশু রাজগুরু
প্রশ্ন করে ফোনবুথ মিলিয়ে নিলাম

সমুদ্রের ধারে এসে মানুষ প্রথমে
স্থলভূমিকে জানায়—পৌঁছে গেছি
কোথা থেকে সংবাদ পাঠানো
সেটা খুব মূল্যবান নয়

ফোনবুথের রাজগুরু আমাকে বিস্মিত করল—
কেমন আছেন? মাসিমা কোথায়?
কত লোক যায়-আসে প্রত্যহ, প্রত্যেক বছর
এ-ভাবে কি কাউকে সঠিক মনে রাখা যায়

BANGLADARSHAN.COM

পুঞ্জীভূত একটা ঝড় নিয়ে
সেবার সমুদ্রে আসা
দৃশ্যটা যে এক নেই, মেঘ-রৌদ্রে দারুণ ফারাক
আমার ভিতরে তার পূর্বাভাস ছিল

সে-বছর দূরভাষে প্রথম প্রথম
শুধুই ডাক্তার-ওষুধ-পরামর্শ
সমুদ্র দেখার মোহ অন্তর্হিত
থিতু হয়ে বসতে বসতে জল আর নীলবর্ণ নেই

এবারের বেলাভূমি জুড়ে বড়ো বেশি কোলাহল
অতীতে ফিরতে চাইলে ধ্বনির শিকল বেঁধে ফ্যালে
বাস লরি অটো রিকশার জান্তব হুংকার
প্রকৃতি এখন অন্তরীণ যন্ত্রদানবের কাছে

কে-না চায় স্মৃতিগুলি শ্রুতিময় হয়ে থাক
সেই স্মৃতি ঢেউ-এর শব্দের সঙ্গে ওতপ্রোত
এবার ফেরার আগে অনুরোধ রেখে যাব–
বন্ধুগণ, সমুদ্রের ধারে হর্ন কি না-বাজালে নয়!

BANGLADARSHAN.COM

এই অশুভ তিমিরে

এখন শীতের হাওয়া
তপস্যা কি কাঁপাবে প্রত্যয়
শোক নাকি একদিনে বাজারের সব ফুল
শুষে নিতে পারে
বিজ্ঞাপক দুঃখ দুঃখের চেয়েও উদ্দাম।

মৃত্যু থেকে যোজন দূরত্বে বসে
মৃত্যুর কবিতা লিখছি
বলছি, কবে এই মারণ-বিপ্লব পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেবে
ভুল স্বীকারের পথে মুহুর্মুহু আঁধি
কত ভ্রান্তি দিয়ে একটা শতাব্দী গাঁথা হয়!

মিছিলের প্রাক্তনীরা শুধু আর শেষটুকু পদাতিক
মধ্যপথে গাড়ির চাকার মর্মর
অটোমোবাইল আজকাল প্রতিবাদী
দারিদ্র্য-বিমোচক।

কবিদের হাতের কলম
কবে যেন কৃপাণের চেয়ে তীক্ষ্ণ ছিল
ভুলভুলাইয়ার পথে লেখনীকে ঠেলে দিয়ে
সে এখন অথর্ব শিক্ষক
মন আর মান রক্ষা করতে
শিরীশের ডালে ঝুলন্ত বাদুড়।

মৃত্যুকে নিমোর্হ প্রত্যক্ষ করা
কবিদের কাজ নয়
দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা আর জনসমুদ্রে জাগ্রত জোয়ার
কবির তুলিতে চল্লিশে পঞ্চাশে
বিতর্ক, তুচ্ছতা আর স্মরণের ত্রিবেণী-সঙ্গমে
কবিরা কবিতা পড়তে যান
এই অশুভ তিমিরে নিত্য হিতব্রত নিয়ে
তাই হাঁটছে প্রগল্‌ভ সমাজ।

BANGLADARSHAN.COM

পরভৃত

এ-বাড়ি আমার নয়
আমি এর শেষতম নিস্পৃহ রক্ষক
দরজা খুলে কাউকে ডাকার
কিংবা বিদায় দেবার
কোনো দায় আমার উপরে নেই
ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই বলে
সূর্যোদয় শাশ্বত ভেবেছি
অন্ধ করে দেবে, তাই সায়াহ্নকে ইদানীং
যথাসাধ্য মান্য করে চলি
একদল তাতার দস্যুকে
প্রহরে প্রহরে পাদ্যঅর্ঘ্যে প্রণামী পাঠাই
জানি, সর্বশেষ প্রহরা বদল হবে
উষ্ণীষে গাঙিবে আবার ভৈরবী রাগে
নতুন লুণ্ঠন।

BANGLADARSHAN.COM

জীর্ণ সংবাদপত্রে পোস্টারের অগ্নিবাণ
ইদানীং সন্ন্যাস নিয়েছে
এখন সোনার থালায় ভিক্ষা-অন্ন
কার কোনটা পরমার্থ, বাজিয়ে দেখবে সময়
রক্ষা করতে গিয়ে আমি তাকে ধ্বংস করছি কিনা
এ-বাড়ির ইঁট-কাঠে, ভেঙে-ফেলা নেমপ্লেটে
অথবা স্মৃতিফলকের গায়ে
সসম্ভ্রমে ঝোলানো মালায়
বহু সাক্ষ্য জমা থাকবে পারিপার্শ্বিক স্মৃতিতে
নিন্দা কিংবা স্তুতিপত্রে যে-কাহিনি লেখা থাকবে
নিস্পৃহ এ-রক্ষক তাকে দরজা খুলে দিয়ে
পায়ে পায়ে সন্ধ্যার বাতাসে মিশে যাবে।

যে-বাড়ি আমার নয় তার জন্য, অভিপ্রেত নয়,
তবু, এক বিন্দু অশ্রু রেখে যাব।

দক্ষিণায়ন

উত্তর থেকে যাঁরা দক্ষিণে যান, দক্ষিণ থেকে বামে
সুনির্দিষ্ট তাঁদের আসন অক্ষয় দেবধামে

বুকপকেটে চেতাবনী, আর এ-কে সাতচল্লিশ কাঁধে
রক্তে পা-ধুয়ে মধ্য নিশীথে পৌঁছে গিয়েছ চাঁদে

দেশাত্মবোধক মর্টার এবং গ্রেনেডের জোড়া গানে
না-হয় স্বপ্ন উড়ে পুড়ে গেল, তালা ধরে গেল কানে

কাদের রেশন কাদের পুণ্যে শূন্যে উধাও হয়
ছেঁড়া ন্যাতা দিয়ে কে-বা কতটকু লজ্জা করেছে জয়

প্রথম সারিতে পণবন্দিরা, নারী ও শিশুর ঢাল
পিছনে চলবে রক্তলোলুপ পোষা নেকড়ের পাল

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যা কিছু করেন সবই কি সমাজসিদ্ধ
অম্বিকা আর অম্বালিকার কাহিনি দুষণে বিদ্ধ

সন্দেহ নাই পোশাক পালটে দুঃশাসনের চর
যুধিষ্ঠিরের ধর্মশিবিরে গোপনে বেঁধেছে ঘর

খোল করতালে পাঞ্চজন্যে পায়ে পায়ে পথ চিনে
পূর্ব গগন আজ সারা হলে, কাল যাব দক্ষিণে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার বন্ধুরা, শত্রুরা

সন্ত্রাস আমার বন্ধু, সন্ত্রাস আমার শত্রু
এক পাত্রে দুই পবিত্র পানীয়,
অভ্যর্থনা এবং বিদায় বিচিত্র বর্ণাঢ্য মণ্ডপ
আমি আর একা নই মৃত্যু আর জন্মের অভিষেকে।

আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়া নিয়ে তুষ্ট হতে হয়েছে চাষিকে
ঋতু-শাসনের কিংবা শস্য ফলাবার নতুন দিগন্ত নিয়ে
হয়তো এখন কলরব জেগে উঠবে বিজ্ঞানী-সভায়
কৃষকেরা চেয়েছিল আকাশ ও সেচ-দপ্তরের দিকে।

যতটুকু জল পেলে শুকনো মাঠ সবুজে সবুজ
তার চেয়ে বেশি রক্তে আমরা ভিজিয়েছি মাটি
যেকোনো সন্ধ্যায় মৃত মানুষের জন্য ফুল
যেকোনো সকালে পরবর্তী স্মরণ-সভার প্রস্তুতি।

ভারি ভারি পুথি থেকে যা শিখেছে এতদিন
ভক্ত ও তত্ত্বের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে মানুষ
এখন কেমন আছে তোমার শত্রুরা, বন্ধুরা
খোঁজ করতে গেলে দেখব খাঁ খাঁ শূন্য ভিটেয়
পাহারায় কয়েকটা কুকুর।

BANGLADARSHAN.COM

গাড়িবারান্দার নীচে

‘আমি সারাজীবন চোখ মুছতে মুছতে
জয়-পরাজয় নিয়ে হৈ হৈ করে
পথ হেঁটেছি।’ ফিরে যাওয়া/কমলেশ সেন

যে-ছাত্রের কাছ থেকে
শিক্ষকের মতো পাঠ নেয়া যায়
তাকে গুরু বলে মানি

বিশ্বাসের গাড়িবারান্দার নীচে
গৃহস্থালি নিয়ে অস্থায়ী আবাস
মাঝে মাঝে জলে ভেসে যাই

ফিরতে চাই
সেই সব গুরুপ্রতিম কনিষ্ঠের কাছে
কৃতঘ্ন জলস্রোত বাধা দেয়

কাঠপোকার মতো কুরে কুরে
যারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর গভীরে
তারা দুঃখকে চেনায়

দুঃখ দেয়া দুঃখে ফিরে যাওয়া
সে তো মৃত্যুর অধিক
তুমি তাতে বিশ্বাসী ছিলে না

অথচ পাহাড়ে রাত্রির মতো
অকস্মাৎ দুঃখ নেমে এলো
এত অন্ধকারে পথ চলা যায়!

উপরে দৈবনির্ঘোষে সমৃদ্ধ আকাশ
নীচে অবিশ্বস্ত অবিন্যস্ত জল।

BANGLADARSHAN.COM

চলমান বিচিত্র মানুষ

যে ভাবায়, সে চলমান বিচিত্র মানুষ।

একটা শতাব্দীব্যাপী প্রাজ্ঞ অন্ধকার, ঝিরঝিরা
রক্ত যেমন আগ্রাসী জলের মতো হিংস্র
হাত বাড়ালেই প্রলিপ্ত শাসনে-ব্যসনে-প্রতিবেশে-সভ্যতায়
আজ তাকে বড়ো অশ্লীল অনাবশ্যক মনে হয়
জলের সদৃশ কোনো বিষ নেই
কুৎসা ও ঘাতক সমধর্মী
ফুলের সম্যক ভূমিকা যতটা শ্মশানে
                    ততটা বিবাহবাসরে নয়
রক্ত দেখতে দেখতে জীবনদানের সংজ্ঞা জল্লাদের হাতে।

আজকে ভোরের আলো রক্তপলাশ
গার্হস্থ্যের স্নেহসিক্ত রসে ঋষিদের সৃষ্ট তপোবন
পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে ক্ষরিত সে সময়-ভাবনা
মন্দাকিনী স্রোতে কবে জন্মের মাটিতে পা দেবে
পরাজয় প্রতিহিংসার শেষ ঘণ্টা বাজুক উৎসবে
বিনয়ের ঝরণাজলে অবগাহনের তৃপ্ত সরোবর
মানুষ কেবলই বিনষ্টির জ্বলন্ত সমিধ–
চলমান বিচিত্র মানুষ এই শর্ত মানেনি কখনো!

গুহামানুষেরা জীবনের প্রয়োজনে পাথরের অস্ত্র গড়েছিল
তখন নিরস্ত্র রাতে চকমকি আলো
তবু তারা সেই সব প্রহরণে নিজেদের দণ্ডিত করেনি
নিজেরাই তারা প্রকৃতিকে শাসন করেছে
স্বর্গঅভিলাষী হে নব্য পার্থিব স্বজন
কোন নরকাগ্নি থেকে তোমাদের অভ্যুত্থান
পাঞ্চজন্যরবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা
হিংসার যজ্ঞকুণ্ডে তবু কেন আগুন নেভে না!
ভোরের মানুষ তত্ত্ব স্থবির দর্শনে লেখেনি
তা কেবল বলতে পারে চলমান বিচিত্র মানুষ!

BANGLADARSHAN.COM

কোন বনে কে পথ হারাবে

একটি কাঁটা গাঁথতে পারলে নড়বড়ে এই দরজায়
গুহার মুখে একটি পাথর বিষবাষ্প আটকে দিতে
দানব থেকে একটি মানুষ মানবসত্তায় ফিরে আসতে
আর কতদূর চলতে পারবে দীর্ণ দগ্ধ স্বপ্ন দ্যাখা!

তস্করে আর কতটুকুই হরণ করবে গৃহস্থালি
মৃত্যু থেকেও অধিক দুঃখ অসম্মানের তপ্ত তিলক
হাঁটুন কিংবা ছুটে চলুন, গভীর খাদ বামাবর্তে
লেবেল পালটে চিরটা কাল আর-এক রাতের মুখোমুখি।

পতন এবং মূর্ছা-সহ কৈফিয়তের দীর্ঘ মালা
বিশ্ব ক্রমে তপ্ততর, রক্তেও তাই খ্যাপা মহিষ
কোন বনে কে পথ হারিয়ে নতুন একটা স্বর্গ গড়বে
পাথর ভাঙা মন্দাকিনী রক্তস্রোত বই-তো নয়!

BANGLADARSHAN.COM

হাজার বছর পথ হাঁটবার সামর্থ্য নেই তুচ্ছ কবির
আমরা কেবল কারুশিল্পী তত্ত্বকথার উচ্চ মিনার
আমরা পারি গৃহদাহের নিত্য আগুন দেখতে দেখতে
সকাল সন্ধে ভরিয়ে দিতে শ্রাবণ মেঘের পরমার্থ।

আমরা কী খুব পথশ্রান্ত শত্রু এবং বন্ধু বাছতে
আমরা কী খুব অনাসক্ত ভূমিকম্পে জলোচ্ছ্বাসে
হিংস্র এক বিপুল গ্রহ পৃথিবীকে শুঁকে দেখছে
চতুর্দিকে পোড়া গন্ধ, আমরা কী তা বুঝতে পারছি!

যা আছে সঞ্চয়ে

সবাইকে, সবাই দুষছে
কিন্তু একটা পাথর-ও কারোর গায়ে লাগছে না।

আমার কোনো পুরোনো পাড়া নেই
এক হাঁটু জল ভেঙে যে-ডেরায় উঠেছিলাম
আজও এক ইঞ্চি জল-ও নামল না
জীবনকে শুদ্ধ করা জল।

পায়ের উপর পা রাখতে গেলে
অন্তত একটা বেঞ্চি চাই
আমার সারা জীবনটাই চাটাইয়ের মতো
ছারপোকা সংকুল সমতল।

প্রত্যেকের একটা করে অতীত
আর অনন্ত অসংখ্য ভবিষ্যৎ
আমার পকেটে এল বাণ্ডিল নাছোড় বর্তমান
তার আবির্ভাব জানি, প্রয়াণ জানি না।

বক্তৃতা শুনতে শুনতে ভেসে যাই
ওরা কত কি দেখেছে
আমি শুধু ওদেরই দেখছি
ওদের চলার পথে সে-ই এক হাঁটু জল–

সমাধানহীন অসম্পূর্ণ, এক গুচ্ছ
গোয়েন্দা কাহিনি!

BANGLADARSHAN.COM

অগ্নিতে নেই দহন

দিনের থেকে রাত্রি দীর্ঘ, সখ্য থেকে বিরোধ
মান অপমান তুল্যমূল্য, ভস্মে যেমন সাম্য
উচ্চারিত লক্ষ কথা, কোটি শব্দ উহ্য
সব গুছিয়ে শেষ যাত্রা! নেহাতই এক স্বপ্ন!

ভ্রমণ অর্থে দরজা ছেড়ে দু-এক দণ্ড বিলাস
উঠোন থেকে রৌদ্র খুঁটছে তপস্বিনী সকাল
নির্ভয়ে পা বাড়িয়ে আবার গুটিয়ে নিচ্ছে ভয়
একটু গেলে সেগুন ছায়ায় ঘনায় অন্ধকার।

বসন্ত আর গ্রীষ্মে যখন সখ্য উতল-হাওয়ায়
কখনো স্মৃতি দু-চার ফোঁটা জলের সেতুবন্ধ
এপার ওপার দুঃখ সুখের ক্ষণকালের ছোঁয়া
দুলিয়ে দিচ্ছে শেষ বিকেলের মুকুটমণিপুর।

BANGLADARSHAN.COM

গভীর থেকে গভীরতর সুপ্ত দৃশ্যাবলি
ভ্রমণসঙ্গী নদী পাহাড় স্নিগ্ধ বাক্যালাপ
হঠাৎ হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের মত্ত মহিমায়
চোখের সামনে কায়ায় মায়ায় চকিত দৃশ্যমান।

ঘোরের মধ্যে সময় কাটে! কতটা তা সত্যি
বৃষ্টিবিহীন আষাঢ়, এবং অগ্নিতে নেই দহন
জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে যখন সকাল খুলবে চোখ
পরমার্থ বুঝতে বুঝতে আবার গভীর রাত্রি!

সুখ আর দুঃখের সন্ধানে

আমি সুখী নই দুঃখী নই
আমি কাউকে সুখী করতে পারি না
দুঃখী-ও না
যে-যার সুখ নিয়ে থাক
যে-যার দুঃখ নিয়ে থাক
বধিরতা দিয়ে আমি সুখকে তুচ্ছ করেছি
দুঃখকে-ও কাছে ঘেঁষতে দিইনি।

বাতাস সুখ বয়ে আনে, দুঃখ-ও আনে
তাই আমি বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না
নিরাসক্তি এ-সময়ের দুরারোগ্য ব্যাধি।

হেমন্ত-শিশির খুঁজতে এখনো হয়তো
শিকারী-বীক্ষণ তৈরি নয়
স্পর্শকাতরতা নিজস্ব হৃদয় ছেড়ে
ভাবছে বাইরে যাবে কিনা
জরাগ্রস্ত মানবকল্যাণ
গলার শিরা ফুলিয়ে ডাকছে
এসো বন্ধুগণ, আগামী পৃথিবী আমাদের!

নিরপেক্ষতা আর সমদর্শন নিয়ে
আমাদের গবেষণা এখনো অসমাপ্ত
ফুল অর্ধেক ফুটতে ফুটতে বাকি অর্ধেক ঝরে যায়।

সুখহীন দুঃখহীন বন্ধ দরজায়
ব্যাধি তার প্রভাব ছড়ায়
ও-ঘরে যদি সুখ নেই, দুঃখ নেই
নাকে বিষবাষ্প-নিরোধক মুখোশ লাগিয়ে
কে এখন দরজা ভাঙতে যাবে!

BANGLADARSHAN.COM

প্রলয়ের ঈশ্বর ঈশ্বরী

খরার চাবুক গুটিয়ে নিয়েছে আকাশ
সার্কাস গ্যালারির মতো থরে থরে প্রত্যাশিত মেঘ
দিগন্ত ছুঁয়ে বিদ্যুতের লেলিহান জিভ
কালবৈশাখী যদিও কুণ্ঠিত, স্বপ্ন ও শঙ্কায়।
ঝলসে যায় যতটা আকাশ, বনচ্ছায়া তত ক্রুদ্ধ নয়
এক হাতে বজ্র ছুঁড়লে অন্য হাতে অর্চিষ্মান মেঘ
প্রকৃতি যা শিখিয়েছে, যদিও তা ব্যতিক্রমে বাঁধা
ষড়ঋতু কেউ কাউকে অভিষিক্ত করে না সম্ভ্রমে।
যেতে হয় যাই পথরেখা যে-দিকে চালায়।

গেরুয়া ধুলোয় শকুনি কী সন্ন্যাস নিয়েছে
পৃথিবীর অন্তর-গহনে ধিকি ধিকি চিতার আগুন
আমরা বুঝি না, লোকালয় ঘিরে জাগছে হিংস্র শ্মশান।
পায়ের তলার মাটি পূর্বাহ্নেই সতর্ক করেছে
বিবাহ কন্যার মতো রক্তাম্বর শেষ রাত্রি
কান্না কী তখন প্রভাতসংগীত মনে হল
মর্টারের বিস্ফোরণ আতসবাজির ভ্রমে
প্রাজ্ঞকে বিভ্রান্ত করেছে।

দেবালয়ে নয়, দুর্বৃত্তের কাছে আত্মজের প্রাণভিক্ষা
রাবণবধের আগুন গৃহস্থের সর্বস্ব নিয়েছে
পুথিগুলি ছুঁড়ে দিয়ে সে-আগুন হিংস্রতর
সভ্যতার কাটা মুণ্ডু সাম্যে ও শঠতায় গড়াগড়ি যায়।
দানবের প্রত্নকক্ষে রাত্রের প্রহরে প্রহরে
নতুন প্রজন্ম গড়া হয়
কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিচ্ছুরিত ঘাতক আলোয়
তারা সব প্রলয়ের ঈশ্বর ঈশ্বরী!

BANGLADARSHAN.COM

যে যন্ত্রণা নিরপেক্ষ নয়

দরজার তালা খোলা
জানলার সার্সি তুলে দিয়ে গেছে
হেমন্তের প্রথম শিশির
গাব গাছে বুকে হাঁটা সাপ
পক্ষীকুলে সন্ত্রাস ছড়ায়।

সেই শেষ রাত থেকে আমি জেগে শুয়ে আছি।

দরজা খুললে বারান্দার নীচে
উৎফুল্ল কামিনী
চোখ তুললে তারায় তারায়
আকীর্ণ অঘ্রাণ-আকাশ
তবু আমি আমার এই জন্ম মাসে
ক্যালেণ্ডারে দাগ কাটা
পর পর মৃত্যুর নিশানা এড়িয়ে
বাইরে বেরোতে পারি না।

BANGLADARSHAN.COM

আকাশের চোখে চোখ রাখা–
সে আমার অনন্ত পিপাসা
শেষরাতগুলি আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে
শুকতারা নেমে যাচ্ছে
রক্তে তার রিনরিন স্রোতোধ্বনি
বুক দিয়ে যারা বাস্তু আঁকড়ে আছে
তারা মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ে।

শেষরাতে এই বিপরীত আকর্ষণগুলি
সংঘবদ্ধ হয়
আমাকে তড়িৎস্পর্শে ছিন্নভিন্ন করে
সাফল্য ও ব্যর্থতার নাটমঞ্চে
আমি মাত্র সাংবাদবাহক!

এ যন্ত্রণা আমাকে জাগিয়ে রাখে।

জাগেনি ঘুমন্ত প্রাণ

দুঃখকে বেঁধেছি অঙ্গে
সে আমার কবচ কুণ্ডল
সুখকে রেখেছি সঙ্গে
সে শুধু পথের সম্বল

বাক্যবাণ স্থূল অভিমান
বিদ্ধ করবে সেই শক্তি নেই
হাতে আছে পাতার বিষাণ–
শৈশবের স্বপ্নখেলা এই

জাগেনি ঘুমন্ত প্রাণ
বর্ষা ছিল খোলা বারান্দায়
মনে মুগ্ধ করবীর ঘ্রাণ
কে এখন স্বপ্ন খুঁজতে যায়

BANGLADARSHAN.COM

হাওয়ায় উড়ুক কথা
মেঘ হোক, বজ্রবাণী হোক
তারা সব প্রগলভ শঠতা
প্রজন্মের ক্ষীণ প্রাণ শোক!

উত্তরপুরুষ

দস্যুতাকে ইদানীং উষ্ণীব চড়িয়ে সম্ভ্রান্ত করেছ
আমরা কী মাঠ ঘিরে চিরকাল নির্লিপ্ত দর্শক!
আজ বৃষ্টি, কাল রৌদ্র, শোকে সুখে বেলা বহে যায়
সামাজিক রঙ্গমঞ্চ থেকে কারা সোজা গৃহদাহে গেছে!
আমরা প্রাণের মূল্যে দর্শকের প্রমোদ আসনে
মধ্যমাঠে মাটির পুতুল, তাকে বলছি স্বদেশ জননী।

সে-ই বিয়াল্লিশে মহাকাশে মৃত্যুর গর্জন
নীচে হাজারে হাজারে সন্ত্রস্ত বুভুক্ষু মানুষ।
পতাকা উড়িয়ে মহাযুদ্ধে কারা শান্তি চেয়েছিল
শ্বেত পারাবত কাদের অর্জিত প্রতীক!
আজ এতদিন পরে মানুষের সব শ্রম ধুলোয় ধূসর
ঈশানে নৈর্ঋতে মুহুর্মুহু রং বদলে যায়।

তৈমুর-নাদির-নীলকর লুণ্ঠনের পাঞ্জা এঁকে গেছে
উত্তরপুরুষ কারা সেই পাঞ্জা আঁকড়ে আছে!
‘যুদ্ধ’নামে দস্যুতাকে মহিমা দিয়েছ
সিংহাসনের নীচে দলবদ্ধ ক্ষুধার্ত শৃগাল।

BANGLADARSHAN.COM

সামাজিক বাদুড়েরা

গা থেকে ধুলোর মতো
সংকট ঝেড়ে ফেলতে
বন্ধুরা পরামর্শ দেয়।
আমরা কি সামাজিক বাদুড়ের মতো নিম্নমুখী,
আলোর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে
পরাক্রান্ত সন্ধ্যার সাহায্য চাই!
দীর্ঘদিন ঝড়ের সাম্রাজ্যে থেকে
ঝড়কে উপেক্ষা করতে পারি না
শস্যখেতে মৃত্যুকে শুইয়ে
তবু আমরা প্রতিশ্রুতির কথা বলি।
দিন, তুমি আমাদের নগ্নতার
লজ্জা শিখিয়েছ
শিখিয়েছ জল ঢেলে রক্ত ধোয়া যায়
দুষ্টতার মুখোমুখি আমি
বুঝতে পারি না
কি করে পিছন ফিরে
প্রতিকূল হওয়াকে এড়াবে!
সংকটের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে
ক্রমাগত ধুলোর পাহাড়
মনুষ্যত্ব খুঁজব কোথায়!

BANGLADARSHAN.COM

জাগ্রত ঘুমের মধ্যে

মাটির অভাবে আজ বাঁধা বাঁধা সম্ভব হল না
মাটির নাগাল না পেয়ে গাছপালা পশু ভেসে চলে যায়
এক চিলতে মাটির উপরে সারি সারি তাঁবু
দুর্লভ মাটিকে নিয়ে এতদিনে গবেষণা শুরু।

আবহাওয়াবিদের কণ্ঠে নিম্নচাপ, বাতাসের গতি,
হাওয়া-মোরগের ডানা নিরলস দিকচিহ্ন আঁকে
মহাশূন্যে ঘূর্ণি ঝড়, মেঘের শাসানি
তথাপি মাটির জন্য উদ্‌বেগ কোথাও ছিল না।

অথচ পায়ের নীচে এক খণ্ড মাটি চেয়ে সমগ্র জীবন
মায়ের স্পর্শের মতো স্নেহময়ী মাটি
চাঁদ থেকে মাটি, মঙ্গলগ্রহের মাটি
মাটির দখল নিতে মানুষের পাশব সংঘাত।

শরশয্যায় পিতামহ ভীষ্ম, তৃষ্ণায় কাতর
ভোগবতী জলে পার্থ তাঁর তৃষ্ণা মেটালেন
মাটি ও জলের সখ্য সৃষ্টির আদিকাল থেকে
একই বন্ধনে বদ্ধ যুদ্ধ-শান্তি-প্রকৃতি-জীবন।

যে-মাটিতে সভ্যতার উদ্ভব-অবক্ষয়-বিবর্তন
তাকে নিয়ে মানুষের প্রাজ্ঞ নির্লিপ্ততা প্রলয় ডেকেছে
লঙ্গরখানার জন্য আমরা কি প্রস্তুত ছিলাম
জাগ্রত ঘুমের শান্তি জন্মান্তরে নয়

একই জন্মে বারবার মৃত্যু এসে চিতা জ্বেলে রাখে!

BANGLADARSHAN.COM

উৎস থেকে মোহনার পথে

নিঃসঙ্গতা দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো
প্রবেশের চেয়ে নিষ্ক্রমণ অনেক কঠিন
সুড়ঙ্গ ও গুপ্ত দরজার অরণ্য ভূমিতে
পায়ে পায়ে যেখানে পৌঁছেছি
মনে হয় সেখানেই থেকে যাই
বাইরে পৃথিবী বড়ো বেশি স্বার্থসচেতন।

নিজেকে চেনার জন্য এতখানি নির্জনতা
সত্যিই কি আবশ্যিক ছিল?
কোলাহলে এতগুলি দিন কেটে গেছে
নিদ্রাহীন রাত মনে হত আকাশ ছুঁয়েছে
সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে আজ যদি বাইরে আসতে চাই
নিঃসঙ্গতা কেন বাধা দেবে!

BANGLADARSHAN.COM

নদীর ঘনিষ্ঠ বলে খুব অহংকার ছিল
ফিরে দেখি সব জল অন্তর্হিত
পরিচয়গুলি কেমন নিঃশেষে মুছে যায়
ঝুপসি অন্ধকারে দু-চারটে
কৃতজ্ঞ জোনাকি উড়ে যায়
জল থাকলে ছায়া ফেলত,
অর্থহীন সন্ধ্যাগুলি দুর্গের প্রাকারে ঘেরা।
নৈঃশব্দ বাঙ্‌ময় হলে এমন কি ক্ষতি হবে
উৎস থেকে মোহনার পথে ছলাচ্ছল শব্দ নেই।
জমানো বরফ ভেঙে নদী ফের প্রাণবন্ত হবে
উষ্ণতা কি যান্ত্রিক পরিমাপ শুধু
যা ছিল প্রত্যক্ষ সত্য, এখন তা কি স্বপ্নরোমন্থন!

ক্ষীণপ্রাণ নদী তবু ফেরবার কথা ভাবে
মৃত্যু তাকে বাঁচাতে পারে না।

অন্য উন্মোচনে

যে-কবি খননে বিশ্বাসী
তাকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিস্তরে আলো ফেলতে হয়
যেমন গভীরে
তেমনি উপরেও নানা শ্রেণিবিভাজন

সন্ধ্যা সমাসন্ন হলে
সমীক্ষার তাঁবুর ভেতর ঢোকে ভূতাত্ত্বিক
আত্মবিমোচন কখনও জরুরি হয়
সূর্যাস্তের কাল থেকে এই তার প্রান্তিক আশ্রয়

জাগরণ কখনও কখনও নতুন আলোয়
কখনও-বা গতানুগতিক ঘুমভাঙা
পাথর ফাটিয়ে যেসব গাছের মাথা আকাশ সন্ধানী
জিরাফের চোখে তারা চতুর্দিক দেখে নেয়

BANGLADARSHAN.COM

দুঃখকে তাড়িয়ে
কখনও সাহস খুব কাছে চলে আসে
প্রিয় মিথ্যাকে ডিঙিয়ে
তারা অপ্রিয় সত্যের কাছাকাছি

প্রিয় ও অপ্রিয়-র সংজ্ঞা নিরূপণে
কালস্রোত বহুমুখী
আত্মপ্রচারের ঢাকে
নদীর স্বভাবস্রোত উন্মার্গবিলাসী

এই দ্বৈরথ প্রজ্ঞায়
সময় প্রবাহ জটিল আবর্তে ঢুকে যায়
খননে বিশ্বাসী কবি
অতঃপর মাটির উপরে
আর এক উন্মোচনে মগ্ন হয়ে যায়।

জলসত্র

নিজের তৃষ্ণার জলটুকু ছাড়া
আমার কাছে অতিরিক্ত জল নেই
তুমি চাইছ আমি জলসত্র খুলে বসি

যিনি সন্ন্যাসী তিনি সব বিলিয়ে দিতে বলবেন
সন্ন্যাসীর নিজস্ব কোনো বিত্ত নেই
ভক্তেরা তাঁর কোনো অভাব রাখে না

স্বর্গ আর পৃথিবীর মধ্যে যে সেতু
প্রাজ্ঞ মানুষকে তাকে দেখতে পান
অবিজ্ঞেরা সাঁতরে পার হতে চায় কালসমুদ্র

ইতিহাসে বিজ্ঞ আর সরল মানুষের স্থান পৃথক
কারও উত্তরাধিকার হাজার বছরের
কেউ পর্ণকুটিরের নামমাত্র আবাসিক

BANGLADARSHAN.COM

নিজের পানীয়টুকু আমি দিয়ে যেতে চাই
সামনের লাইনে ঘটি বাটি নিয়ে তৃষ্ণার্ত পৃথিবী
হে ঈশ্বর, জলসত্রের মাথায় জ্বলজ্বল করুক
তোমার পবিত্র নাম!

এক ভাগ স্থলের সম্রাট

তিন ভাগ জলে এক ভাগ স্থলের সম্রাট
তুমি আগ্রাসী মানুষ
‘হে সূর্য! তুমি আমাদের উত্তাপ দিয়ো’
প্রথম প্রগাঢ় প্রার্থনা মনে পড়ে
আবিরের লাল নিয়ে একদিন খুশি ছিল
বিজয় উৎসব
মায়ের মুখের আলোয় প্রতিদিন উজ্জ্বল গোধূলি।

অরণ্য নিঃশেষ করে হাঁটতে হাঁটতে
আজ খোলা মাঠে বিপন্ন সময়
জলবায়ু তার প্রলম্বিত রেখাচিত্র
গুটিয়ে নিয়েছে
বিশ্বস্ততা নিয়ে তেমন ভাবে না আর
প্রকৃতি ও প্রগল্‌ভ মানুষ।

BANGLADARSHAN.COM

মুমূর্ষু বৃক্ষেরা তাদের জিজ্ঞাসাগুলি উঁচিয়ে ধরেছে–
কাঠি কাঠি হাতে দুন্দুভি বাজিয়ে
তুমি কতদূর যেতে পারো
ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতে নিজেকে বাঁচাতে পারনি
যুদ্ধের কথা বললে মহামারী অট্টহাস্য করে।

সত্যের কাছাকাছি, মানে সত্য নয়
সর্বব্যাপী মিথ্যা বড়ো প্রলুব্ধ করেছে
ভালো-মন্দ বিচারের ইচ্ছে ও ক্ষমতা
ক্রমাগত দ্বন্দ্বে দীর্ণ
আলোর সান্নিধ্য চেয়ে বিপরীত জীবনযাপন।

ফুটে ওঠো–বললে যেমন গোলাপ ফোটে না
উজ্জীবন তেমনি কারো আজ্ঞাবাহী নয়
গবেষণাগারে কোনো সুড়ঙ্গের মায়াজাল ছিল
দীর্ঘকাল কেটে গেছে, ভ্রান্তি তাকে জানতে পারেনি।

চতুর্দিকে নিঃশব্দে ঘটেছে বহু অগ্নি উদ্গিরণ
এক ভাগ স্থলের সম্রাট তুমি
কোনো দিকে তাকিয়ে দেখনি!

BANGLADARSHAN.COM

কথাজন্ম

যে কথাগুলি শুনতে শুনতে মানুষ বুড়ো হয়ে যায়
কিংবা কিছু না শুনেও বার্ধক্য ঠেকাতে পারে না
দু-দলই এক সঙ্গে বসে ঠিক করে—কথা শুনে কী লাভ!

কেউ যখন কথা আর শুনতেই চায় না
অথচ কথা বলাটা যাদের বেঁচে থাকার মতো জরুরি
তারা সমবেত ঠিক করতে পারে না—কথা বলে কী লাভ!

এতদিন যা শুনেছে, মানুষ যখন তা দেখতে পায়নি
এতদিন যা বলেছে তা যখন দেখাতে পারেনি
ইতিহাসের মতো পথ ঘাট কি নিষ্করুণ বিদূষক মাত্র!

শব্দ কি কেবল কণ্ঠস্বর! পাতার মর্মর শব্দ নয়!
মেঘে মেঘে ঘর্ষণ কিংবা দুর্নিবার আলিঙ্গন
কিংবা রুদ্রাক্ষের মতো ঝাউফলের টুপটাপ!

BANGLADARSHAN.COM

শব্দ কেউ শোনে, তরঙ্গ তোলে, তাই সে শব্দ
কান্নাহীন দুঃখের কোনো স্মৃতিচিত্র নেই
কথা দিয়ে শব্দের প্রার্থনা, মহাকাব্য।

গাছের সঙ্গে পত্রগুচ্ছের, সমুদ্রের সঙ্গে নির্লিপ্ত আকাশের
প্রেমের সঙ্গে বিরহের, ক্ষুৎকাতরতার সঙ্গে অকাতর ক্ষুধার
নিরুচ্চার এই সম্পর্কের কথা, কথাজন্ম ছাড়া
কেই-বা জানাতো!

প্রতিদিন বিষণ্ণ বিগ্রহ

তুমি তো পতঙ্গের মতো,
সেরকম দৃষ্টিগ্রাহ্য নও।
যাও, কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে এসো
বিমর্ষতা নিয়ে কলম শুকিয়ে কাঠ
ফুলভর্তি পলিপ্যাক নর্দমার জল আটকে দেয়
বাড়ি থাকলে ফোন ডাকবে
যাও, অকারণে প্রাচীরের ছায়ায় ডুব দিয়ে এসো
ঘরে থাকলে জোট ডাকবে, ভোট ডাকবে
পরিত্যক্ত শব্দগুলি কানকে উত্যক্ত করবে
বারংবার।

যারা বলে মানুষ চেনার শেষ নেই
নিজেকে ঠকায় তারা
এক বিন্দু তিল, এক ফোঁটা পরিতাপ
কোথাও-না-কোথাও অনাবৃত থেকে গেছে।

বন্ধুরা অকারণ বন্ধুতায় বিশ্বাস করে না
শত্রু-ও রক্তস্নানে তিথি নক্ষত্র দ্যাখে না
একমাত্র তুমি কবি, স্বার্থপরতা-ভীত
তোমার নিজস্ব কোনো পৃথক পৃথিবী নেই।

তবু তুমি শব্দকে এড়াতে চাও
বজ্র আর শঙ্খধ্বনি সমভাবে তোমাকে শঙ্কিত করে
বাইরে গেলেও তোমার নিস্তার নেই জেনো
তোমার ভিতরে তুমি প্রতিদিন বিষণ্ণ বিগ্রহ।

তুমি কি শব্দের ভয়ে অহেতুক সন্ন্যাস নিয়েছ!

BANGLADARSHAN.COM

আমার উত্তরপুরুষ আমি

যদি শুরুটা না দেখতাম
তবে এই প্রান্তপথে ক্রূর সূর্যকে ছাতা ভেবে
এত কষ্ট পেতে হত না
হাজার হাজার বছর নয়
মাত্র এই ছ-দশককাল
পুরাতত্ত্ব কণ্ঠস্থ করাচ্ছে সময়

দেখা জিনিসকে ইতিহাস বানানো
সে এক অসম্ভব দৈবকুশলতা
দাও, আমার দেখাকে উদ্ধৃত করে
আমাকেই শিক্ষা দাও
দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার বাস্তু পালটাতে পালটাতে
আমাকেই খুঁড়ে তুলতে হবে আমার অতীত
আমাকে উৎখাত করা প্রদর্শনীতে
আমাকেই ফিতে কাটতে হবে

BANGLADARSHAN.COM

বস্তুত আমাকেই আমার উত্তরপুরুষ
আমাকেই অত্যাচারী শাসক বানিয়ে
হাতে তুলে দিচ্ছ নীলকুঠির বন্যতা
যে-চাবুক একদিন বশ্যতায় বেঁধেছে
আজ প্রদর্শশালায় সে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন আয়ুধ
আমিই আমার পূর্বপুরুষের স্বীকারোক্তি ছেপে
সবিনয় করজোড়ে রাজ-বিদূষক
শাসকের প্রেত আর শাসিতের দ্বৈত ভূমিকায়

স্বয়ং ইতিহাস হয়ে ইতিহাস পাঠ নিচ্ছি
এক ঘাটে জল খাচ্ছে পূর্বপুরুষের নাভিকুণ্ড
আর তৃষ্ণার্ত উত্তরপুরুষ

শিক্ষকেরা ফের ছাত্র হয়ে
রামকিংকরের ঝরে-পড়া প্লাস্টার কংক্রিট।

চড়ুই আর টুনটুনির জন্য

সাবধানতা একটা আলোয়ান ছাড়া কিছু নয়
কেউ গায়ে টেনে নেয়, কেউ ছুঁড়ে ফ্যালে

বজ্রাঘাতে ইদানীং এত যে মৃত্যুর খবর
তার শোকাগ্নি এখন থেকে সরকারি দাক্ষিণ্যে ভিজবে

একই বৃত্তে ত্রিকাল চোখ বুজে ঘোরে
তা হলে ক্ষিপ্র বর্তমান কোন কালে মিশে গেল

দৃষ্টি খুলে নিয়ে শল্যবিদ দু-দিন সময় দিয়েছিল
আজ দূরদৃষ্টি জুড়ে বলল—আর ক-টা দিন চালিয়ে নিন

সত্যের পর্দা তুললে আর একটা সত্যের জগৎ
আর সেটাই তখন শ্বাশত জীবন

BANGLADARSHAN.COM

শ্রমের দক্ষিণা নিয়ে নিরাপদে ঘরে ফিরতে চাইলে
হৃৎপিণ্ডে দামামার ধ্বনি উঠবে কেন

কেননা চতুর্দিক নিরাপত্তার বলয়ে ঘেরা
তার মধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে চিতারাত্রি

চড়ুই আর টুনটুনির জন্য শোক যত উচ্ছল
কানের পাশে তত লেপ্টে যাচ্ছে মোবাইল অভিজ্ঞান

আলো এবং অন্ধকার নিয়ে লোফালুফি একদিন শেষ হবে
সে দিন কি মুঠিভর্তি কেবলই অহংকার!

একটা দিন ভাষা-মায়ের জন্য

ভাষা নিয়ে আবেগপ্রবণতা
ভরা কোটালের বান।
শরৎ যেমন বর্ষার ক্রুদ্ধ পুষ্পাঞ্জলি
আমরা কি কোথাও দাঁড়াতে চাই না
কিংবা চাইলেও বুকের ভিতরে ঝড়!

এক একটা জন্ম পাঁজির পাতায় চিহ্নিত
পঞ্জিকা যখন অনভ্যাস, তখন ক্যালেণ্ডার
ঘুরে ঘুরে চোখ লাল-সংখ্যায়
কখনো উৎসবে, কখনো রক্তাক্ত বিদ্রোহে।

জন্মভূমিকে প্রথাসিদ্ধ মা-বলা
দেশের মাটির পরে সন্তানের মাথা নত
কোথাকার জীবন কোথায় যে চলে গেছে
মা এখন ভক্তিতে অবহেলায় শতদীর্ণ।

BANGLADARSHAN.COM

একটা দিন ভাষা-মায়ের জন্য সংরক্ষিত
সে-দিন রক্ত আর আবেগের স্ফুটনাঙ্কে
বাকি দিনগুলি প্রসবের নষ্ট-ভ্রষ্ট-স্মৃতি
আর্তনাদের কখনো কি রেখাচিত্র থাকে!

মা থেকে সন্তান, সন্তান থেকে উদ্ভূত যন্ত্রণা
খর মধ্যাহ্নের মতো অগ্নিবর্ষী
জন্মকাল ফেলে আসি বৃদ্ধাশ্রম থেকে
সাগর সঙ্গমে
প্রতারিত হতে হতে অসংবৃত মূর্ছিত সময়।

ভিক্ষা আর বিনোদন

কে কোথায় জন্মেছিল
আজ আর সেগুলি তেমন বড়ো কথা নয়
পা ডুবিয়ে কে কোথায় প্রাসাদ গড়েছে
মুখে মুখে প্রচারিত সেই সব জাদু কথামালা
চোখসহা অন্ধকারে জঙ্গলের গাছপালা চিরে
সুড়িপথ আর অরণ্যচারীর চলাফেরা
স্পষ্ট হতে থাকে
সমীক্ষা চালাতে চালাতে শুধু 'ষড়যন্ত্র' উঠে আসে
'অনাহার' না কি বুনে তোলো তেমনি এক
সর্পিল শঠতা

'নো-এনট্রি' ঝুলিয়ে ঠাণ্ডা ঘরে বুধমণ্ডলীর সভা
বাইরে আছড়ে পড়ছে বৈশাখের তীব্র প্রতিবাদ–
এসো, এই অগ্নি স্পর্শ করে বলো
ভিক্ষা আর বিনোদন পা মিলিয়ে চলতে পারে না!

BANGLADARSHAN.COM

দু-হাতে বৈরাগ্য তালি

কাউকে যাচাই করে বুঝে নিতে
তার রেখার উপরে রেখা
দীর্ঘ স্রোতে অচেনা অজানা জল
দিন দিন আর একটা মানুষ, আর এক সমাজ

অথচ সেই সে-সব সময়
যখন জটিল জ্যোৎস্না ক্রমশ হিংস্র হচ্ছে
দু-হাতে বৈরাগ্য তালি বাজাতে বাজাতে
মানুষ কেমন নির্বিকার, স্মরণবিলাসী

স্থায়িত্বের কথা বলতে
মোড়ে মোড়ে শহিদস্তম্ভের শোক
সন্ধ্যায় পথ জনহীন
স্মৃতি কি সর্বদা গর্ব এবং সততা

একটা সময় যেতে যেতে
আর একটা সময় রেখে যায়
যারা একটু সুদূর সঞ্চারী
তাদের দু-চোখে স্বপ্ন সংশয়ের
হিজিবিজি পাখা।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা যত অন্তবাসী

নেতা থাকেন দু-চার জন
হৃষ্টপুষ্ট, রুষ্টভাষী
বাকিরা সব উঠতে-বসতে
সেলাম ঠোকা অন্তেবাসী।

দেশের জন্য গণ্যমান্য
শলায় বসেন বন্ধ ঘরে
কার ভাগ্যে কোন হাহাকার
স্থির হয়ে যায় নিলাম দরে।

দু-চার জনের মাথার ঘামে
সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি ঝরে
কার ধড়ে কার মুণ্ড বসবে
বাকিরা সেই নামতা পড়ে।

গণতন্ত্র-নামক মন্ত্রে
উড়বে ধ্বজা অন্তরীক্ষে
কিন্তু বেতাল শাসন করবে
ভৌতিক এক শমীবৃক্ষে।

জোরের যারা ঘোরের যারা
মঞ্চে বসে বাজায় তালি
আমরা যত কলম-যোদ্ধা
শব্দ জুড়ে আগুন জ্বালি!

BANGLADARSHAN.COM

সিংহাসনের নীচে

চাতুর্যের কাছে পরাজিত হতে হতে
প্রত্যাশা এখন মাথার মুকুট
সিংহাসনের নীচে কাঁটাঝোপ
সেই প্রত্যাশার প্রহরায়।
কাছে যে উৎসবের আলো
সে বাতিস্তম্ভের নীচের অন্ধকার আড়াল করে।
তিন ভাগ তিমিরাচ্ছন্ন পৃথিবীতে
একভাগ অহমিকার আলো দীপ্যমান।

নিঃস্বতার যে উদ্ধত পরমার্থ
গাছে গাছে তার রঙিন সমারোহ।
হাজার বছরের নির্লিপ্ত ফানুস উড়িয়ে
চাতুর্যকে আমাদের সাষ্টাঙ্গ অভিবাদন।
দীনতা নিয়ে ধর্মের যে রাজ্যপাট
প্রত্যেক বছর তা অধিকতর ঐশ্বর্যময়ী।
ভেরি পটহে কান্না সুনিপুণ ঢাকা পড়ে
চাতুর্যের ছিন্নমস্তা দিনদিন মোহিনী রাক্ষসী।

সমমর্মী কাউকে কাউকে মেপে নিতে ইচ্ছে হয়
সমধর্মী মানুষেরা ক্রমে ছুঁড়ে ফেলছে
মানুষী উত্তরীয়।

BANGLADARSHAN.COM

শরশয্যায়

[একটি অসহ্য মৃত্যুকে ঘিরে]

মানুষকে বিশ্বাস করেছি
তবু কৃতঘ্নতা তীরের ফলার মতো আমার সর্বাঙ্গে বিদ্ধ
আমি তো অনন্তপ্রাজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম নই
অক্ষমতা থেকে অবহেলা বহুগুণ ভারী
সেই ছদ্ম সামাজিক মানুষের ঘৃণা নিয়ে বাঁচে
তার প্রতি বিশ্বাস না হারালে
আমরা যে ভীষণ পাপী হয়ে যাই
ঘাতককে ক্ষমা করে ভীষ্মত্বের প্রতি লোভ নেই
অশান্ত মাটিতে মধুক্ষরণের দুঃস্বপ্ন দেখি না
সর্বস্ব হরণ করে যে আমাকে ভিখারি করেছে
তার প্রতি একদিন মানুষের প্রত্যাঘাত নেমে আসবে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নদর্শীরা কেবল কি আশা করবার জন্য বাঁচে
এ বধ্যভূমিতে পিশাচেরা সর্বাধিনায়ক
রোগশয্যা ঘিরে মারণমেলার সমারোহ
বিপন্ন মানুষ ঘাতক ও পরিত্রাতার পার্থক্য বোঝে না
ছায়াচিত্রে মুহুর্মুহু দেবতার দিব্য আবির্ভাবে
যোদ্ধার পেশি থেকে গাণ্ডীবটংকার খুলে নেয়
তারা মৃত্যুর অনিবার্যতায় সান্ত্বনার শান্তি-জল
কার দেয়া ভার বোঝা, কার ভার কতটা সহজ
বুঝতে বুঝতে অনন্তযাত্রার পথ যন্ত্রণাজর্জর
সামাজিক যূপকাষ্ঠ অতঃপর জাতীয় প্রতীক।

আকণ্ঠ তৃষ্ণার কথা

যা অনেক কাল ধরে ঘটে আসছে
মন চায় না তার পুনরাবৃত্তি হোক
ঘটির জায়গায় বাটি
আর আনন্দের বাড়িতে বিষাদ বসিয়ে
কি একটা নতুন সংসার গড়া যাবে!

মধ্যরাতের আকণ্ঠ তৃষ্ণা
বড়ো কষ্ট দেয়
হাতের কাছের জল দূরত্ব বাড়াতে থাকে।
কণ্ঠার কাছে এসে স্বর থেমে যায়
পায়ের নিচের মাটি আর সিলিং ফ্যান
এক সঙ্গে দুলতে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

নিজেকে মানাতে পারি না
কিন্তু তোমরা বললে
পুনরাবৃত্তির কথা মেনে নেব
না-ভাঙার না-গড়ার এক নতুন সংসার
আমাকে গুছিয়ে নিতে হবে।

তোমরা বললে ঘর অন্ধকার করে
নিজেকে নিজের মতো দেখে নেব
তৃষ্ণার কথা কাউকে বোঝানো যাবে না।

মাত্র গণ্ডুষ জলে

আমি ক্রীড়ামোদী নই
তবু রৌদ্র আর বৃষ্টির এই অক্ষক্রীড়া
আমাকেও বিদ্ধ করে
ঋজু পায়ে হাঁটতে হাঁটতে
হঠাৎ যে থমকে যেতে হয়
সে প্রস্তুতি সঙ্গে নিয়ে চলি।
তবু এইভাবে নিরুপায় বসে থাকা
ভিক্ষুকের মতো অদৃষ্টের কাছে হাতপাতা।

কখনো জলের জন্য হাহাকার
সেই জল শুষে নিতে কখনো প্রার্থনা।
প্রযুক্তির এই দীপ্ত মধ্যাহ্নবেলায়
মানুষ কী এতটাই ভাগ্যবাদী!
যদি বলতে পারি মাঠের সবুজ
ক-দিনেই মাঠকে ফিরিয়ে দেব,
কেন বলতে পারি না
যে মানুষ সমুদ্র শাসন করে

মাত্র গণ্ডুষ জলে তার সব প্রজ্ঞা
এইভাবে কেন আত্মঘাতী হবে
ঋজু পায়ে হাঁটতে হাঁটতে
মানুষ কেন যে ঋজুতার অর্থ ভুলে যায়!

BANGLADARSHAN.COM

খোলা বারান্দায়

সাজানো সংসারে
রৌদ্র এসে উঁকি দেয়
মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নাও।
খোলা বারান্দার এ এক মহিমা

জানালার নীচে
চাঁপা গাছ আলোময়
শান্ত রাতে আরো স্নিগ্ধ
ভোরবেলা ঝরা ফুলে স্নাত পথ

রৌদ্র জানে জ্যোৎস্না জানে
রাত্রের চাঁপাগাছও জানে
সংসারের ছন্দপতনের কথা
ভাঙা মাত্রায় বাতাস মন্থর

BANGLADARSHAN.COM

কার্নিশের দু-একটা পাটকিলে মথ
চাঁপাডাল থেকে চ্যুত পাপড়ি
মেঘ ছিঁড়ে এক ঝলক রোদ—
বৃষ্টির ছাঁট হুসহাস তাদের তাড়ায়

ঝিমধরা ভাদ্রের দুপুর
সবুজ পর্দায় নেমে আসে
বারান্দার মহিমা কুড়ায়
মাঝেমধ্যে এক একটা নিঃসঙ্গ শালিখ।

অসম্ভব শব্দগুলি

ক-টা মাস বিষণ্ণ সন্ন্যাসে কেটেছে
নদী ও মেঘের মধ্যে নাকি একটা ষড়যন্ত্র ছিল
বৃক্ষ, যারা আকিঙ্গনে বেঁধে রাখে মাটি
বাতাস যখন পূর্বাভাস কুড়িয়ে বেড়ায়

তারা নাকি এই ক-টা মাস যোগমগ্ন শিব
ত্রিকালের কথা ভেবে রক্তবর্ণ চোখ
সৃষ্টি ও স্থিতির পাশে প্রলয়ের ধূর্ত হামাগুড়ি
হোমাগ্নিশিখার নৃত্যে ঢাকা পড়েছিল

কচ্ছপের পিঠের মতো টুকরো টুকরো মাটি জাগছে
সেবাধর্ম ভেরি ও দামামা নিয়ে স্থলপথে জলপথে
যাও, তর্জনী উঁচিয়ে দোষীকে চিহ্নিত কর
কর্দমাক্ত পথে নিজে থাকো পঙ্কচিহ্নহীন

অসম্ভব শব্দগুলি সারিবদ্ধ উট বধ্যভূমির দিকে
রাখালের হাতে রক্তপায়ী হিংস্র অঙ্কুশ
এক শূন্য থেকে আর এক শূন্যতায় যেতে যেতে
অস্তসূর্যের তুলিতে একফালি বিহ্বল পথ

দামামা-শ্রীখোলে নিরূপায় বন্ধুত্ব-বন্ধন
মন্দিরার তাল কাটলে শুধরে নিচ্ছে সতর্ক বৈরাগী
ধারাভাষ্যে স্নান সেরে পূর্বাভাস মন্ত্র পড়ছে
অসম্ভব শব্দগুলি তীব্র স্রোতে তৃণগুচ্ছ খোঁজে।

BANGLADARSHAN.COM

জাদুকরি জ্যোৎস্না

কলম শুইয়ে রেখে
তুমি এখন বার্ধক্যের যষ্টি তুলে নিয়েছ
ঘুম আর জাগরণ
দু-টোই কলমের জাদুকরি জ্যোৎস্না
যষ্টি তোমাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দেয় না।

খলখল ছলছল যে-নদী
বাঁধ বেঁধে তার স্রোত তীব্রতর
একদিকে শান্ত জলাধার
অন্যদিকে বিদ্যুতের আগ্রাসন
নদীকে কোথায় খুঁজে পাবে!

ঘুমের ওষুধে মগ্ন বিদ্রোহী কলম
যষ্টি তাকে শাসনে রেখেছে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রলয়পয়োধিজলে

খুব হতাশ বাতাসে হাঁটাহাঁটি করতে নেই
খুব ক্রুদ্ধ বাতাসেও নয়
চতুর্দিকে মধ্যপন্থী অনেকেই
মনোযোগী অচিরে বাড়বে কিসে পার্থিব সঞ্চয়

দু-হাতে বাজালে তালি ছুটে আসবে নিশাচর প্রেত
সমাজশাসনে কে অধিক দক্ষ তার থেকে
দ্বন্দ্ব ও খরায় দীর্ণ শস্যহীন অন্নপূর্ণা খেত
অথচ ক্ষমার মুদ্রায় যিশু প্রলম্বিত ঘরের পেরেকে

ধর্ম নিয়ে খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ঠিক
ত্রাণ শিবিরের বাৎসরিক ভিত পুজো আছে
ত্রিপল বাঁশের খুঁটি জীবন্ত ধর্মেরও অধিক
দুষ্প্রাপ্য অমৃতফল লোভ দেখাচ্ছে স্বপ্নদৃষ্ট গাছে

আকস্মিক রোদ উঠছে, অকস্মাৎ বৃষ্টির ঝালর
পূর্বাশ্রমে দুঃখ ছিল, বর্তমান আরো অনিশ্চিত
তিন ভাগ অন্ধকার, এক ভাগ বিশীর্ণ আলোর
ফটোফ্লাশে ঝলকে-ওঠা কাল্পনিক সমৃদ্ধির ভিত

ভাগবাঁটোয়ারা সেরে পিতামহ সূর্য অস্তগামী
পিছনে ফিরতে গেলে অনেক বিতর্ক দেখা দেবে
দার্শনিক প্রস্থানই নিরাপদ, অথদ সংগ্রামী
প্রলয়পয়োধিজলে ইতিহাস যা নেয়ার নেবে

বেশি অন্ধকারে খুব কি কঠিন হবে নদী পারাপার
আমরা তো আশৈশব অশ্রুজলে শিখেছি সাঁতার!

BANGLADARSHAN.COM

সোনালি ডানার চিল

তোমার পিঙ্গল চোখে অশ্রু নেই
অপাঙ্গে কুটিল বিদ্যুৎ খেলে যায়

প্রতিবেশী দুঃখগুলি নিয়ে
একদিন চিতার সান্নিধ্যে রেখেছ
দুঃখ ও আগুন সহোদর
তবু কেউ কাউকে বাঁচাতে পারেনি

আনন্দের মাংসখণ্ড নখে গেঁথে
দুঃখের শূন্যস্থানে স্থাপন করেছ
এইভাবে সমস্ত আকাশ
একছত্র অহংকারী নীড়

তোমার দৃষ্টিতে জাদু
পূর্বদিগন্তে তাকালে উল্কাবৃষ্টি
মধ্যদিনে এসে
সূর্যরথ স্তব্ধ হয়ে যায়

BANGLADARSHAN.COM

উত্তরে তাকালে শবচক্রমহাবেলা
সবুজ শস্যের খেত মরুভূমি
মড়ার খুলির ছিদ্রে ব্যভিচারি হাওয়া
শিস দিয়ে যায়

তুমি তো প্রতীক অনাহার দস্যুতার
সেই অশুভ ছায়ায় অর্ধেক পৃথিবী
অর্ধেক শতক আগে বিষবাষ্পে সভ্যতার মৃত্যুদণ্ড
আজও সেখানে জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশু

নদীস্রোত কখনো কখনো ঘুরে যায়
রুদ্র দুঃখ আচমকা তোমাকে হেনেছে
মহাকাশের নিঃসর্ত আধিপত্য চেয়ে
নিজের চিতার সামনে দাড়িয়েছ আজ

তোমার সোনালি ডানায়
ঊনপঞ্চাশ পবনের আলিঙ্গন
জানতে না শোক কাকে বলে
আজ উন্মাদ অশ্রুতে পাথরের চোখ ধুয়ে দাও।

BANGLADARSHAN.COM

ভাসুক জটিল নীলপদ্ম

যে-যার নিজের ভাবনা ভাবুক একান্তে
থাকুক গহন স্পর্শ এবং যন্ত্রণা
সাজিয়ে তুলে একটা বিরোধ দিগন্তে
সময় হঠাৎ দীপ্ত হবে? হয় না তা।

একক থেকে বহুর সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া
কখনো সে যন্ত্রমুখর কৃত্রিমতা
ভিটেমাটির স্বপ্ন এবং বাস্তুচ্যুত
এই দু-টোকে মিলিয়ে কেমন তৃপ্ত সমাজ!

একদা সেই দেখার চোখ শেখার ইচ্ছে
একদা সেই আঙুল দিয়ে আঙুল ছোঁয়া
জলাধারের শান্ত জলে খেলছে বিকেল
ক্রীড়াচ্ছলে দুলছে নাকি দুর্বলতা-ও।

BANGLADARSHAN.COM

প্রশ্ন থেকে আরো গভীর প্রশ্ন সবার
সমস্ত দিন ঢেউয়ের মাথায় নিঃসঙ্গতা
চক্রাকারে ফিরিয়ে দিচ্ছে অস্ত উদয়
ভ্রমণলগ্নে অগণিত বালির পুতুল।

ভাটার স্রোতে ভাসুক জটিল নীলপদ্ম
মোহনামুখে সাঙ্গ করে চতুর স্নান
কবিতা ফের বহন করুক মর্মবাণী
উৎসপথে ফিরে আসুক মালিনী ভোর।

পড়ন্ত বিকেলে

পূর্ব ও উত্তরপুরুষের মধ্যে
হাইফেন হয়ে ঝুলে থাকা যে সঙ্কটকাল
একদিন নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছবে–
আশাবাদের সেই মৃত শরীর ছুঁয়ে বসে আছি।

ভৈরব সংকীর্তনের সঙ্গে চিতাগ্নি ছায়া
নদীস্রোতে নাচে উপলব্ধিহীন
সকাল হলেই সব দৃশ্য রোদ্দুরে মুখ ধুয়ে নেয়
প্রত্যেক প্রহরে এক-একটা মানুষ কেমন নতুন।

শ্মশান থেকে এক টুকরো কয়লা কুড়িয়ে
দেবুদা বললেন–এই দ্যাখো, এটাও জীবন
হীরের খনিতে কাচ নিয়ে দেবুদা ম্যাজিক দেখাচ্ছেন
প্রতিফলন থেকে সত্যি আলো বুঝে নিতে।

অন্তঃপুরে হাত বাড়িয়েও তিনি সন্ন্যাসী
মিছিলের মধ্যেও নিজস্ব শোকের পৃথক বেষ্টনী
ইচ্ছে হলে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়
পড়ন্ত বিকেল বড়ো বেশি নিজেকে ভোলায়!

BANGLADARSHAN.COM

শমীবৃক্ষের সম্রাট

মনে হচ্ছে দিব্যি ভেসে আছি
বুকের উপর খেলা করছে মেঘ
নিমজ্জিত সঞ্চিত উদ্‌বেগ
আমরা এখন ফুলের কাছাকাছি।

ফুলের কাছে অনেক দেনা আছে
পরিশোধের কথা হয়নি মনে
সুগন্ধকে ফেলে এলাম বনে
আর কি ফিরতে পারব ফুলের কাছে!

একটু নামলে অন্ধ কারাগার
শমীবৃক্ষে বেতাল-রাজ্যপাট
মৃত শরীর নৃশংস সম্রাট
জীবের জগৎ আজ্ঞাবাহী তার।

BANGLADARSHAN.COM

বিতর্কিত ডোবা কিংবা ভাসা
সংখ্যাধিক্যে রাত হয়ে যায় দিন
অর্থ খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন
দহন ঘোচায় আলোর প্রত্যাশা।

ভূমি লক্ষ্মী প্রাচীন ভারতবর্ষ
সবুজ তার জীবন বাতায়ন
চিতার আলোয় নাচছে বিশ্বায়ন
শমীবৃক্ষে সর্বনাশী হর্ষ।

স্বজনে নির্জনে

আমরা সেই স্পর্শের কথা বলি
যার মধ্যে ঘৃণা আছে, ভালোবাসা আছে
যারা দৃশ্যের আড়ালে, তারা গণনার মধ্যে নেই

আমরা সেই শূন্যতার কথা বলি
যার মধ্যে অনটন ও ব্রগ্নজ্ঞান প্রতিবেশী
ঊর্ধ্ববাহু সারাদিন এ-ওকে ভোলায়

যে-ঘরে কপাট নেই, সেখানেও
প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ আছে
ভোরের বাতাস তাই দরজা ঠেলে বলতে পারে না
কোনটা কার প্রকৃষ্ট সময়

এতদিন একসঙ্গে চলাফেরা বসবাস
একটু টোকা দিয়ে বলা–চলে যাচ্ছি
কারো হাতে সামান্য সে-সময়ও থাকে না

আগুনের কথা বললে সর্বদা যে খাণ্ডব দহন
এমন তো না-হতেও পারে
কখনো সে আলো হয়, আলেয়া-ও হয়

এত যে নিকট স্বজন ঘর
আলো জ্বেলে মানুষকে ডেকে এনেছিল
সে হঠাৎ প্রদীপ নিভিয়ে বলল–যাও

যাও বললে চলে যাওয়া এতই সহজ!

BANGLADARSHAN.COM

সাদ্দামের আজ ফাঁসি হল

মানুষেরা ভাগ্য মানে, তাই দুর্ভাগ্য তাদের।
ঈশ্বরে বিশ্বাসী আর পেশিশক্তি সমভাবে
পূজনীয় হতে হতে
মানুষ মন্দির গড়ে
আর তাদের অজ্ঞাতে সেখানে প্রতিষ্ঠা পায় নির্মম দানব।

সাদ্দামের আজ ফাঁসি হল
মানুষের শত্রু যারা তারাই তো হত্যাকারী
রক্তের ভিতরে যে অনাবিল মনুষ্যত্ব
তাকে কেউ নিজের মতন করে মুখোশে সাজায়।

তারপর একদিন মুখ ও মুখোশ
একাকার হয়ে মৈত্রী গড়ে
আগ্নেয় পর্বত থেকে অকস্মাৎ তপ্ত লাভাস্রোতে
সেই মৈত্রী জ্বলেপুড়ে খাক।

BANGLADARSHAN.COM

অবিশ্বাসে জলোচ্ছ্বাসে বারবার বাস্তু ভেসে যায়
ফিরে দাঁড়াবার কথা ভাবতে ভাবতে
প্রত্যাঘাতে তৈরি হচ্ছিলেন সাদ্দাম হুসেন
বিশ্বাসঘাতক মিত্র তাঁকে সে সময় দিল না।

শত্রু হয়ে প্রতিবাদ, একাধারে বন্ধু হয়ে আলিঙ্গন
এই বৈপরীত্য থেকে আমাদেরও মুক্তি নেই
দুর্ভাগ্য ও রাত্রি চিনতে মোমবাতি জ্বেলে বসে আছি
সাদ্দাম হুসেন আর আমাদের কি শিক্ষা দেবেন!

একলা মানুষ

‘একলা মানুষ’ বললে প্রেসিডেন্ট হেসে উঠবেন
বলতেন—সবাই তো একা
কে আর সদলবলে মিছিলে এসেছে
পথ চলতে হয়ে যায় দেখা।

দার্শনিকতার একটা সুবিধে
সহজেই আসা যায় পাশে
আপনার সান্ত্বনাকে সহজে মিশিয়ে নিলেন
আমার নিঃসঙ্গ কারাবাসে।

আনুষ্ঠানিক শোক কখনো কখনো পীড়া দেয়
জল মিশে থাকে মনস্তাপে
অন্যের কাছে কিছু অতিরিক্ত চাওয়া
যে-যার নিজের মতো অন্ধকার মাপে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিজ্ঞার হাত ধরে কেউ কেউ পথে নেমে যায়
পাশে শীর্ণ গাছ, ততোধিক শীর্ণ তার ছায়া
চলতে চলতে হাত ছাড়াছাড়ি
দার্শনিক তাকে বলবে ‘মায়া।’

একলা হতে চাইনি কখনো, সময়কে সঙ্গে সঙ্গে রাখি
প্রেসিডেন্ট বলতেন—সময় পদার্থ নয়, বায়বীয়
আপদমস্তক শুধু ফাঁকি!

কুদ্দুসদা

[কবি গোলাম কুদ্দুস স্মরণে]

প্রচণ্ড শীতে
গাঁয়ের আলপথে যে ছেলেটি
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে
তার পরনে প্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি
আর কুদ্দুসদা-র গায়ে ওভারকোট
খুব লজ্জা লাগছিল তাঁর
ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল—কমরেড
ওই বড়ো জামাটা পরলে কী হয়
শীত লাগে না বুঝি!

দুনিয়া কি সুখ আর দুঃখ, এই দু-টো নিয়ে!
কিংবা সুখবোধ, দুঃখবোধ!
BANGLADARSHAN.COM
যারা অনেক পেয়েছে
আর যারা কিছুই পায়নি
পৃথিবী কি এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে
পায়ের নীচের পথ আর কতবার চৌচির হবে
কুদ্দুসদা ভাবছিলেন—কেন এমন হয়
মাটি তো সেই একই!

পা টলেনি তাঁর
কমরেডের দারিদ্র্য তাঁকে লজ্জা দিয়েছে
তাই তিনি সম্পদের কথা ভাবেননি
তিনিও তো অনেক দেখেছেন!

ক-দিন আগে স্ত্রী চলে গেছেন
রবীন্দ্রসদনে কবিতা পড়তে গলা কাঁপছে
অথচ প্রিয়ার চিতার সামনে অকম্পিত
কালবৈশাখী তাঁকে শান্তি দিয়েছে।

দুঃখকে জীবনসঙ্গী করে
এখন একজন চিতায় আর একজন কবরে
যাত্রার তো শেষ নেই
জয় করবার জন্য কোন অ-জাত পৃথিবী
পড়ে থাকবে!

BANGLADARSHAN.COM

কাল ছিল এক বিভ্রান্ত মে-দিন

যে-শ্রমিক ভোরবেলা বার হয়ে
          মধ্যরাতে বাড়ি ফেরে
পাড়ার প্রহরী কুকুর শুধু জানতে পারে
তার নিষ্ক্রমণ এবং প্রবেশ
ভাগ্যবান হলে তবু হপ্তায় একটা দিন
          দিনের আলোকে চেনায়
ক্রীতদাস প্রথা থেকে আপনি যে মুক্ত হয়েছেন
          এই ভেবে সুখ পান
মে-দিনের অর্জিত অধিকার
শুধু একটা দিন পতাকার আস্ফালন
                    শেষ হয়
স্বপ্ন দেখতে দেখতে একদিন বেকার যুবক
                    ঘুম ভুলে যায়
আট ঘণ্টা কেন
সে এখন বিনা প্রতিবাদে
          আঠারো কি বিশ-ঘণ্টার শ্রমজীবী হতে চায়
শৃঙ্খল ভাঙার কথা শৃঙ্খলিত মন
               তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

ফিতে কাটতে কাটতে
কাঁচি-জন্ম বিস্মৃত হয়েছে অহংকারী কাঁচি
তার দায় নেই পেছনে তাকিয়ে দেখার
মাঠ শ্যসবতী হল কিনা
শিল্পের কুহক কত রক্ত ঝরায় প্রত্যহ
মন বলে কিছু থাকলে ফিতে কাটা কাঁচি
               আজ বিদ্রোহে মুখর হত
শতাব্দী পেরিয়ে এসে
আজ ‘আট ঘণ্টার শ্রম’ ততটাই অপ্রাসঙ্গিক
যতটা ‘মে-দিন’ প্রসঙ্গ হারিয়ে ফেলেছে।

BANGLADARSHAN.COM

কর্মহীন ঘর্মহীন প্রগলভতা দিয়ে
যারা আজ সমাজ-শাসক
ঘুম ভেঙে হাই তুলতে তুলতে
হয়তো তাদের মনে পড়বে
কাল ছিল মহান মে-দিন!

BANGLADARSHAN.COM

দায়বদ্ধ

তোমরা ছিলে দলবদ্ধ, আমি ছিলাম একা
আমি ছিলাম সরল সহজ, তোমরা বারুদ-সেঁকা

ভিজে আগুন, সেঁকা আগুন, কৌলীন্যের বিচার
সময় বুঝে এক-একজনের স্কন্ধে গুরুভার

দিন গিয়েছে, মাস গিয়েছে, বছর দুয়ার প্রান্তে
কোথায় ছিলেন, আছেন কোথায়, ইচ্ছে করে জানতে

রাজনীতিকের ঝোলায় এখন জ্যোতিষ কয়েক ডজন
নিশান তিলক ভক্তিমূলক সিদ্ধিদাতার ভজন

তর্জনীতে শাসন ত্রাসন, মার্জনা নেই ভণ্ডের
পুরোহিতের ঘণ্টা বাজে ত্রস্ত অগ্নিকাণ্ডের

BANGLADARSHAN.COM

এলাম গেলাম, কেনা গোলাম, কথা বলা-ও বারণ
দোহাই হুজুর, ভুল হয়েছে, নিজের কর্ণধারণ

অনাহার আর অনশনের মধ্যে বিরাট ফাঁক
জীবন কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে মৃত্যুই নির্বাক

অন্নদান ভীষ্ম যে-দিন শরশয্যায় শয়ান
চতুর্দিকে রব উঠেছে–পিতামহ মহান

কি ছিল, আর কি ছিল না, ভুললে ভালো হত
মনের মধ্যে আগুন পুষে শৈত্য অবনত।

যাযাবর

এখান থেকে বাস উঠিয়ে
কাল অন্য কোথাও চলে যেতে হবে
যাযাবর, তাই নিজস্ব ভূমি বলে কিছু নেই
নিজের বলে না-ভাবলে কিছুই নিজের নয়।

আবার ফিরে আসব বলে
নিজেকে প্রবোধে বশীভূত করা এক কথা
কিন্তু মাটিতো ঘরণি নয়
শীতের সন্ধ্যায় চুলো জ্বালিয়ে বসে থাকবে!

তাৎক্ষণিক সমাধান নিয়ে মানুষের জয়যাত্রা
কাল অর্থে 'আগামী' না মহাকাল
আমরা ভাবি না
আজ যেখানে শস্যখেত, কাল সেখানে যন্ত্রদানব
'মুক্তি' নামে অহংকার এখন খাঁচায় পোষা ময়না।

BANGLADARSHAN.COM

দিক্‌নির্দেশক তার গতিমুখ পালটে নিয়েছে
পুবকে দক্ষিণ ঘুরতে দেখলে কার ভালো লাগে
সেটাই মানুষের সব থেকে দুঃসময়
যখন সে বিস্ময় ভুলে যায়।

ক্রমাগত জায়গা পালটাতে পালটাতে
মরুভূমির মধ্যে ছলছল জলছবি
যে আঁকতে জানে সে নিজের পৃথিবী তৈরি করে নেয়
যাযাবরের মাতৃভূমি বলে কিছু নেই।

একমুঠো জুঁই ফুল

যা গিয়েছে গেছে, যে-টুকু যায়নি তাকে
খরায় জরায় দু-টো জুঁই ফুল
নিরাশার মাঠে আশার মুকুল
জীবন লড়িয়ে চেষ্টা করেছি সে-টুকুই যদি থাকে।

যা-বলেছি তা সত্য বলিনি
চোখের সামনে ছিল না সবুজ আলো
হঠাৎ যখন বিদ্যুৎ চমকালো
ক্ষণিক বলেই হৃদয়ে করিনি ধারণ।

কথাগুলি যদি জমানো থাকতো গোলায়
বাইরে যদিও শূন্য মাঠের শব
মৃতকে কখনো বাঁচানো কি সম্ভব
তবু কিছু স্মৃতি থাকতো কাঁধের ঝোলায়।

BANGLADARSHAN.COM

স্পষ্ট কথার তখনো ছিল না মূল্য
কারণ সত্য চিরকালই লাঞ্ছিত
বিশ্বাস ছিল মনের গভীরে স্থিত
আষাঢ় কি তাকে আবার জাগিয়ে তুলল!

জমিয়ে রেখেছে অনুপম যত ভুল
বর্ষা রাতের একমুঠো জুঁই ফুল।

শ্রুতিনাট্যে প্লানচেট

আজ সন্ধ্যাবেলা
কল্পলোক থেকে উড়িয়ে এনেছে
স্নেহাস্পদ-প্রেমময়ী-অবিস্মরণীয়দের
সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতা নিয়ে
পূর্বতন পৃথিবীর আশ্রমিক পরিবেশ
এবং অমর্ত্য লোকের সামাজিক মেলামেসা নিয়ে
প্রশ্নোত্তরে সভাঘরে অলৌকিক আনন্দ-বিষাদ
বাইরে প্রথম বর্ষার মৃদু করতালি
মাঝে মাঝে বজ্রের শমিত গর্জন
জানালার কাচে বিদ্যুতের কটাক্ষ-কম্পন

গানে ও কথায় তোমরা তিনজন
এই শ্রুতদৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছ
অশরীরী স্মৃতি কাতরতা
কলকণ্ঠ সেতুবন্ধে স্বর্গ ও মর্তকে বেঁধেছে।

পূর্বমেঘের কাছে জলেভেজা প্রার্থনার মতো
কোথাও কি গুঞ্জরিত হল–
          দাও, ফেরবার দরজা খুলে দাও
কল্পলোক থেকে ওরা মাটিতে ফিরুক।

আজ সন্ধ্যাবেলা তোমরা তিনজন
সেই প্রত্যাশাকে জাগিয়ে দিয়েছ।

BANGLADARSHAN.COM

পদচিহ্ন

সূর্য সেদিন লাফিয়ে উঠেছিল
ভারত মহাসাগর থেকে হঠাৎ,
ভোর আকাশে মেঘের অন্তর্ঘাত
ছিল না, তাই সোনার কলস
হঠাৎ ফুটেছিল

তিন সমুদ্র মিশেছে এই তটে
জলের কোনো পৃথক বর্ণ নেই
সীমারেখা খুঁজতে যাচ্ছি যেই
সোনার কলস মিলায় দৃশ্যপটে

আমরা যারা এসেছি এত দূরে
দেখতে এই মিলন মহোৎসব
অসীম জলে সীমার কলরব
কেন খুঁজবে দীর্ণ অন্তঃপুরে

BANGLADARSHAN.COM

অনেকে তো সঙ্গে ছিল সে-দিন
তাদের কেউ আজকে শুধুই শূন্য
ত্রি-সমুদ্রে অবগাহন পুণ্য
কুড়িয়ে নিয়ে শোধ করল
ধরাধামের ঋণ

যাওয়া এবং আসার পদচিহ্ন
কখনো একা, কখনো জনাকীর্ণ।

হ্রস্ব দীর্ঘ

দুঃখটা খুব নিজের, সুখটা সার্বজনিক
দুঃখ দীর্ঘজীবী, সুখ হয়তো ক্ষণিক

সকালবেলা অশ্রু, বিকেল দার্শনিক
অর্ধেকটা স্বপ্ন, অর্ধেক বাস্তবিক

জন্ম ভীষণ ভীরু, মৃত্যু নির্ভীক
জন্ম ভিক্ষাজীবী, মৃত্যু রাজসিক

ওই দিকটা অনন্ত, সীমান্ত এই দিক
কোন দিকটা দিব্যজ্যোতি, কোনটা তামসিক

এ-মুহূর্ত 'সাধু', ও-মুহূর্ত 'ধিক'
সময় মধুক্ষরা; সময় বৃশ্চিক

দুঃখ দীর্ঘ, ছায়া দীর্ঘ, স্বপ্ন কেবল ক্ষণিক।

BANGLADARSHAN.COM

আজ বাইশে শ্রাবণ

[সুগত মজুমদারের গানের আলোয়]

যদিও শ্রাবণ সন্ধ্যা
মাথার উপরে নিরাসক্ত শারদ-আকাশ
বাতাসে গ্রীষ্মের শাসন
পথের দু-ধার সবুজে সবুজ
তবু জুঁই গন্ধ কাকে বলে
শ্রাবণ মনেও রাখেনি।

ভেতরে ঢুকতে গেলে
কোথাও কোথাও ক্ষোভ
রাজদ্বারে ফেলে আসতে হয়
যতই বৈপরীত্য নিয়ে কোলাহল করি
ঋতুর অমল মহিমা হয়তো মানুষ-ই ভেঙেছে
তবু আজ বাইশে শ্রাবণ
দরজার ভেতর-বাহির এক করা
আজকে সাজে না।

অশ্রুবিন্দুগুলি কণ্ঠলগ্ন করে
কেউ কেউ মালা গাঁথতে জানে
গায়ক কখন সেই অশ্রু দিয়ে
চরাচর ঢেকে দিয়েছেন
বৃষ্টি যে কোথায় বাউল কোথায় বিষাদ
কখন সন্ধ্যার ছায়া মন্ত্রমুগ্ধ শ্রাবণ শর্বরী
পূর্ণ সভাঘরে পরিব্যাপ্ত মরমী মল্লার!

মুক্তধারা অশ্রুকণাগুলি আমাদের সচকিত করে
আমরা বুঝতে পারিনি কখন যে গোধূলি গগনে
মেঘে ঢেকেছিল তারা!

BANGLADARSHAN.COM

এই অতিথি

একটা কলম বড়ো ভীষণ বাস্তবিক
একটা কলম সন্ধ্যারাতে স্বপ্ন দেখার
আর এক কলম দারুণ ঝানু সাংবাদিক
চতুর্থটি সমস্ত দিন ক্ষুব্ধ বেকার।

একটা দিন এ-পাহাড়ের ধুমকুয়াশায়
অন্যদিন সমুদ্রের হাঃ হাঃ হাসি
একটা দিন শিমলিপালের রৌদ্রে ভাসায়
অন্যদিন বৎসরান্তে বন্যাভাসি।

কলম যেমন অশ্রুমুখী স্তব্ধ ঢেউ
তেমনি সে-তো ছাতিম তলার জ্যোৎস্না-ও
পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে দুঃখ, তখন কেউ
হাত বাড়িয়ে ডাকল—একটু দাঁড়িয়ে যাও।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যা এখন ঝিলিমিলি বকুলবীথি
অতীত এবং বর্তমানের দীর্ঘ চেনা
কুড়িয়ে নিচ্ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই অতিথি
যে-পথে সে হয়তো আর ফিরবে না!

দিনান্ত আলোয়

গার্হস্থ্যের কাছে কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল
সমাজ তাদের অপেক্ষায় থাকতে বলেছে
বৃষ্টির জল ততটাই আনন্দলহরি
যতক্ষণ তাকে বন্যা না প্রলুব্ধ করে।

ম্রিয়মাণ দিনগুলি আর অপেক্ষায় রাজি নয়
যা-দেবার তা এখুনি সাজিয়ে দাও
ভস্মাবশেষ কৃতান্ত-আলোয়
    গৃহকে বাঁচাতে পারিনি
তবু প্রতিশ্রুতিগুলি সাঁকোর প্রার্থনা জ্বেলে রাখে।

জল সাঁতরে এসে যারা বাস্তুর কথা বলেছিল
তাদের উদ্দেশে কিছু ধন্যবাদ জমানো থাকুক
বহুতলে উঠতে উঠতে যারা আকাশ ছুঁয়েছে
উত্তরীয় মানপত্র নিতে তারা একদিন
    সুরক্ষিত হেলিপ্যাডে নেমে আসবে।

রাষ্ট্রনীতি মানবিক সত্তার কাছে দায়বদ্ধ–
এ-রকম উচ্চকিত প্রতিশ্রুতি অকাল বন্যায় ভেসে গেছে
স্তুতি ও নিন্দার ঘূর্ণি
সংশয়ে রেখেছে গৃহীকে।

কখনো সন্ন্যাস নয়
তথাপি সে ক্রমব্যাপ্ত বধ্যভূমিতে
    মৃত জ্যোৎস্না জড়িয়ে বসে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতিফলকের গায়ে

বাৎসরিক উপাসনা ছাড়া
স্মৃতিফলকের আর কোনো মানবমহিমা নেই
জলস্রোতে উচ্চকিত পরমার্থ
পরের বছর অন্য এক সরোবরে স্নান সারে
যাওয়া ও আসার চেনা পথে
ক্রমে নানা ছায়াবৃক্ষ ফাঁদ পাতে–
এসো, দু-দণ্ড বিশ্রাম করে যাও।

কিন্তু ফেরার বেলায় পথ আর পথে বসে নেই।

পাথরের গায়ে লেখা ক্রমে ম্লান
বিছুটি ও বনতুলসীর ঝোপে
একদা যে-অক্ষয় সময়
বিস্মরণে তামাশায় সে ঘুম-পাহাড়ের কুয়াশা
আগাছা উপড়ে ফেলতে পরশুরামের কুঠার লাগে না
মানুষের ঐতিহ্য-চেতনা স্মৃতিকে জাগায়,
নিদ্রার পাথরে সূর্যের অমোঘ স্পর্শ।

ভিত্তিস্থাপনের পরে বারবার পুনরুন্মোচনের মহড়া
মেঘ সরে গেলে উৎসুক পথিক দ্যাখে
জাগরণ মিথ্যা হয়ে গেছে
পথ জুড়ে ভগ্ন জীর্ণ স্মৃতিহীন পাথরের স্তূপ!

BANGLADARSHAN.COM

সুখ ছিল চোখের কাজলে

যুদ্ধ ভেতরে ছিল
বাইরে তার শান্তশিষ্ট নদী
রুদ্ধ দরজা খুলে দেবে কেউ
বাকিটুকু আত্মনেপদী

ভুল বয়ে সমস্ত জীবন
স্বীকারোক্তি নিজেকে বঞ্চনা
ঝটিকার পূর্বাভাস ছিল
উচ্চারণে জ্যোতির্বিদ খনা

প্রতিপক্ষ সর্বদা দুর্বল
বিশ্বাসের মধ্যে স্থায়ী ঘৃণ
দরজা ভেঙে ঢুকে গেছে হাওয়া
পরিহাস নিতান্ত করুণ

একটা যুদ্ধ শেষ না-হতেই
অন্য এক নষ্ট আয়োজন
নিজের দুর্ভেদ্য ঘরে
বসে থাকে অবাধ্য দুর্জন

সুখ ছিল চোখের কাজলে
সব দৃশ্য দৃপ্ত বর্ণময়
স্বপ্নের ভেতর বাড়িতে
অস্তরাগে নিত্য সূর্যোদয়।

BANGLADARSHAN.COM

গান থেমে গেল

প্রণাম ফুরিয়ে যাবে না
শোক-ও থাকবে শোকের গভীরে
না-ডাকলেও জ্যোৎস্না এসে আরো কিছু কাল
সন্ধ্যার উঠোন জুড়ে কোজাগরি আলপনা দেবে।

বর্ষার আগে ভাঙা চালা মেরামত
　　আপাতত ভীষণ জরুরি
থেমে যাওয়া হৃৎপিণ্ড বেশিদিন সজীব থাকে না
এক-রাতে ঝরে যাওয়া কেয়াফুল
　　আমাদের বিপন্ন জীবন
হাত ধরতে দেরি হলে হাত ক্রমে দূরবর্তী হবে
উচ্ছ্রিত রক্তের ধারা ধমনীতে ফেরাবার
　　চাষ শুরু হোক।

BANGLADARSHAN.COM

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে একদিন
　　গান চুরি হয়েছিল
পাখিদের গান থেমে গেলে
　　তা-কি আর ফিরবে কখনো!

শ্মশান-শৃগাল

যুক্তি, প্রজ্ঞা, সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি
যা বলেছ, হয় ডাইনে, নয় বাঁয়ে
মাথা নাড়তে নাড়তে চন্দ্র সূর্য দোলে
মাধ্যাকর্ষণ বাঁচিয়ে কোনো মতে
খাড়া হয়ে আছি।

আমাদের বোঝাবার দায় কেউ নাও
একেবারে বুঝব না, ততটা নির্বোধ নই
যে-যার নিজের মতো ব্যাখা করছ গ্রহ ও নিগ্রহ
তোমাদের জলবায়ু প্রতিদিন পথ পালটায়।

যখন যেখানে থাকবে, সিংহাসনে অথবা ভাগাড়ে
শ্মশান-শৃগাল হতে প্রভু বলে দিয়েছেন
অতএব নির্বিচারে শবগুলি বাঁটোয়ারা সেরে
মন্ত্রসিদ্ধ কমণ্ডলু শান্তি জলে শুদ্ধ করবে মাটি।

মানুষের চেয়ে পতঙ্গেরা বেশি অনুভূতিশীল
ঝড়ের সংকেত তারা সন্ধ্যারাতে জানিয়ে দিয়েছে
গজ বা নৌকোর চালে তাদের হারানো যাবে না
অন্যের পরমান্নে তৃপ্ত হচ্ছে তান্ত্রিক ও তাত্ত্বিক মানুষ।

উষ্ণায়ন থেকে প্রলয়-প্লাবন, পরমাণু ঝড়
আমরা কি কেবল মৃত্যুর হিসাব-রক্ষক
প্রত্যহ প্রভাত হচ্ছে, গোধূলিতে সন্ন্যাসী আবির
আমরা বুঝতে পারি, তবু রোজ মধ্যরাতে

আমাদের চমকে দিয়ে ডেকে ওঠে শ্মশান-শৃগাল।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষুধার স্বপ্ন

সোজা পথটা সহজবোধ্য
আপনি বোঝেন বাঁকা পথটা
কারণ, মানুষ মাথা ঘামাক
বুঝতে আপনার জটিল মতটা

জংলা পথের অন্ধকারে
পেরিয়ে এসে একটি শতক
জীবধর্মে যোগ করেছেন
মারণাস্ত্র ডজন কতক

শূন্যে রাজা পাক খাচ্ছে
অষ্টপ্রহর ভুলভুলাইয়া
লক্ষ গুণতে ফিরে আসছে
প্রথম পাঠের শতকিয়ায়

চাঁদের আলোয় নদীর ঢেউ
কোথায় ভাসে পুথিপত্র
জীবন এখন অন্বেষণে
ক্ষুধার স্বপ্ন অন্নসত্র!

BANGLADARSHAN.COM

নির্লিপ্ত আলোয়

খুলে রাখা চশমার নির্লিপ্ততা ছিল
                    ভোরের আকাশে
আলো পড়ে, কিন্তু দ্যাখে না কিছুই
কাল শেষ রাতে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে
দু-চারটে মুক্তোবিন্দু ঝুলে আছে কামিনী-স্তবকে

আমার চোখের সামনে বেড়ে উঠল তরুণী পৃথিবী
হাঁটায় চলায় তার কবে এল প্রৌঢ়ত্বের ঢল
কয়েকটা রূপোলি ঝলক কবে তার কপাল ছুঁয়েছে
এ-সব ভাবার নয় বৃষ্টিধোয়া সকাল বেলায়

রোদ যত ফুটে উঠছে মানুষ ততই তারুণ্যে প্রবাসী
এমন তো নয় এই প্রথম বৃষ্টি ঝরল মাটিতে
অথচ মানুষ দ্যাখো ফিরে যাচ্ছে
                    পাঞ্চজন্য চকিত সকালে
চতুর্দিকে ছায়াচ্ছন্ন আলোর পাখিরা

বয়েসের কপাট ডিঙিয়ে এক ঝাঁক তীর এসে
                    ঢুকে গেছে ঘরে
এক-একটা তুলে দেখে নিচ্ছি সন ও তারিখ
কবে তারা সত্য ছিল, কবে তারা অপার্থিব হল
এই সব নিয়ে আজ কেটে যাবে সারাটা সকাল

কারণ এখন ইতিহাস রোমন্থন ছাড়া
স্বপ্নদর্শী সময়ের আর কিছু করণীয় নেই।

BANGLADARSHAN.COM

সেগুন পাতার নীচে

যারা ভুলতে চায়
তারা নিঃসংশয়ে ভুলুক
মনকে সজাগ রাখি
নিরীক্ষণ গম্বুজের ঘুলঘুলি থেকে
দৃষ্টিকে এক পাক ঘুরে আসতে বলি
এক চৌবাচ্চা জলে সতর্কতা ছেড়ে দিই
খেলুক, ওরা চৌর্যের সঙ্গে মেলামেশা
শিখুক, শেখাক।

নিজেকে নিজের কাছে প্রতারিত হতে দেখলে
একটু কি করুণা জাগে না
চতুর শব্দের বেড়া টপকে গিয়ে
মনে হতে পারে এর নাম সার্থকতা
বুঝবার জন্য আছে কপোতাক্ষীর মরা স্রোত
কেমন সহজে আজ শৈশব-ও পার হয়ে যায়
কণ্টকিত বাবলার ছায়া ভিজে বালি ছুঁয়ে
ফিরে যায় বিপন্ন আশ্রয়ে।

বৈষ্ণব দোঁহা থেকে সমর্পণ শিখে
রবীন্দ্রনাথ-ও কেমন মৃত্যুতে অনড়
'মৃত্যুও যেমন আসে, মৃত্যুও তেমনি যায়'
তবু তাকে বলে যেতে হয়—রইল এই শান্তিনিকেতন,
দেখো।

সেগুন পাতার নীচে শ্রাবণের অনুরক্ত
ক-হাজার কাকভেজা কবি।

BANGLADARSHAN.COM

অহমিকা পিচ্ছিল পাথর

প্রার্থনা ও ভিক্ষাবৃত্তি সমধর্মী পার্থিব জীবিকা
ভেবে দেখ আদিত্যর্ণ বিধাতৃ মণ্ডলী
আজ তোমাদের সমবেত ক্লান্ত মাধুকরী
গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করে কর্তব্যের অসহ্য পীড়ন
তৃষ্ণার গণ্ডুষ জল ঝরে যাচ্ছে হা-অন্ন মাটিতে
অনাহার, কিংবা অপুষ্টিজনিত মৃত্যু
কার কাছে শান্তি কেনা যাবে!

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে ছেচল্লিশের রক্তস্নানে
দৃশ্যপট চক্রকারে ঘোরে
সময় যদিও নদী, তার কোনো বাঁধ নেই
বোম্বাই-কাশ্মীর-লালগড় ছুঁয়ে অভিন্ন প্রবাহ
ইতিহাস কি শুধু প্রলয়-ডুমরু
প্রাচীর ভাঙার জন্য কেবল প্রাচীর তোলার ষড়যন্ত্র।

BANGLADARSHAN.COM

দৃষ্টিহীন নির্বোধের মাঝে মাঝে চক্ষুষ্মান হতে সাধ হয়
মৃদঙ্গ পটহে বহুকাল সুখে ছিলে
এতো সন্তবাণী, এত উন্মত্ত লাঞ্ছনা
বধিরতা একদিন মনে হবে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ
প্রার্থনাকে মুষ্টিবদ্ধ পৌরুষ প্রতীকে বেঁধেছ
দর্পণে নিজের সঙ্গে ছদ্মবেশী যুদ্ধের মহড়া।

সেই অভিষেক থেকে শুরু। এতদিনে অহমিকা পিচ্ছিল পাথর
পরজন্মের কথা বস্তুবাদী ভাবেনি কখনো
পাড় ভাঙছে, কিন্তু নদীর প্রবাহ নেই
অশ্রুহীন শোকে খরার হিংস্র করতালি।

বিস্ফোরক এবং বন্যতা পাশাপাশি রেখেছিল
কোন বিকল্প নিয়ে ফিরে যাবে ফের সাধন-সমরে!

আমি আজন্ম নদীতীরবাসী

ছিন্নমূল বৃক্ষের এক-একটা বাহু
ঊর্ধ্বে উঠে থাকে
তার পাশে যে প্রগল্‌ভ বনানী
নিয়ত কুহক ছড়ায়
বিপন্নের হাত ধরে সে বলল
ওঠো, সাহসে দাঁড়াও।

বাচাল বৃক্ষের ছায়ায় তরুণ প্রজন্ম বেড়ে ওঠে।

বহুদিন কেটে গেছে
পুথির পাতায় মাঝে মাঝে ঝড় আসে
ফিরে যায়
ভাঙা শিরদাঁড়া সন্তবাণী ভর দিয়ে
উঠে দাঁড়াতে পারে না
সকাল সন্ধ্যায় নামগান
কতদিন পঙ্গুত্ব ঘোচাবে!

কালক্রমে সব প্রজ্ঞা পুরাবৃত্তে চাপা পড়ে যায়
ছায়াহীন মায়াহীন যে-বৃক্ষ শিকড় ছড়ায়
লোকালয় নিয়ে তার জান্তব বুভুক্ষা থাকে
লম্ফনে উদ্যত শিকারী-বাঘের একাগ্রতায়
শ্যামল ছায়ার পাশে চুপি চুপি মরুভূমি হাঁটে।

আমারও তো ভগ্নপ্রত্যাশায় উঠে দাঁড়াবার কথা
পার্থক্য এখানে, আমি তো আজন্ম নদীতীরবাসী
সামাজিক ছদ্মবেশে কে-যে কাপালিক, চিনতে শিখেছি
ছুটে পালাবার আগে আমি বলতে পেরেছি
বারবার হিংস্র থাবার নীচে রাত জাগতে রাজি নই
বরং উদ্‌বিগ্ন মায়ের চোখে পৃথিবীকে চিনে নিতে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

আজ হতাশার ছাই শিক্ষক বৃক্ষকে ঢেকেছে
কে কার হাত ধরে উঠে দাঁড়াবার কথা বলবে!
অন্ধকারে প্রতারক তবু নিজেকে আড়াল করতে পারে
উজ্জ্বল দিবালোকে আত্মীয় নিধনে কুরুক্ষেত্র স্পর্ধিত নায়ক
বহুরূপী ইতিহাস মঞ্চ থেকে মঞ্চান্তরে ঘোরে
যে-হেতু স্বপ্নের কোনো স্থির বাস্তভূমি নেই।

প্রার্থনায় অষ্টপ্রহর কেটেছে
আজ রণবাদ্যে মুখরিত ভৈরবী আলোয়
রক্তপাতহীন পূত যজ্ঞ শুরু হোক!

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নের অন্তরালে

নিরুত্তাপ নির্লিপ্ততায় যেন এক ধ্যানী রেফ্রিজারেটর
কতদিন শান্ত রাখবে ক্রুদ্ধ জলবায়ু
বিশল্যকরণী কখনো সান্ত্বনা, কখনো-বা জলে ডোবা চর
দুঃশাসন ঈশ্বরের ক্রমে বাড়ে পরাক্রমী আয়ু।

রঙের কি রসায়ন না-বুঝেই আমরা রঙিন দোপাটি
ঝরে গেলে বীজ থেকে আবার জীবন
খাঁচায় কৃষ্টিকে পুষে প্রতিরোধ হতে থাকে মাটি
মানুষের বুলি শিখে কাকাতুয়া প্রত্যহ নূতন।

স্বপ্নের অন্তরালে প্রতিবাদী বহু স্বপ্ন জাগে
ঝরে-যাওয়া ছাড়া ফুলেদের আর কোন পরমার্থ থাকে
শেষ যাত্রায় ঝিম ধরে বিষণ্ন পরাগে
বাকিটুকু অপূর্ণতা, সীমাহীন লালসার পাঁকে।

BANGLADARSHAN.COM

শপথ নেয়ার জন্য বহুমূল্য যত আয়োজন
পাশাপাশি ঝঞ্ঝাদীর্ণ লক্ষ লক্ষ বিবর্ণ জনতা
আমরা বন্যতামোড়া শতাব্দীর হিংস্র দর্শন
অথবা কৃষ্টির বাষ্পে আচ্ছাদিত প্রাজ্ঞ কথকতা।

একদিন হৃদয়ের রঙে পুষ্পিত অনন্য জীবন,
আজ রঙে রঙে বিচ্ছিন্নতা, জরাগ্রস্ত শীর্ণ তপোবন!

ঘূর্ণি আর জলোচ্ছ্বাসে

পারমার্থিক সংজ্ঞায়
ঈশ্বরের হাতে মৃত্যু পবিত্র
ও কল্যাণদায়িনী
মানুষের হাতে মৃত্যু ক্ষোভ আর
ক্রোধের বাঘনখ

বহুকাল ধরে মানুষ যে প্রকৃতির
সহিষ্ণু পাথরে শান দিচ্ছে ছুরি
মাঝ মাঝে তার ফুলকি আকাশ-অঙ্গনে ছুটে যায়
গ্রহ ও বিগ্রহে পুষ্পাঞ্জলি
সাময়িক সান্ত্বনার শান্তি জল।

ঈশ্বরের বুক চিরে আগ্রাসী মানুষ তুমি
ক্রমাগত আকাশ ও আলো বিষাক্ত করেছ
সবুজকে ধ্বংস করে পরবর্তী প্রতিরোধ
তোমাকে উদ্‌বুদ্ধ করেনি।
উন্মাদেরা নিজে হাসে, প্রকৃতি গম্ভীর
তখন সে রণসজ্জায় ঘূর্ণি আর জলোচ্ছ্বাসে
অপ্রস্তুত রঙ্গমঞ্চে নেমে আসে।
কৃতঘ্ন মানুষ পায়ের তলার মাটি
শক্তির জয়ধ্বজা, প্রজ্ঞার নিস্ফলা অহং
সমস্ত ভাসিয়ে ক্রুদ্ধ এক স্পর্ধিত সাগর।

কুম্ভকর্ণ-ঘুমে সময় গড়িয়ে গেছে
এক খণ্ড বাস্তু নেই যাকে দিয়ে
বাঁধ বাঁধা যায়।

BANGLADARSHAN.COM

ধৃতরাষ্ট্র-ধর্মপুত্র সমাচার

আজ সময়টা ভীষণ তপ্ত
কাল কি হবে ঠাণ্ডা
দ্রব্যগুণে ছিলাম মত্ত
ঘুম ভাঙানো পাণ্ডা

এ-কাল সে-কাল কয়েক দণ্ড
যুগ পালটাচ্ছে রোজ
পৃথিবীটা জাদুর মণ্ড
হাত ঘোরালেই ভোজ

হাঁটুন ছুটুন খঞ্জ পায়ে
পৌঁছনোটা কথা
সিংহ তখন ছিল বাঁয়ে
ছিল অমরতা

আজকে তো সব লণ্ডভণ্ড
জল থই থই সাগর
কালকে ছিল রাজদণ্ড
আজ ভাসছে ঘর

ভুল ছিল, না সঠিক ছিল
যুধিষ্ঠিরের চাল
কিংবা পাশায় জাদু ছিল
সর্বনাশের কাল

ধর্মপুত্র প্রণাম করে
বললেন—জ্যেষ্ঠতাত
আত্মীয়বধ পাপকুণ্ডে
কুরু-পাণ্ডব স্নাত

BANGLADARSHAN.COM

আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি
মহাপ্রস্থান পর্বে
স্বর্গে, কিংবা কোথায় যাচ্ছি
কে তা স্থির করবে!

দিব্যদৃষ্টি ধৃতরাষ্ট্র
এবং যুধিষ্ঠির
নাম কুড়াচ্ছে দু-জন প্রাজ্ঞ
দেশদ্রোহী বীর।

BANGLADARSHAN.COM

যে থাকে প্রত্যাশায়

কোন খেলা কে খেলবে কখন, জানেন না তা বিশ্বপতি
পরমাণুর তত্ত্ব এখন ভুলেও কেউ তুলছে না
সংসদে রোজ টু-জি স্পেকট্রাম, লক্ষ টাকার রে-নি-ডে।

উড়োজাহাজ উড়োজাহাজ, তুমি তো আজ লোকাল ট্রেন
মন্ত্রীরা রোজ অফিস করছেন দিল্লি থেকে কলকাতা
দেশের ভার যশের ভার বওয়া তো খুব সহজ নয়!

যা চলছে তা চলতে থাকুক অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা নিয়ে
বাঁধের উপর ত্রিপল বাঁধা, রান্নাবাড়ি চলতে থাকুক
সার্ধশতবর্ষ যখন, সঙ্গে থাকুন রবীন্দ্রনাথ-ও।

মাপ করবেন, অজ্ঞাতে যে শব্দগুলি উড়ে আসছে
কবির সঙ্গে সম্পর্ক তার হয়তো শতহস্ত দূরে
তবুও তো মহাভারত, কি না আছে মহাকাব্যে!

BANGLADARSHAN.COM

হয়তো খুব দুঃখ পাবেন মানুষ থেকে মানুষ বাছতে
হয়তো খুব কষ্ট হবে রাত্রি-দিনের তফাত খুঁজতে
তবুও তো শেষের রাত্রি প্রথম ভোরের হাত ধরবে!

বুরুডি জলাধারে সকাল

কেঁপে উঠল জল বসন্ত বাতাসে
বুরুডির জলে দলমার নীল ছায়া
তুই কী ভয় পেয়ে গেলি!

আমরা তো প্রথম এলাম
শিমুল পলাশ ডিঙিয়ে
কী করে বুঝব তোর হর্ষ বিষাদ
লাল ধুলো উড়িয়ে এসেছি, ফিরে গেছি
ধারাগিরি কখনো বলেনি
বুরুডিকে দেখে যাও
মউভাণ্ডার বলেনি, মুসাবনি-ও না
রাতমোহনার দিকে অনেকেই তর্জনী তুলেছে।

জলের উপর বর্শাফলা তুলে
তুই কী ক্ষমতা দেখাস
কে না জানে ওইগুলি মৃতবৃক্ষশাখা
শ্বাসরুদ্ধ করে তুই ওদের মেরেছিস!

তবু তোর সৃষ্টিরূপ মাঠে মাঠে
দুপাশে সবুজ চিরে লাল সিঁথি
মাঝে মাঝে মহুয়া মুকুল, শালের মঞ্জরী
শ্বেত চন্দন ছিটিয়ে দিয়েছে।

আদিগন্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে
'বুরুডি বুরুডি' বলে পাশুপত ছুঁড়েছি বাতাসে
নৈঃশব্দ্য ভীষণ প্রতিশোধকামী
প্রতিটি অভঙ্গ স্বর তীব্র ক্রোধে ফিরিয়ে দিয়েছে
করতালি, অট্টহাস্য—সব।

বুরুডি কেবল ধরে রাখে দলমার ছায়া
আর টলটল ছলছল জল

BANGLADARSHAN.COM

স্বজনবান্ধব নিয়ে আমি ও দীপেন
এই তো প্রথম এসেছি
মেঘের মাদল যদি পুনর্বার ডেকে আনে
তবে বুঝব বুরুডির জলে দোল খাচ্ছে
হর্ষ না বিষাদ!

BANGLADARSHAN.COM

কবি উত্তর বসু স্মরণে

‘সব আছে’র বদলে ‘সব ছিল’ লিখি
এ-কথা আমার নয়, উত্তরের।
এক শোকগাথা শুনতে শুনতে মেঘ নামে
সে তখন বিয়োগান্ত কাহিনির সদ্য রূপকার।

অথচ অফুরন্ত জীবন নিয়ে তার চলাফেরা
অনুজ অগ্রজ সকলের জন্য একটাই ঘর
সেটা ছিল উত্তরের প্রশস্ত হৃদয়।

অবশেষে নিজের সাম্রাজ্যে সে বন্দি হল
অকস্মাৎ চলে গেল স্বেচ্ছামুক্তি নিয়ে
আশ্রয়হীনের হাহাকার ছাড়া অন্য আশ্রয় থাকে না!

তার চোখে জল দেখা যাবে, এ-কথা ভাবেনি কেউ
একে একে চলে যাচ্ছেন রাম বসু, অমিতাভ
সিদ্ধেশ্বর সেন
বহিরঙ্গে অবিচল একটি মানুষ শোকযাত্রায়।

‘কোনো কোনো মানুষের হৃৎপিণ্ড শরীরের বাইরে থাকে
যে-কোনো মানুষ সামনে এলে তার তাপ পায়’
এমন গভীর কথা উত্তর তো নিজেকে বলেনি!

সে তো নিজের দুঃখ কাউকেই জানাতো না
সে লিখত, হারায় না কিছু, সব থেকে যায়
তার কথা বুকে নিয়ে আমাদের বলতে হয়–

আমাদের সব ছিল। উত্তরবিহীন আমরা
অতীতকে আঁকড়ে বসে থাকি!

[২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ কবি উত্তর বসু প্রয়ান হন।
১৯৩৬-এর এই দিনেই তাঁর জন্ম]

BANGLADARSHAN.COM

জল খুব অন্তরঙ্গ

কপোতাক্ষী পারাপার করে
আমি যে বিজয়ী হলাম, কখনো ভাবিনি
পরে, আরো বড়ো নদী, গঙ্গার পূতি গন্ধে
ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার সাধ মিটে গেছে
বরং আশ্রয় চেয়েছি অসহ্য সহনশীলতায়।

সূচিপত্রের অরণ্য ডিঙিয়ে
যদি কেউ ভেতর বাড়িতে ঢোকে
লেখক ও পুথি সকলেই খুশি হয়
বহু স্মিত স্রোতে নেমে বুঝতে পারি
জল খুব অন্তরঙ্গ, মানুষ কী ততটাই!

প্রথম সমুদ্রে নামলে ঢেউ বলছে–বেশি দূরে নয়
প্রথম শোকের পরে অশ্রুপাত দহন বাড়ায়
কবিসভা থেকে নামলে উত্তরীয় যে পতাকা ওড়ায়
তার সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গী তিতিক্ষা ও শ্রম
নান্দনিক আভিজাত্য কখনো বাসুকী অহং।

যাত্রার প্রান্তপথে সন্ধ্যারাগ দাঁড়িয়ে রয়েছে
গোয়ালাপাড়ার স্মৃতি তিরতির ময়ূরাক্ষী-স্রোত
সিঁদুরের আভা থেকে গোধূলির সাম্য ঝরে পড়ে
অরণ্যের সদরে অন্দরে এখনো স্বচ্ছন্দে যেতে পারি।

এত দীর্ঘ ভ্রমণের পরে আজো আমি জল ছুঁতে চাই!

BANGLADARSHAN.COM

প্রাথমিক দৃশ্যাবলি

প্রথম প্লাবনে মানুষ আশ্রয় খোঁজে
প্রথম আঘাতে মানুষ বন্ধুত্বের ভুল শুধরে নেয়
প্রথম আলোর জন্য ক্যামেরার লেন্স খোলা রেখে
কুঠিবাড়ির সেই অমূল্য ছবি ধরা গিয়েছিল।

প্রথম কবিতা যেমন নির্নিমেষ আগ্রহে প্রণয়ী
প্রত্যাখ্যাত প্রথম কবিতা যেমন আপাত-নিস্পৃহতা
প্রথম যুদ্ধের স্মৃতি সাইরেন ব্লাকআউট মনেই পড়ে না
প্রথম দাঙ্গায় হত পরপর মৃতদেহ, এখন তো নগর সভ্যতা!

পরিবারে সদ্য বিভাজনে কোনো তত্ত্বই ছিল না
প্রত্যেকেই গৃহকর্তা এ-ও এক দূরন্ত বাসনা
দেশ ও দশের ভাঙন, সে-ও একই স্বপ্নের মাসুল
সংসারে প্রথম ফাটল, সে কী এক নব্য স্বাধীনতা!

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম নিঃসঙ্গতা যেন রাত্রির হাঁ-মুখ গহ্বর
গোষ্ঠীবদ্ধ বাদুড়েরা সারারাত ডানা ঝাপটায়
প্রথম ভাঙন রুখতে কোনো যোগ্য কারিগর নেই
শূন্য বিপন্ন কাগজে কবিতার নিরক্ষর মেলা।

প্রথম যেদিন বুঝি দুঃসংবাদ ছাড়া শব্দ নেই
মুদ্রণযন্ত্রের চোখে স্বপ্নহীন রাত্রিজাগরণ
প্রথম সেদিন আমি খবরের কাগজ খুলি না
মন্ত্রীত্বের গল্প নিয়ে অন্য কেউ নাটক লিখুক!

জ্যোতিষীর টিয়া

মনে মনে যত বিষ থাক
বাইরে আমি নীলকণ্ঠ শিব
জটায় বেঁধেছি গঙ্গা
সগরের ষাট হাজার প্রাণ
          আমি-ই তো বাঁচিয়ে দিলাম।

ভূত প্রেত আমার সৈনিক
কণ্ঠলগ্ন সতর্ক নাগিনী
নেশা-ভাঙা আমি নাকি চুর
তথাপি আমাকেই শেষে
          সমবেত পাদ্য-অর্ঘ্য দিলে!

কে অতীত, কে ভবিষ্যৎ
তত্ত্ববিদ ভাবতে থাকুক
জ্যোতিষীর খাঁচার টিয়াকে
রোজ ভোরে জল-ছোলা দিতে।

          সে কি সত্য বলেছিল!

BANGLADARSHAN.COM

সে কাহাদের শান্তিনিকেতন

দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী এসেছেন
আশি বছরের ভাই অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ফোঁটা দিতে।
দিদি বললেন, দ্যাখো রবি, তোমারও বয়েস হয়েছে
অমন ছুটে ছুটে পাহাড়ে যাবে না। বুঝলে?
ভাই বললেন, না, কক্ষনো আর ছুটে ছুটে যাব না
বসে বসে যাব এবার থেকে।
রোগীর ঘরে হাস্যরোল, যেন উৎসবের ফোয়ারা!

দিন গড়ায় অস্তাচলের সন্ন্যাসী আলোয়।
গুরুতর অসুস্থ কবি প্রতিমা দেবীকে বললেন,
মা-মণি, তোমরা সংসার গুছিয়ে বসেছ,
আমি নিশ্চিন্ত!
আর রইল এই ল্যাবরেটরি শান্তিনিকেতন,
এর ভার তোমাদেরই উপর।

চোখের জলে লাগলো জোয়ার।
জনসমুদ্রের উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকো
নিমেষে দৃষ্টির বাইরে ভেসে গেল।
তারপর গঙ্গাতীরে শ্রদ্ধার অশ্রুবৃষ্টি
আর দানবিক স্মৃতি লুণ্ঠন।

২

ভারপ্রাপ্ত মনীষীরা একে একে অমৃতধামের পদাতিক
ল্যাবরেটরির ভিত খুঁড়ে এখন আশ্রিত
বিধিহীন বোধহীন মূষিকের সম্পন্ন সংসার।
'আজি এ গহন তিমির রাত্রি কাঁপে নভ জয়গানে।'

৩

এখানে স্থাপিত নীড়বদ্ধ মহাবিশ্ব।
শান্তির সন্ধানে মানুষেরা ছুটে আসে

BANGLADARSHAN.COM

দ্যাখে, তস্কর দখল নিয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান
গুরু ও শিষ্যের দ্বন্দ্ব কংকালী অবধি পৌঁছে গেছে
শালবীথি ছাতিমতলায় সমবেত অশ্রুহীন শোক
পদপিষ্ট ইতিহাস, স্মৃতিহীন দৃপ্ত অহংকার।
আমাদের প্রজ্ঞাতুমি ধর্মভূমি ঘিরে যে পরম
শান্তির প্রার্থনা,
যে আমাদের স্বপ্নশস্য, আশ্রমিক শিক্ষা-সমন্বয়,
এই খণ্ডিত লুণ্ঠিত প্রহরে সে কাহাদের শান্তিনিকেতন!

BANGLADARSHAN.COM

ফুল ও ফলের কাছে

জীবনের কাছ থেকে অনেক নিয়েছি
ফুল ফল মানবিক ঐশ্বর্যসম্ভার
মৃত্যু যে অনেক বেশি যন্ত্রণামথিত
প্রতি মুহূর্তের চক্রাকারে আশা ও বিষাদ
জীবনের বিনিময়ে সেই তত্ত্ব বুঝতে হবে

সকাল ছ-টায় হাসপাতালে প্রাত্যহিক ফোন
আমি জানি মনিটর-ভেনটিলেটরে সজ্জিত
আজ দশদিন যে অবিচ্ছিন্ন ঘুমিয়ে রয়েছে
তার কাছে সব আশাবাদ অর্থহীন
ফোনের ভিতরের আত্মকণ্ঠস্বর অশ্রুবিড়ম্বিত

কার কাছ থেকে কতটুকু পাওয়া যাবে
বিনিময়ে কি বিপুল রক্তক্ষরণের ইতিহাস
এ-কৃত্রিম নাগরিকতাকে কেউ তা
ভেবে দেখতে বলবে না
সমস্ত দুপুর রৌদ্রদগ্ধ অন্তহীন নিঃসঙ্গতা
বিকেলের দর্শনপ্রার্থীরা সামাজিক দায় সেরে চলে যায়

যা নিয়েছি প্রত্যর্পণের কথা ভেবেছি একদা
বলা হয়েছিল দানে ও গ্রহণে পৃথিবী পুষ্পিত হয়
আজ রোগশয্যার পাশে আশাহতাশার কাঁপা ছায়া
হেল্‌প-কাউন্টার থেকে বিল মেটাবার যান্ত্রিক ঘোষণা
বৃষ্টিবিরল আষাঢ় দুঃখ-সুখে নির্লিপ্ত তাত্ত্বিক।

BANGLADARSHAN.COM

একা, অন্তরঙ্গ ঘরে

নামে, অঙ্গসজ্জায়, জীবনযাপনে
অষ্টাঙ্গ আবৃত করে প্রাচীনতা
ঝুরি যে নামেনি কারণ তোমরা বৃক্ষ নও
বহমান তোমরা দু-জন
চারিয়ে গিয়েছ স্বজন-বান্ধব-পরিবেশে

এত সব কথা যদি আগে জানা যেত
ভালোলাগা একান্ত নিজস্ব অনুভব
কিছু কথা আরোপিত মনে হতে পারে
কিন্তু সমাগত সমস্ত মানুষ তো ছদ্মভাষী নয়
সম্মিলিত এই অশ্রু হয়তো তাকেও ভাসাতো

মৃত্যুর আগেই অনেক মৃত্যুর কথা
জীবনের আগে অনেক জীবন—সে তো পরমার্থ
সান্ত্বনার প্রবল উচ্ছ্বাসে যুক্তি খুব প্রতিরোধী নয়
এই অন্তরঙ্গ ঘরে কিংবা অপার্থিব লোকে
হয়তো কোথাও তার জন্য ভালোবাসা বিছানো রয়েছে

বহমান তোমাদের কথা আমরা বলছি খুব
সমবেত বন্ধুজন অশ্রু ঢেলে সেসব গ্রহণ করেছে
শ্রাবণ আকাশে আরো বেশি রোরুদ্যমানতা
কার প্রাপ্য কতটুকু বুঝতে বুঝতে বেলা নিভে আসে
ত্যাগের মহিমা ঢেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ

বদান্যতা, সামাজিক, ইত্যাদি ভূষণে আবৃত তুমি
বলো, কোনও অঙ্গরাগে নিঃসঙ্গতা ধুয়ে ফেলা যায়!

BANGLADARSHAN.COM

শতাব্দীসংশয়গুলি

বিনিদ্র বিষাদ নিয়ে একলা সম্রাট
এক অংশ ভ্রান্তি ও অনুশোচনার
অন্য খণ্ড সংশোধনবিষয়ক নিষ্ফল অতীতভাবনা
সবটাই একান্ত ব্যক্তিক, সবটাই গাণ্ডীববিচ্ছিন্ন অর্জুন

মেঘের উপর দিয়ে আরো মেঘ পুবের হাওয়ায়
নিভৃত ভাবনা ঘিরে বিপক্ষের সৈন্যসমাবেশ
নিঃঝুম অরণ্যপথে যত সতর্কতা প্রয়োজন
তিলমাত্র বিচ্যুতিতে ক্ষমাহীন হয়েছে সময়

তুষারবৃষ্টির মতো শব্দহীন অন্ধকার নামে
সেই আচ্ছাদনে স্মৃতিকে প্রচ্ছন্ন রেখে
হিংস্রতার কাছে মানুষ আমৃত্যু ভিখারী
রক্তক্ষরণের কথা সোচ্চারে বলা-ও ধৃষ্টতা

BANGLADARSHAN.COM

শতাব্দীসংশয়গুলি ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে
মূষিকসেবিত মর্গে শীতলসন্ন্যাসে,
আমাদের সুচেতনা দূর থেকে দূরতর দ্বীপ
ক্রমমুক্তি নিয়ে বিড়ম্বিত হতে থাকবে জীবনানন্দের পৃথিবী

গণ্ডূষগভীর জলে নীলাম্বর ধরা দিয়েছিল
সমুদ্রের সীমা খুঁজতে আমাদের আগ্রহ ছিল না
'যেনাহং নামৃতা স্যাম'—এমন উদ্ধত আশা করে না মানুষ
জীবনের স্তম্ভ হোক মনুষ্যত্ব-অবধি উন্নীত

তুমি কি অলীক-আলোয় স্বপ্নদর্শী, বিনিদ্র সম্রাট!

পুণ্যস্নান

কোথাও পঞ্চাশ বছর, কোথাও শতাব্দী কেটে যায়
সমুদ্রের বুক চিরে গিরিশৃঙ্গ, উদ্যাননগরী মরুভূমি
উত্থান ও পতনের ধারা সর্বদা সুস্থিত নয়
ইতিহাস ও ঐতিহাসিক অসম সংগ্রামে লিপ্ত

কিছু শিলাখণ্ডে মৃত্যু আর জীবনের স্থিরচিত্র
গবেষক নিজস্ব ধর্মীয়বোধে মগ্ন পাঠোদ্ধারে
ভ্রান্তির চারুশিল্প মিনারে চৈত্যে ও গুম্ফায়
সন্ন্যাসীর শবের উপরে সম্রাটের উদ্ধত পাদুকা

সময়ের চাকা বলতে সে যে বিজয়ীর রথচক্র নয়
সেই তত্ত্ব মহারথ কর্ণকেও বুঝতে হয়েছিল
ধর্ম ও অধর্ম নিয়ে পুণ্যভূমি কঙ্কালকরোটিময়
ভীম খড়্গের পিপাসা মানচিত্র ছিন্নভিন্ন করে

শ্মশানচণ্ডাল রাজসিক দক্ষিণার বিনিময়ে
অনির্ণীত নাভিকুণ্ড তুলে দেয় সন্তানের হাতে
পঙ্কিল দূষিত জলে স্নেহস্মৃতি বিসর্জন দিয়ে
অকৃতজ্ঞ উত্তরপুরুষ পুণ্যস্নান সেরে পা বাড়ায়

শতগ্রন্থি মানচিত্র আর রাজকীয় ভবিষ্যের দিকে।

BANGLADARSHAN.COM

কক্ষপথে একা

তখনো তো অসুস্থতা ছিল
তবু একটা ঝড়ের দামামা বাজতো ভেতরে ভেতরে
টিকিট কাটার মহালয়া শেষে গোছগাছ
স্যুটকেস-ফোলানো বালিশ-ওষুধে সমৃদ্ধ পুঁটুলি

সমুদ্র না পাহাড় কার বেশি আকর্ষণ
এই নিয়ে অনন্ত তর্কের বটুয়া খুলে বসা
মহাবলীপুরমের ডাক, পুরী কিংবা
কোভালামবিচের হাতছানি
স্বচ্ছন্দে সরিয়ে দিয়ে কখনো-কখনো
দুন কিংবা হিমগিরি চেপে বসা
অমরনাথের তুলনায় কেদারের পথ নাকি
চৌরঙ্গি বা ইস্টার্ন বাইপাস

BANGLADARSHAN.COM

দেখাই যাক-না, শরীরের নাম নাকি মহাশয়

বর্ষণবিপন্ন হাওয়ায় পুরোনো ছবিতে
ষড়যন্ত্রী ফাংগাস
পুরী অথবা নিঃশঙ্ক ভ্রমণে শান্তিনিকেতন
মেঘরৌদ্রে লুটোপুটি তবু ভরা কোটালের টান নেই
ধানখেত রেললাইন ডিঙিয়ে সহযাত্রায়
হু হু অশ্রুময়ী হাওয়া
পথ যত মধুগন্ধে বিমোহিত হোক
আসমুদ্র নিঃসঙ্গতা নিয়ে কক্ষপথে
মানুষ কি স্মৃতিহীন ফিরে যেতে পারে!

বুঝতে বুঝতে বেলা বহে যায়

"জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার
তা কেবল অহং হারায়"–মৃত্যু ও অমৃত (শান্তিনিকেতন)

সময় ছড়ায় আলো সহৃদয় জীবনের বাঁকে
তবুও মৃত্যুর কাছে কিছু দেনা থাকে
অবশিষ্ট পথটুকু তাকে শোধ দিতে দিতে যাওয়া
আজকে সমস্ত দিন উতলা হয়েছে পুব হাওয়া
সান্ত্বনার পরিবর্তে অশ্রু এসে ধুয়েছে সকাল
পরমার্থ জপতে বলে ভ্রমণে গিয়েছে মহাকাল
যাই যাই ধ্বনি তুলে বকের পাখায় গোধূলি
সাময়িক ছবি আঁকে বৈরাগ্যের তুলি
ক্রমে অন্ধকার এসে সুখের সান্ত্বনা মুছে দ্যায়
তাকে দিব্যজ্যোতি বলে স্বকীয় দর্পণে তুলে নেয়
কোনো কোনো মনস্বীর লণ্ডভণ্ড শোকার্ত সময়,
শৌর্যের কালিতে কেউ লিখে রাখে সেই পরাজয়।
যার প্রাপ্য ছিল সমভাবে আনন্দ ও বিষাদকণিকা।
যার হাতে বিশ্বস্ত থেকেছে বিশ্বাসের শিখা
তাকে ঘিরে প্রবঞ্চনা কি নিপুণ জাল পেতে রাখে
বুঝতে বুঝতে বেলা বহে যায়, কুজ্ঝটিকা পরমার্থ ঢাকে।
কেবল অহং থাকলে মৃত্যু নাকি তারে স্পর্শ করে
দানছত্র খুলে আত্মা অনন্ত অহং দান করে
বজ্রাহত কবিগুরু যা দেখেন বজ্রের আলোয়
আমরা তাকে অন্ধকার বলি, সারাৎসার লুটায় ধুলোয়।

BANGLADARSHAN.COM

খুঁজতে খুঁজতে এত দূর

ভাষার শরীরে রোজ হাসনুহানা ফুটে উঠবে
এ কথা বলি না
তা বলে এমন জটিল গন্ধ ইথারে ডেটলে!
শুশ্রূষার জন্য আমি কার কাছে যাব
যন্ত্রণায় স্বস্তি পেতে গিয়ে
আমাকে কি বিবমিষা নিয়ে ফিরতে হবে

ইচ্ছে করলেই নদীকে পাব না
বাতাস যে মর্মর জাগাবে তার জন্য বৃক্ষ থাকা চাই
কেবল ভাষার বুকে অসংকোচে মাথা রাখতে পারি

কিন্তু আমাকে তো বুঝতে হবে ভাষা কোনো বধ্যভূমি নয়
ভাষার সর্বাঙ্গে শল্যচিকিৎসকের অ্যাপ্রন কেমন মানায়
শ্মশানকাঠের জন্য আমি কেন ভাষার সান্নিধ্যে যাব

জড়িবুটি দিয়ে কে কবে মৃত্যুকে বাঁধতে পেরেছে
নদী ও কার্মুক ছুঁয়ে ভাষা উঠে এলে
তার মধ্য দিয়ে হৃদয় অবধি দেখা যেত

সেই ভাষা খুঁজতে খুঁজতে এত দূর দৌড়ে এসেছি।

BANGLADARSHAN.COM

সত্য ভিতরে বাহিরে

সত্য তার অন্তর্বাস খুলে রাখতে
রোজ ভিতরের ঘরে যায়
দ্বিতীয় আর একটা পরিচ্ছদ তার সঙ্গে থাকে
অতঃপর সেটা পরে সত্য কাজে বসে

দ্বিতীয় অন্তর্বাসে সত্য কতটা স্বচ্ছন্দ হয়
আমরা জানি না
তবে প্রথম বসনে সে যে স্বস্তিতে ছিল না
এটা তার প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণে বোঝা যায়

আমরা সত্যকে এতদিন যেমন দেখেছি
হয়তো তা বহিরঙ্গে দেখা
আমাদের মেনে নিতে হয়
সত্য তার নিজস্ব জগৎ নিয়ে আছে

BANGLADARSHAN.COM

চাঁদের মতই সত্যের এক পিঠ দেখি
তার ভিতর-বাড়িতে আমরা ঢুকতে পারিনি।

খর-রৌদ্র

না-যাস না-যাবি
এই রইল ভাঁড়ারের চাবি
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তোলা আছে
আবাল্য-স্মৃতির নাকছাবি
তার কাছে চেয়ে নিস ছায়া
রৌদ্রে যাবি না
খর-রৌদ্র ভীষণ মায়াবী।

দেখে রাখো

হাত পাতো
শিখে নাও প্রাপ্য ও অপ্রাপ্যণীয়
এবং কীভাবে তাকে মেনে নিতে হয়

বুক পাতো
দ্যাখো, বৃষ্টি ছাড়া আর কিছু
প্রার্থনার আছে কিনা
নাক খোলা রাখো
চিনতে শেখো কোন্‌টা ফুলের
আর কোন্‌টা বাঘের গায়ের গন্ধ

যেতে যেতে দেখে রাখো
পথ ও বিপথ কাকে বলে
জ্যোৎস্নায় বিমূঢ় কাক ডেকে ওঠে কেন!

BANGLADARSHAN.COM

এসো

তোমরা আমাকে বৈশাখের দাবদাহ দিয়েছ
আমি তোমাদের বিহ্বল মুখ এঁকে দিলুম

তবু আমাকে যারা ছিঁড়ে খাচ্ছে শিরা-উপশিরায়
তারা কি আমার নিরভিমান দুঃখ

দুঃখ-সুখের ওপারে আমি কোন্ বৈতরণী
তোমাদের ব্যর্থ অনুভবে আমি কি বিদ্যুৎ ছোঁয়াতে পারব

আমি তোমাদের অতিপ্রয়োজনীয় ভুলে যাওয়া
অপ্রয়োজনের উথালপাথাল স্মৃতি

এসে মেঘ এসো ঝঞ্ঝা এসো ক্লান্তি এসো স্ফূর্তি
তন্দ্রা এসো জাগরণ এসো
জীবন তো এক স্মরণীয় জলসা
স্থৈর্য ও করতালি এসো।

BANGLADARSHAN.COM

ভস্ম ও আগুন

দুঃখের প্লাবনে দুঃখবোধ ভাসে
আমি তো নিজের হাতে একদিন আগুন জ্বেলেছি
এখন খনন শেষে ভস্মাধার নিয়ে ঘরে ফেরা
আরো নীচে গেলে মাটি, আরো নীচে জল
নীলাভ আগুন খুঁজতে আমাকে কি
পাতাল অবধি যেতে হবে

অথচ ভস্ম ও আগুন কি দারুণ অঙ্গাঙ্গী আত্মীয়!

ঝাড়গ্রামে দুপুর

যাব যাব করে
উদ্‌ভ্রান্ত সমস্ত দুপুর
একটা গাড়ির শব্দে উচ্চকিত
কারো কণ্ঠস্বরে
লাল ধুলো-ভাঙা পদশব্দে নিমজ্জিত কান
অথচ জানলা ডিঙিয়ে একটা শালিখ
বারবার ধমকে যাচ্ছে
চৈত্রের হাওয়ায় ঝরঝর শালপাতা
ঢেকে দিচ্ছে বনতল—পথরেখা
চক্রব্যূহে উড়তে উড়তে নেমে আসছে শালের মঞ্জরি

অশোক মহান্তীর ইচ্ছে
থেকে যাই ক-টা দিন
‘সাহিত্যের আড্ডা’র কবিরা এখনি এখনি
ছাড়তে চাননি অনাহূত এ নতুন অতিথি
যাব যাব করে
এতগুলি ব্যূহ ভেঙে এগোতে পারি না
ঝরা পাতা লাল মাটি আর
ভালোবাসার বন্দিশালা থেকে
পা বাড়াতে বুকের শিরায় টান ধরে।

[কবি অশোক মহান্তী ৫২ বছর বয়সে ২৫.৮.২০০৩-এ প্রয়াত হয়েছেন]

BANGLADARSHAN.COM

নবতৃণদল

এইবার উঠে এসো তৃণদল
সে-দৃশ্য দেখার জন্য জানলা খুলে
মেঘের শিশুরা বাইরে এল
বুক-জলে হেঁটে শহরবাসীরা ঘরে ফেরে
সব ক্ষোভ আর্দ্র ছাতার মতো বারান্দায় রেখে
অতঃপর মগ্ন হয়ে যায় বৃষ্টির মাদলে

তোমরা এলে নরখাদকের পদচিহ্ন ঢাকা পড়ে
যেমন মেঘের ছায়ায় সিক্ত হয় ক্ষমাহীন মাঠ
কুরুক্ষেত্র জুড়ে ত্যক্ত পাদুকার মতো
রাশি রাশি স্মৃতিস্তম্ভ
এ সময়ে উঠে এসো তৃণদল
তোমাদের অক্ষৌহিণী বিপন্ন মাটিকে ঢাকুক।

BANGLADARSHAN.COM

গাঙচিল

কবজি ঘিরে ছিল সময়-স্পন্দন। টেবিলে ঠুংঠাং রঙিন কাপডিস ভাঙলো যথারীতি প্রভাতি অনশন। নুলিয়া হেঁকে গেছে 'তৈরি হয়ে নিন।' একদা-মসৃণ বিপুল বেলাভূমি ক্ষতের মতো আজ ঢেকেছে বোল্‌ডার। শীর্ণ সাদা হাত সামনে ঢেউ ভাঙে।
সময় হাতে বাঁধা, তথাপি আজ কেউ সময়ে বাঁধা নই। ডাকেনি সমুদ্র, ডেকেছে অলসতা। আমরা ক-টা দিন চিলের ওড়াউড়ি, নৌকো সাঁতরানো, কৃপণ সূর্যের শিথিল ঘুমভাঙা দেখব বলে আসি, বিকিনি ইজেরের যৌথ জলছবি উপরি জুটে গেল।

আমরা ক-টা দিন অতীত-সন্ধানী অলস গাঙচিল।

মন্ত্র

খুব নিস্পৃহ গলায় ক্রমাগত বলি
ওঠো, উঠে এসো
বলতে বলতে শব্দগুলি মন্ত্রের মতো শোনায়
উজ্জীবন না থাকুক
হয়তো মন্ত্রের কোনো সম্মোহন থাকে
ঘুম পায়ে পায়ে আরো ঘুমের দিকে
এই গাঢ় বৃষ্টির সকালে
আমার ভেতরে আরো এক মন্ত্র জেগে ওঠে
সব পরম্পরা ভুলে
নিজেকেই ঘুমন্ত গলায় ডাকি
ওঠো, উঠে এসো।

BANGLADARSHAN.COM

বশ্যতা

মৃত্যু যাকে উন্মাদ করেছে
তার কাছে মৃত্যু সুখে থাকে
বৃষ্টির আদরে বাড়ে
যে-রকম বন্যাক্ষুব্ধ নদী
সাপের ছোবল নিতে নিতে
বিষ যার কাছে নখদন্তহীন
সে-ই জানে বিষের বশ্যতা
মানুষ নিজের কাছে বশীভূত তাই।

এমন সন্ধ্যায়

প্রণম্যেরা আজ কেউ বেঁচে নেই
উদ্দেশ্যে উঠিয়ে রেখে প্রণিপাত
পা বাড়িয়ে বসে আছি
অনুজ অনুজা নত হয়
অনেক গভীর থেকে মাঝে মাঝে উঠে আসে
                    দু-একটা কোলাকুলি
সিদ্ধির সরবতে ডোবা সন্ধেবেলা
বাউনির উঠোন কোজাগরী
প্রণম্যের ফাঁকা মাঠে
জবরদখলি ঝুপড়ি জুড়ে আছে
প্রণামের কুশপুত্তলিকা।

BANGLADARSHAN.COM

ফসিলের খোঁজে

বাঁকা চাঁদের আকৃতি থেকে
মানুষ শাঁখের করাত বানিয়েছে
উভয়েই যেতে-আসতে
দুঃখ আর শোক ফোটাতে ফোটাতে যায়।

পায়ের কঙ্কাল দেখে
মানুষ আগ্নেয়াস্ত্রের নকশা আঁকল
আর ভাষা নিল মেঘগর্জন থেকে
একে বলা হল প্রকৃতি থেকে শেখা

অথচ দোপাটি ফুটিয়ে
সে-আদলে হৃৎপিণ্ডের সৃষ্টি হল
রক্তপ্রবাহের পথ তৈরি হল
অরণ্যের লতাগুল্ম থেকে
নৃবিজ্ঞানীরা এখন মিলিয়ে দেখছেন
সৃষ্ট মানুষ আর মানুষের সৃষ্টিকে
দোপাটি আর লতাগুল্মের ফসিল খুঁজতে
তাঁরা শীঘ্র সামাজিক খনন শুরু করবেন।

BANGLADARSHAN.COM

পান-মহিমায়

একদিন যা পান করেছেন
এখন তাকে গিলতে বলি
অভ্যাসে কি না-হয় বলুন
জীবনযাপন নামাবলি

না-হয় এখন ত্যাজ্যপুত্র
করে দিলেন আত্মজকে
বিশ্বাস কি পণ্য হবে
বেচাকেনার চাঁদনীচকে

পানাসক্তি জাগিয়ে রাখুন
দেখবেন ঠিক গিলতে গিলতে
দরজা খুলে ঢুকে পড়ছে
পুরোনো রোদ এক চিলতে।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতার স্বপ্নাদ্য চেয়ারে

লেখার টেবিলে ওষুধের শিশি, ফল, থার্মোমিটার
টেবিলের নীচে বেডপ্যান, মগ, ডেটল, সাবান
কবিতা ও-ঘর থেকে নির্বাসিত
চেয়ারে পা তুলে গভীর নিদ্রায় ডুবে রাত্রির আয়া

দরজায় অহরহ ‘প্রবেশ নিষেধ’
অথচ চলন্তিকা প্যাড ও রিফিল ওই ঘরে অন্তরিন
কবিতার অভ্যস্ত চেয়ারে পা তুলে নিদ্রিত আয়া
অভ্যাসের মায়াবী টেবিলে রোগিণীর খাদ্য ও পানীয়

ফিকে হতে হতে পুবাকাশে রাশি রাশি রুপো
সমস্যা-জর্জর মেঘে আপাতত বইমেলা হাওয়া
কেউ তুলি, কেউ কাগজ-কলমে নিবেদিত
ঝাড়পোঁছ সেরে প্রেসে প্রেসে রেসের ঘোড়ার পা ঠোকা

কবিতার চেয়ে ডেটল ইথার বেশি সামাজিক
মধ্যরাতে রোগিণীর কাতরোক্তি বেশি সামাজিক
এ সময়ে কবিতার স্বপ্নাদ্য চেয়ারে কার অধিকার
সে কি কবি, কিংবা শ্রান্ত ক্লান্ত রাত্রির আয়া!

BANGLADARSHAN.COM

অলৌকিক বাড়ি

আমি একটা বাড়ি করছি
বাড়ি বলতে উঠোনবিহীন
এক ফালি ঘর শূন্যলোকে
এইটুকুতেই সূর্যতারা অন্ধকার
এইটুকুতেই হাপুস হুপুস নয়ন জল

কি প্রয়োজন মহাশূন্যে ঘর বানাবার
বেশ তো ছিলাম নিজের মধ্যে পরিপ্লুত
অন্যদিকে তাকিয়ে চাঁদ চলে যাচ্ছে যাক না
অন্য কারো ওষ্ঠ ছুঁতে বাতাস ভীষণ লুব্ধ হচ্ছে
কবিরা কি উতল হাওয়ায় উড়িয়ে দিল
পুঞ্জ পুঞ্জ কানামাছি
কিংবা গুচ্ছ ভীমরুলেরা কবির মগজ দখল করছে

BANGLADARSHAN.COM

জানলা টপকে কেউ আসে না
গদ্য পদ্য তৃষিত ঠোঁট
হু হু সদর দরজা দিয়ে যেটুকু যা মুক্ত বাতাস
যখন পলাশ অস্ত-আকাশ লাল করছে
পূরবী-ছড় জাগিয়ে দিচ্ছে রক্তক্ষরণ
তখন কেন এই উচাটন শূন্যে ভ্রমণ
বিন্দু বিন্দু ঘামের সঙ্গে ঝরিয়ে দেয়া মহার্ঘ দিন

দেখছি, কেউ দেয়াল ভেঙে অস্বাভাবিক দরজা করছে
জানলা ভেঙে জমিয়ে দিচ্ছে পাথরকুচি
জলের এবং ফলের আশায় ঘুরিয়ে দিচ্ছে নদীর স্রোত
মধ্যরাতে অট্টরোলে সৃষ্টি সুখের ইট গাঁথছে
নরম মাটির অখণ্ডতায় অত্যাচারী গাঁইতি শাবল
নির্মাণে যে মুগ্ধবোধ কখনো তা হারিয়ে যায়
অলৌকিক এক বাড়ির আদল
শূন্যলোকে সাঁতার দিচ্ছে।

খোপকাটা ঘর

ইচ্ছে হয় মৃদু কথা বলি
বসন্তের কথা
কানে কানে সুরের ঝংকার
চোখ মগ্ন কৃষ্ণচূড়া-উদাস দুপুরে।

আমাদের প্রত্যহ বেঁধেছে
দেয়ালে ঝোলানো খোপকাটা ঘর
        লাল নীল হলুদ সবুজ
কোথাও গ্রীষ্মের শাসন
কোথাও বর্ষার দুন্দুভি
মাঝখানে কোনো অনিয়ম-আগন্তুক ঢুকে গেল
ক্যারমঘুঁটির মতো ছত্রাখান শৌখিন জীবন
কোনো ভোর খঞ্জনি ও দোতারার
কোনো ভোর একেশ্বরী রজনিগন্ধার
এমনও তো হয়
হঠাৎ হোঁচোট খেয়ে এক-একটা রক্তমাখা দিন
হঠাৎ উল্লাসে চাপাপড়া আর্তনাদ!

মানুষ ঠকেছে যত তত বেশি চাতুর্য শিখেছে
প্রকৃতি পিছিয়ে আছে মানুষের কাছে
হাসি অশ্রু নিষ্ঠুরতা দিয়ে গড়া যত ইমারত
তেমন ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতিও নয়।

যাব, একদিন অনেকেই চলে যাব
দুধ কিংবা রেশনলাইনে, কবিতাসভায়
রেলের গুমটি পেরিয়ে মন্দিরে-মাজারে চলে যাব
জীবনদর্শন থেকে প্রাত্যহিক প্রার্থনায়, দৈব বরাভয়ে।
হয়তো অভ্যাসে কান থাকবে গানের কলিতে
গ্রীষ্মের দাপট ছিঁড়ে চোখ খুঁজবে কৃষ্ণচূড়া-লাল
একদিকে আত্মশ্লাঘা, অন্যদিকে মেঘম্লান ভৈরবী-আকাশ

BANGLADARSHAN.COM

পুনর্বাসনের খোঁজে মানুষ কি অবশেষে
সংরক্ষিত বনে চলে যাবে!

নৌকো পালটাতে পালটাতে
এক দণ্ড অশ্রু এক দণ্ড রৌদ্রের শুশ্রূষা
এই চলচ্ছবি অচিরেই মিশে যায় মত্ত কোলাহলে
পেছনে দ্যাখে না কেউ, সামনেও না
অর্জনে ও বিসর্জনে সমভাবে নিরাসক্ত পুতুল মানুষ।
খোপকাটা ঘরের ভেতর প্রথাগত জলোচ্ছ্বাস
লাল নীল হলুদ সবুজ
সে-মুহূর্তে কারো নাম মহান একুশে
কারো নাম পঁচিশে বৈশাখ।

BANGLADARSHAN.COM

গানের বাড়ি

এ ঘরে ভীষ্মদেব তো ওঘরে অশোকতরু
মাঝখানে খাবার টেবিল ঝমাঝম সুমন শানু
উড়িয়ে ঘরের ঢাকা ঢুকে পড়ে বিরাট আকাশ
কোথাও বৃষ্টি ঝরে কোথাও বাতাস আগুন
চকিতে অজিত পাণ্ডে বোল তোলে কয়লা খাদের
এক ফাঁকে প্রতুল-বাউল মেখে নেয় বাংলা-মাটি
সে আর কতক্ষণ, হাওয়াতে পশ্চিমা টান
দাঁড়িয়ে নেই তো কেউ, নাচে সব তাথৈ থৈ
আসলে সবাই ডুবে যার যার খুশির গানে
এটা যে গানের বাড়ি বোঝা যায় হাওয়ার টানে।

সন্ধিক্ষণ

একটা গোলমেলে হিসেবের মধ্যে
এবার সন্ধিপুজো অষ্টমীর প্রায় ঘাড়ের উপর
উদ্যোগটা বারোয়ারি
তবু কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠা কম ছিল না
অঞ্জলির মন্ত্র পড়তে পড়তে পুরোহিত ভগ্নস্বর
বোস সাহেব মুহুর্মুহু কবজি তুলে
ঠিক ঠিক সন্ধিক্ষণ ধরতে চাইছেন
কিশোরী রাত চুড়িদারের সীমা পেরিয়ে
লালপাড় সাড়ির মেলায় ঢুকছে

সুষমাদি প্রতিবছর এমনি ঠায় বসে থাকেন
পুজোমণ্ডপের সিঁড়িতে
সময় তার কপালে তিরতির ঢেউ এঁকে দিয়েছে
আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রের মতো
যার গলার খাঁজে অসংখ্য লাল আঁচিল
কেবল সেই সুষমাদি-ই ধরতে পারেন
সন্ধিপুজোর মুহূর্ত
প্রদীপের বুক পুড়িয়ে সলতে নিভে গেলে
যেমন একটা আহ্লাদি গন্ধ
তেমনি সুবাস উঠে আসছে মাটি থেকে
নতুন ধূমকেতুর আবির্ভাবের মতো
কোনো নৈসর্গিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে
বুঝতে পারেন সুষমাদি
যে বন্যার জল তাঁর ভিতে ঢুকে পড়েছে, তার কথা
প্রতিবেশীর সংসারে সমবেত আত্মহননের কথা
এ মুহূর্তে ভুলে যান তিনি
তাঁর কপালে চন্দনফোঁটা
নিয়ন আলোয় জ্বলজ্বল করে
সুষমাদি স্পষ্ট দেখতে পান

BANGLADARSHAN.COM

সমবেত নারীপুরুষের মাথার উপর থেকে
অষ্টমীর রাত অবগুণ্ঠন গুটিয়ে নিচ্ছে
বুকের ভেতর সরের মতো পাতলা
কোজাগরি কুয়াশা
পঞ্চাশ বছর আগের মধ্যরাত
সুষুমাদিকে অকস্মাৎ
টানটান দাঁড় করিয়ে দেয় মঞ্চের উপর

দিগন্ত কোথাও আতঙ্কে লাল
কোথাও আতসবাজির উল্লাস
আরো উঁচুতে রক্তে জমানো অলজ্জিত চাঁদ

যে সুষমাদি পঞ্চাশটা বছর
সেই সন্ধিক্ষণ পুষে রেখেছেন বুকের মধ্যে
সন্ধিপুজোর মুহূর্তকে তিনি নির্ভুল ধরে ফেলেন
ঢাকের আওয়াজে নেচে ওঠে উদ্‌বিগ্ন অন্ধকার।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা একদিন

নক্ষত্রের কথা বলতে বলতে
আমরা একদিন নক্ষত্রের সমগোত্র হয়ে যাব
কেউ দৃশ্যমান
কেউ হাজার হাজার আলোকবর্ষের ওপারে
আগুনের কথা বলতে বলতে
অগ্নিউদ্গিরণের শেষ উত্তাপটুকু
মুছে ফেলবে নিস্পৃহ সন্ততি
আমরা একদিন নদীতীরে হাঁটতে হাঁটতে
ধসে ধসে লুপ্ত জনপদ
শব্দযন্ত্রে হাহাকার ধরে রেখে
আমরা একদিন জাদুঘরে প্রদর্শনী
অনির্ণিত সময়স্মারক
স্নানের অযোগ্য জলে শেষ তৃষ্ণা
অচ্ছুত জলের স্রোত নাভিকুণ্ড।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা একদিন সূর্যাস্ত ও
        সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা
আমরা একদিন মন্ত্রস্নাত
        স্মিত ভস্মরাশি।

ও কি স্বপ্নদর্শী

ও কি খুব গৃহস্থের মতো
ধানের মরাই নিয়ে শুয়ে

ও কি খুব সন্ন্যাসীর মতো
জায়মান, কিন্তু থাকে না কিছুই

ঘর্মাক্ত শরীরে কাল মনে হয়েছিল
অনেক তো হল, এ পর্যন্ত থাক

রৌদ্র যেই সমস্ত শিশির শুষে নেয়
ভূতগ্রস্ত পথ ডাকে কেন

ও দেখল চাঁদ উঠছে পাহাড় ডিঙিয়ে
অমনি সে জ্যোৎস্নার, কুয়াশার

ও কি ক্রমাগত নিজের শরীর ছাড়িয়ে
ডুবে যাচ্ছে রহস্যের গূঢ় জলাশয়ে

ও কি নৃশংস ঘাতক
ও কি স্বপ্নদর্শী, রাত জেগে ফুল ফোটা দ্যাখে!

BANGLADARSHAN.COM

এক চিলতে আলোর জন্য

সামান্য খুদকুঁড়োর জন্য তোমার কাছে আসতে হল
তুমিও যে চাইছিলে তা, জোয়ারটানে মুখ ঘোরাবে

ঝুপড়ি ঘিরে চতুর্দিকে ফিসফিসানি, লুব্ধ চোখ
দুস্থতা যে দেব-দৈত্যের খাসতালুকে শিষ্ট প্রজা
প্রার্থনা তো তোমার জন্য, এক চিলতে আলোর ভিক্ষা
আলোর বৃত্তে অনাহারও কেমন দৈবদীপ্তিময়

সদাব্রত নিয়ে যখন বসেছিলে প্রতীক্ষায়
এক চিলতে আলোর জন্য তোমার কাছে আসতে হল

যদিও জানি তোমার হাতে অদৃশ্য এক ভিক্ষাপাত্র
এক চিলতে আলোর জন্য তুমিও কি কম ভিখারি!

BANGLADARSHAN.COM

বুড়িমা, তোমাকে

পঞ্চাশ বছর পরে বুড়িমাকে ফিরিয়ে এনেছি
নিজেকে পাগল সাজিয়ে বুড়িমা তুমি কি আবার
শত্রুপক্ষের গতিবিধি জেনে নিচ্ছ
কংসারি হালদার হাসপাতালে শুয়ে
যতীন মাইতি ছবি হয়ে ফুল নিচ্ছেন স্মরণসভায়
অহল্যা উত্তমী বাতাসী, তোমাদেরও ফের
                    জাগিয়ে তুলেছি
বুধাখালি চন্দনপিঁড়ির উপর ফের
                    আলোক সম্পাত
পঞ্চাশ বছর পরে তোমাদের উত্তরাধিকার
জেগে উঠে ধূপ জ্বালছে সমাধি-প্রাঙ্গণে
তেভাগার কৃষকেরা উঠে আসছে অন্ধকার
                    স্মৃতিগুহা থেকে
BANGLADARSHAN.COM
অর্জিত ফসল ক্ষুধা হিংসা লাম্পট্যে
                    ভাগ হয়ে গেছে
দুঃখ দেব না বলে বুড়িমা তোমাকে
                    এতদিন জাগিয়ে তুলিনি
গজেন মালিকে, বিদ্যুৎ কিংবা অশ্বিনী অধর
তোমাদের তুলে আনছি রাম বসুর কবিতার
                         খাতা থেকে
পঞ্চাশ বছর পরে তোমরা বড়ো
                    শীর্ণ হয়ে গেছ
লালগঞ্জের ঘাটে আঠালো মাটির স্তরে
                    সব রক্ত ঢাকা পড়ে আছে

আবার পঞ্চাশ বছর পরে
বুড়িমা তোমাকে ফের ডেকে তুলব
কৃতঘ্নতা থেকে পুনর্বার আমাদের
ক্ষণিক জাগিয়ে দিয়ো।

আমাদের দিনগুলি

[সীতানাথ গুপ্ত, স্মরণীয়েষু]

মাঝে মাঝে সন্ধ্যারাতে
সীতানাথ দরজায় কড়া নাড়তেন
এক গেলাস জলে বোঁটাশুদ্ধ একটি কেয়াফুল
বসিয়ে বলতেন—এটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে
এর পরমায়ু মাত্র এক রাত
সন্ধ্যা থেকে সারারাত
আমরা সেই প্রস্ফুটন পর্বের উদ্‌গ্রীব দর্শক
ভোরবেলা চোখের পাতায় স্বপ্নভার
জ্যোৎস্নার পোশাকে ঘরজোড়া একটি কেয়াফুল
এমনকী তার সম্মোহনী গহন সৌরভ
মৃত্যুর মুহূর্তটাকে আমরা কেউ প্রত্যক্ষ করি না
যার মৃত্যু সে-ই বুঝতে পারে অন্তিম সময় কাকে বলে
তখন সে মহামৌন
সেই অনুচ্চার শব্দগ্রন্থি খুলতে খুলতে
আমাদের দিনগুলি বহুবর্ণ নদী
কোনো কোনো অনুষঙ্গ ও উদ্‌ভিন্ন সময় সমার্থক হয়ে যায়
বর্ষণনন্দিত সন্ধ্যা-সীতানাথ-কেয়াগন্ধ একাকার
সময় কাউকে সঙ্গে রাখে, কাউকে-বা ফেলে যায়
ঘূর্ণিজলে আবর্তিত হতে হতে
কেউই জানে না কে কখন অনন্ত প্রবাহে ধাবমান।

BANGLADARSHAN.COM

শব্দেরা চায়

কিছু শব্দ যুবক
কিছু শব্দ বৃদ্ধ
কিছু শব্দ পাপী তাপী
কিছু শব্দ ঋদ্ধ

কিছু শব্দ উজির
কিছু শব্দ খাতক
কিছু শব্দ উড়োনচণ্ডী
রক্তচক্ষু ঘাতক

কিছু শব্দ খররৌদ্র
কিছু শব্দ পলাশ
কিছু শব্দ স্মরণ
মেঘলা দীর্ঘশ্বাস

BANGLADARSHAN.COM

কিছু শব্দ পথ
কিছু শব্দ বৃক্ষ
কিছু শব্দ অন্তহীন
উদার অন্তরীক্ষ

কিছু শব্দ আমি
কিছু শব্দ তুমি
শব্দেরা চায় পায়ের নীচে
সবুজ তৃণভূমি।

সংখ্যাতত্ত্ব

সংখ্যার ভিতরে ডুবে আছে
বিত্ত-বয়েস-বিশ্বাস
যে যার নিজের মত্ত উচ্চারণে
তুলে ধরে নিজস্ব ঘোষণা
বন্ধু বা সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে
ঢুকে যায় সংখ্যার বলয়ে
বিত্তের যেহেতু কোনো নির্বাণরেখা নেই
ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে
ছুটে যায় তাত্ত্বিক ম্যাজিক লণ্ঠন
চৈত্য মিনার গম্বুজ
আকাশরেখায় দৃশ্যমান
শব্দে ও আলোয় অশ্বক্ষুরধ্বনি
                    বিজয়তোরণ।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ যতটা সংখ্যাতত্ত্ববিদ
ততখানি বাস্তবসমৃদ্ধ নয়
মউমাছির মত আত্মরক্ষাহীন
                    সঞ্চয়বিলাসী
তার সমস্ত হিসাব-সন্তরণ-বিবমিষা
নির্ধারিত ঝড়ে উড়ে যায়
বালির চড়ায় সারি সারি তাঁবু
সমীক্ষার দড়ি ছিঁড়ে যে-কোনো সময়
ফের আশ্রয়হীনতা
আত্মসমর্পণ, অক্ষম বিদ্রোহ।

অবসর মেলা

আজ সমুদ্রনীল অবসর
এসো ত্রিভঙ্গ মহিমময়
পাখিদের কোনো ঘর নেই
তবু তারা সমবেত ঘরে ফেরে

ও ভাই তরুণ রশ্মি
ও সখা উতল হাওয়া
এখন যাব না রণে
আজ আমার অবসরমেলা

দু-হাতে কুড়িয়ে শিমুল
রাশি রাশি নিন্দা ও স্তুতি
ভরা থাক মাথার বালিশে
জাদু উড়বে আজ সারাদিন

BANGLADARSHAN.COM

শীতঋতু ভীষণ রঙিন
নিমন্ত্রণপত্রে মাখামাখি
আজ আছে তিন-তিনটে সভা
ভেবেছি কোথাও যাব না

যখন এসেছ, থাকো
গভীরতা মাপা যাবে কাল
ঘরে ফেরা নেহাৎ প্রতীকী
নববর্ষ? সে তো একটি দিন

শিশিরের খুব সাধ ছিল
বড়ো হয়ে বাজাবে ফ্লুট
আমারও অনন্ত ইচ্ছে
আজ থাকবে নগ্ন অবসর।

উত্তর পর্ব

চাকরি ছেড়ে এসে প্রিয়তোষ
পাড়ায় ক্লাবের সভাপতি
অভিযোগ প্রতিকার ধরনা ও মিছিল
নির্ভেজাল আর একটা অফিসে
ডুবে গেছে প্রিয়তোষ।
মালা ও চাদর, ফ্রেমে-আঁটা বিদায়ভাষণ
বিছানায় রেখে অনন্তপ্রসাদ ভাবতে বসেন
এখন তাহলে কী!
দু-চার রজনী নিদ্রাহীন কাটে
অতঃপর সংস্কৃতি মঞ্চ খুলে
ফের সেই ক্লাশ নেয়া
লাশকাটা টেবিলে শুইয়ে
কবিতার শব-ব্যবচ্ছেদ।

ডাক্তার সামন্ত ঠিক করেছেন ঢের হল, আর নয়
প্যাথলজি তাঁর নিজস্ব বিষয়
বাইরের ঘরে তিনি ধীরে সুস্থে
যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে নেবেন
তিনি দেখাবেন
হৃৎপিণ্ড ধমনী শিরায় কেমন বিষক্রিয়া
সমাজকে ক্রমাগত পঙ্গু করছে।

ইট গাঁথতে গাঁথতে
যার সারাটা জীবন ভারার উপরে কাটলো
সেই বৃদ্ধ সদানন্দ ভাবে
আর আকাশের দিকে নয়
এবার সে পা রাখবে মাটিতে
রৌদ্র আর বৃষ্টির শাসানি থেকে

BANGLADARSHAN.COM

মুক্ত সদানন্দ

বুক ভরে শস্য আর মমতার স্বাদ নেবে
শূন্য থেকে ফিরে সদানন্দ
আর শূন্যতার কথা বলবে না।

BANGLADARSHAN.COM

আজ কাল পরশু

আজ মানে বর্তমান
কাল বলতে ফল্গুজলে স্নান
পরশু মানে অন্ধ গর্ভগৃহ
নিয়তি যে বাধ্য নয় কারো।

গতপরশু ফ্রেমে-আঁটা ছবি
গতকাল ধুলোয় কাদায়
আজ বড়ো কাটলো বিভ্রমে
কপট সন্ন্যাসে দিন যায়।

দৃপ্ত অশ্বারোহী

দরজা জানালা আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ
আলোর মাথায় ঘোমটা পরানো ঘর
ভীষণ গোপন, তবুও সবাই জানতো
আজ শোনা যাবে সুদূর কণ্ঠস্বর।

মধ্যরাত্রে সেই স্বর বেজেছিল
স্বাধীনতা দেব তোমরা রক্ত দিলে
ক্ষীণ হতে হতে লুপ্ত হয়েছে রেশ
কুয়াশা জমেছে ইতিহাসে তিলে তিলে।

কৈশোর থেকে একটি তীক্ষ্ণ তীর
ক্বচিৎ কখনো অপরাহ্নের রোদে
বিদ্যুৎরেখা হঠাৎ আছড়ে পড়ে
স্বপ্ন ভঙ্গ দাউ দাউ জ্বলে ক্রোধে।

প্রথাগত তুলি একদিন দৃঢ় মুঠি
সারাটা বছর খেলাঘরে বিদ্রোহী
নতুন শতকে অগ্নিগর্ভ দেশে
কবে ফিরবেন দৃপ্ত অশ্বারোহী।

BANGLADARSHAN.COM

দু-একটি নাম

(বন্ধু বরেষু ঘোষ স্মরণে)

খাতা থেকে তুলে নিচ্ছি মাঝে মাঝে
একটি দু-টি নাম
তারা ঢুকে যাচ্ছে ছাপানো চিঠিতে
ব্যক্তিগত শোকে।

নিজস্ব খাতায় কেউ নিজের ঠিকানা লেখে না
তোমরা কেউ তোমাদের খাতা থেকে
একটা দু-টো নাম তুলে নেবে
বিকেলের ছায়াচ্ছন্ন নাম
নামের গায়ের শ্যাওলা ধুয়ে মুছে
একটু উজ্জ্বল করবে
ফুলে ও চন্দনে ফুটে উঠবে স্মৃতি ও বিষাদ।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন খাতায় নাম তুলতে গিয়ে
দু-একটা নামের উপর কালক্রমে চেপে বসবে
গাঢ় অন্ধকার।

জীবন-পথিক

কারো বন্ধ ঘরে ফোন বাজছে
পাঁচবার দশবার অগুন্তি বিরামহীন
আমার ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনি
ভূকম্পন লেখার টেবিলে, মগ্নতায়

আমি জানি এরকম একদিন
বিকেলের গাঢ় আলো শিরীষস্পন্দিত হাওয়া
ছিঁড়ে খুঁড়ে আমারই ঘরের মধ্যে
নিষ্করুণ ফোন বেজে যাবে

আসলে ভয়ের উৎস অন্য কোনোখানে
পায়রার ঠোঁটে মহার্ঘ গমের দানা এ-সময়–
একটা ঝরে গেলে খরা ডাকে মহামারী ডাকে
ফোনের চিৎকারে সেই দস্যুদের ছায়া।

BANGLADARSHAN.COM

কেন-না প্রায়শ সন্ত্রাসবাদীদের মতো লাল টেলিফোন
আমাকে উড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দ্যায় ব্যস্ত রাজপথে
হাসপাতাল-বন্যাত্রাণ-রাত পাহারায়
জটিল ঘূর্ণিতে আমি একটা ঝরা পাতা।

লেখার টেবিল ততক্ষণে মহাকাশে ঝিকমিক তারা
আমার গমের দানা নাল্পেসুখমস্তির সান্ত্বনায়
ট্রাফিকের হলুদ-সবুজ-লালে নিমজ্জিত বিকেলের আলো
ভালোবাসতে বাসতে ভেসে যাচ্ছে রূপসী জীবন।

ফোন বাজে, আমি আতঙ্কিত,
সন্ত্রাসবাদীরা আমার ভেতর ঘাঁটি গেড়ে
লেখার টেবিল থেকে ক্রমাগত
আমার দূরত্ব বাড়ায়

আমি ঊর্ধ্ববাহু–আত্মসমর্পিত জীবন-পথিক।

কালাধারে উজ্জ্বল বিষাদ

হৃদয়ের কান ছুঁয়ে ছুটে যায় হৃদয়হীনতা
এই ভাবে আর কতদিন শ্যামলতা
আর কতদিন ঝরঝর বারিধারা।

সেই উষালগ্ন থেকে আমার পায়ের নীচে অশ্বখুর
বিষাদকে গেঁথে নিয়ে স্বপ্নের হারপুনে
গভীর অরণ্যপথে অভিযাত্রী আমি।

সহযাত্রীদের কানের লতিতে মুক্তাবিন্দু ঘাম
নিঃশ্বাসে কার্বন
চোখের দ্যুতিতে ভস্মীভূত অভিসারিকা শ্রাবণ
বিকেলের মেঘে নামমাত্র বিষণ্ন কিংকিণী

ঝমঝম বৃষ্টির মাদলে
কাল সারারাত ভেসেছিল গৃহস্থালি
কদম্বের তীব্র গন্ধে ঘরবাড়ি সারারাত
ঝুলে ছিল আকাশের নিকষ সিলিঙে
সে যে কদম্ব-গন্ধ বুঝতে বুঝতে বৃষ্টি থেমে গেছে।

অসর্তকে এমনি হারিয়ে যায় কুচিকুচি চুনি
নিখাদ সারং।

একদিন কদম্বও ঝরে যায়
বাতাসের উৎসে ওঠে খলখল হায়নার হাসি
পায়ের নীচের মাটি বুভুক্ষার মতো অগ্নিগর্ভ
প্রতিটি ধানের শিষ ঘিরে আশঙ্কার ভোজালি বল্লম

বটতলা ঘিরে পুরাণ-কথন থেমে গেছে কবে
সিঁদূরে রাঙানো শিলা, ডাইনি-বিচার
এর সঙ্গে দুনিয়ার শ্রমজীবীদের মেলাবার
বর্ণাঢ্য শপথ

BANGLADARSHAN.COM

মাঠ থেকে ঘরে ফিরে যে যার মায়াবী দর্পণ
খুলে বসে।

হে পথিক কোথা যাও
কোথা যাও পূণ্যার্থী সময়
এখন বাসরে এসো, রাঙা চেলি, বিলোল রজনি
রুক্ষ মাঠ দুঃখ দিয়ে গেছে
এসো, সুখের হিল্লোল দেখ
নপুংসক নৃত্যে ও ঢোলকে।

হিংসা আর রিরংসার ইতিহাস
তোমাকে দিলাম রসকলি
মাথায় উদ্‌গত শৃঙ্গ ঢেকে নাও মালতী-মালায়
বাঘনখ ডুবিয়ে চন্দনে তুলে নাও ভোরের খঞ্জনি
তারপর আদিগন্ত নামাবলি-হাওয়া
তারপর রাজগৃহে রিনিঠিনি গেলাসে গেলাসে
প্রলেতারিও উদ্দাম সন্ন্যাস।

BANGLADARSHAN.COM

এখনো মেঘের স্বপ্নে ঘুম ভেঙে যায়
কখনো প্রণয়-সিক্ত, কখনো তা দাউদাউ শোক
হৃদয়ের ধার ঘেঁষে বন্যায় ভেসে যায় শব
লুঠ হয়ে যায় তার হাতের বাউটি আর
কানের বেশর।

এইভাবে ভেসে যায় উদ্ধত ও অহংকারী দিন
কোথাও অদৃশ্যে নাকি পলি জমে
রক্তের নদীতে নাকি কুঁড়ি মেলছে শ্বেতপদ্ম
অর্ধশতাব্দীর দৃঢ়মূল শাল্মলী-বিশ্বাস
খুঁড়ে তুলছে হন্তারক বলে
পিচমোড়া সারিসারি উদ্ভিন্ন কিশোর
হেঁটে যায় বধ্যভূমিতে।

এ সময়ে ফুল ফোটাবার কথা
এ সময়ে বসন্ত-বাতাসের অধিকার–

জেনে রাখো তার শাস্তি
চোর কিম্বা লাম্পট্যের প্রাপ্য নির্যাতন
তার শাস্তি সামাজিক প্রকাশ্য নিধন।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অহংকারে আমরা জেগে উঠি
আমরা মরে যাই প্রতিক্রিয়াহীন অনুতাপে
সমস্ত বিস্ময়বোধ ঝরে যায় আগ্নেয় ভস্মের মতো
আমাদের মাঠে মাঠে মৃতবৎসা উত্তরাধিকার
আমাদের গৃহকোণে ইতিহাস লজ্জাবতী লতা।

ওরে তোরা কে যাবি পারে
তরী নিয়ে বসে আছে উপবাসী কাল
ঐতিহ্যের মুষ্ঠিভিক্ষা নিয়ে পার করে দেবে।

বাদামখোসার মতো তবু কিছু স্মৃতি
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে
ঝাড়ুদার-হাওয়া তাকে নিঃশেষে ওড়াতে পারে না
এখানে ওখানে চড়ুইভাতির নানা অনুষঙ্গ
পরিত্যক্ত নীল শাড়ি যমুনা-পুলিনে।

আমাদের ক্ষত থেকে উৎসারিত সমূহ বেদনা
সংগ্রহশালায় যত লুণ্ঠনের ধন
আমাদের অর্জনের হিসাবনিকাশ
একদিন কালাধারে রেখে নিরুপায় যাত্রী চলে যাবে
কেননা তখন সব উচ্চৈঃশ্রবা
ভিড়ে যাবে রেসের দৌড়ে
ঐরাবত স্থিত হবে সার্কাস-তাঁবুতে
অর্জিত দাসত্ব নিয়ে কিছু অশ্বতর
নির্বিকার হেঁটে যাবে চড়াই উৎরাই ভেঙে
ক্রমাগত স্মৃতিহীনতায়
আমাদের কালাধার বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকের মতো
মেলার পথের ধারে করুণা কুড়াবে।

BANGLADARSHAN.COM

ভোর থেকে ধুলো উড়ছে অশ্বখুরে
রাণা প্রতাপের ঘোড়া যেমন উড়িয়েছিল
আজ কেউ চেয়ে নেবে স্থবির মার্জনা
তেমন সময় নেই
ডাল ভেঙে ভেঙে চিহ্ন রেখে
ক্রমাগত গভীর অরণ্যে ঢুকে যাওয়া

যদি ফিরে আসি
একদিন যদি ফিরে আসতে পারি!

BANGLADARSHAN.COM

স্বাধীনতা, শান্তি ইত্যাদি

তখন ওসব কথার কোনো অর্থ বুঝিনি
অথচ মাটির উপর উপুড় হয়ে
প্রতিটি ধ্বনিকে তুলে নিয়েছি বুকের মধ্যে
বাড়ি থেকে স্কুল, স্কুল থেকে খেলার মাঠ
এমনি যাওয়া-আসায় যেমন প্রতিটি ধূলিকণা
অন্তরঙ্গ
তেমনি না বুঝেও ধ্বনিগুলি ক্রমে
সন্ধ্যার শাঁখ আর ভোরের আজান হয়ে উঠেছিল

আমাদের সেই হুটোপুটি আর গোষ্ঠীবদ্ধতার দিনগুলি
যখন আমরা শব্দতরঙ্গে সাঁতারু
সেই ধুলোর উপর রক্তের উপর বুক পেতে দেয়া দিনগুলি
যখন সবুজ পাতার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে
ভালোবাসার প্রথম কদম ফুল
প্রতিপক্ষের জোরালো শটের মুখে দক্ষ গোলরক্ষকের মতো
আমাদের সব উদ্‌বেগ যখন রৌদ্র লুফে নিচ্ছে
আমরা অনায়াসে পার হয়ে যাচ্ছি
কপোতাক্ষীর এক-একটা দীর্ঘ বাঁক

আজ খোসার আবরণ খসিয়ে পুষ্ট দানার মতো
ঝিকমিকিয়ে উঠছে শব্দার্থ
বুকের ভিতরের দাহ ভূমিকম্পের মতো
দুলিয়ে দিচ্ছে বিশ্বাসের সংসার
‘দিন যাপনের’ ব্যঞ্জনার্থ যে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো
বিস্মৃত ইমারতগুলি চতুর্দোলায় বয়ে আনা যে
বন্যায় বাঁধ দেয়ার চেষ্টা
তা যখন জলের মত স্পষ্ট
তখন একটা আলোকপিণ্ড সেই অশ্রুনদীতে ভাসতে ভাসতে
দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়
আমাদের সেই সহজ আনুগত্যের ধ্বনিময়তা

BANGLADARSHAN.COM

আর গাঢ় কুয়াশার মতো প্রাজ্ঞ বিষাদ
এসো, আমাদের স্বপ্নের ঘোড়াগুলিকে আমরা
খাদের ধার থেকে সরিয়ে আনি
ভোরের শিশির এখন সকালের রোদে গা সেঁকে নিচ্ছে
আমরা এত ধ্বনি আত্মস্থ করেছি
এত ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রতিমা বানিয়েছি
এসো, এখন ধ্বনি আর তার অর্থকে
আমরা উদার আকাশের নীচে মুখোমুখি বসিয়ে দিই
প্রাজ্ঞ বিষাদকে বলি, এসো, তুমি ফের
ধ্বনিময়তায় প্রসন্ন হয়ে ওঠো।

BANGLADARSHAN.COM

কথারা ফিরে ফিরে

বড়োরা সানাই বাজায়
ছোটোরা ধুয়ো ধরে
উঠোনে বৃষ্টি পড়ে
আকাশে পুতুল-সারি

আমরা গোমুখ্যুরা
এমনিতে ভীষণ খুশি
তার উপর পুতুল পেলে
আমাদের কে আর রোখে

এদিকে বিকেল নাগাদ
মেঘ যেন আরো গাঢ়
ব্যাঙেরা তিলক কেটে
হল সব কীর্তনীয়া

BANGLADARSHAN.COM

আয় ভাই বেড়াতে যাই
জমেছে রথের মেলা
এই নীচে এই উপরে
হুজুরের নাগরদোলা

কাহিনি এ পর্যন্ত
চলছিল গয়ংগচ্ছ
পথে তো কতই খেলা
কেউ চেয়ে দেখছিল না

সখিদের না-ছোড় চোখ
বাসরে ছিদ্রগত
জানতো এ আসরেই
বেহুলা ভাসান যাবে

যত ঝড় ততই যেন
বালকের উন্মাদনা

বড়োরা সানাই বাজায়
ছোটোরা ধুয়ো ধরে

আমাদের অনেক পুতুল
কোনোটা সিংহাসনে
কোনোটা পথের ধুলোয়
কোনোটা বিজন বনে

যাদের অনেক আছে
তারা তো অনেক ফ্যালে
আমাদের পুতুলগুলি
ভাসাব খালে বিলে

যদিও ঘর করেছি
মুখে বদ গন্ধ ছিল
তাছাড়া উঁচকপালি
স্বভাবও ঠিক ছিল না

BANGLADARSHAN.COM

যায়নি তেরাত্তির-ও
কবরে মাটি-ও ভিজে
বড়োরা সানাই বাজায়
ছোটোরা ধুয়ো ধরে

ও সখি আজকে দ্যাখ
চোখে কে ছুঁড়ল বালি
যে দিকে দৃষ্টি পড়ে
কেবলই ভস্ম ওড়ে

খুঁজেছি আকাশ-পাতাল
এ বিষ কোথায় ছিল,
খুঁজিনি সেই গহনে
গোপনে নিজের মনে

কথারা ফিরে ফিরে
কথারা নাগরদোলা

এত যে বৃষ্টি-কথা
কথা কী মন্ত্র হল

এমন ঝড়ের রাতে
আছি বেশ আত্মগত
বড়োরা সানাই বাজায়
ছোটোরা ধুয়ো ধরে।

BANGLADARSHAN.COM

নদী, তুমি জানো

কৃতজ্ঞতা আমাকে ডাকল
তাকে বসতে বলে
চলে যাই নদীর সমীপে
নদী, তুমি জানো কে কতটা সত্যাশ্রয়ী
কৃতজ্ঞতা আমাকে ডেকেছে
আমি ওর সঙ্গে যাব?

সমুদ্রের ডাকে ভোরবেলা
বেড়ালের শব্দহীন পায়ে বেরিয়ে পড়েছি
মুঠোভরতি বালি নিয়ে খররৌদ্রে
শুয়ে আছি প্রাণহীন
                    বালির শয্যায়
শব্দেরও ছুতমার্গ আছে
কবিসভা জুড়ে প্রত্যেকের অদ্বিতীয়
                    অজিন-আসন
আমি কোনো ইশারা বুঝি না
                    কটাক্ষও নয়
অজস্র বৃষ্টির মতো প্রগল্‌ভতা
          একদিন আমাকে ভাসাবে

অপরাহ্নে স্বর্ণাভ রৌদ্র আমাকে ডেকেছে
নদী, তুমি বলো
          আমি ওর সঙ্গে যেতে পারি?

BANGLADARSHAN.COM

অলৌকিক

বাগানের চারদিকে বেড়া দিয়ে বসে আছি
আমি এটুকুই পারি
এবার এগিয়ে আসুক অন্য কেউ
বাগানকে প্রকৃতই বাগান বানাক

কেউ কেউ ক্রমাগত উর্ধ্বে উঠতে থাকে
কুলির মাথায় থাক্ থাক্ ইঁটের মতন
আমি সেই শ্রমটুকু দিতে পারি
বাকি কাজ করবে স্থপতিরা

মালী কিংবা বাস্তুকার হতে
কতটুকু মেহনত লাগে
বস্তুত সেসব কোনোদিন বাজিয়ে দেখিনি
আমি এই দিব্য আশা নিয়ে আছি–

আমার ভেতর থেকে কোনো একদিন
উঠে আসবে সাজানো বাগান
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ভেতর বাড়িতে দেখব
আলো জ্বেলে বসে আছে অলৌকিক চাঁদ

তারপর বন্যা কিংবা খরা
আর আমার কিছুতেই যায়-না আসে-না।

BANGLADARSHAN.COM

অসমাপ্ত পুতুলেরা

তোমাকে বাইরে থেকে যত অনাবিল মনে হয়
তুমি তার ধারেকাছে নও
তোমার মাথার ঘাম পায়ে না পড়তেই
বুঝে যাও—ধুত্তেরি, কার জন্য এত সব
ওই তো যেখানে শিমুল ফুটেছে
যেখানে ক্লান্তিতে সূর্য ডুব দিচ্ছে অরণ্য-গহনে
কে জাদু ছড়ালো কে জানে
ওখানেই যেতে চাইছ তুমি।

অথচ নিজেই জানো
তোমার ভিতরে কোনো তত্ত্ব নেই
শরৎ বসন্ত তোমাকে নাড়াতে পারেনি
তুমি সন্ন্যাসীও নও
পৃথিবী তোমার কাছে জীর্ণ বস্ত্র নয়
তথাপি নির্জনে কেন যেতে চাও।

BANGLADARSHAN.COM

আসলে অনেক দিন এঘর-ওঘর করেছ
কোথাও স্নানের জন্য এক বালতি
জলও মেলেনি
এ-উঠোন ও-উঠোন করে দেখেছ যে যার
নিজের জন্য কুমড়ো ঝিঙে বদান্যতা
ফলিয়ে রেখেছে
কারুরই এতটুকু উদ্‌বৃত্ত থাকে না
দেয়াল ফাটিয়ে যে জানলা বসিয়েছ
চেয়ে দেখছ তারও ওপাশে আর একটা দেয়াল
কারাগার ভেঙে গড়ে তুলছ আরো বড় বন্দিশালা
ভূমিস্তর খসাতে খসাতে পলাতক ইঁদুরের মতো
ঢুকে যাচ্ছ আরো গূঢ় সংস্কারে।

বাতাস এমন তীক্ষ্ণ সব কথা ছিঁড়ে কুটিকুটি
চালের খড়ের মতো দুর্বল বিশ্বাস
থাবা মেরে ঘূর্ণি নিয়ে গেছে
অঝোর বৃষ্টিতে চারদিকে দেয়াল পড়ার শব্দ
এখন সময় নয় মদ্যপকে ডেকে
প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাবে
সংঘবদ্ধ নিঃসঙ্গতা তোমাকে টানছে ভীষণ
ভাঙা ঘর ভেঙে আকাশ-আঁচড়ানো বাড়ি
তুলবে ভেবেছিলে
কী একটা ছন্নছাড়া বাতাস এল যে
বাজিয়ে গগন-ভেরি তোমাকে ডাকল যেই
পা বাড়ালে চৌকাঠ ডিঙিয়ে
অসমাপ্ত পুতুলেরা পড়ে রইল
পড়ে রইল রঙিন কাগজে আঁকা তৃষ্ণার্ত পুকুর
দুপুরের ঘূর্ণিলাগা আমতলা
বাবলা আর আশস্যাওড়ার কৈশোর।
BANGLADARSHAN.COM

নিতান্তই আত্মগত তুমি
কে জানে কোন্ শিহরণ
তোমাকে এখনো জাগিয়ে রেখেছে!

বাক্-প্রতিমা

ভেতর বাড়ি বিরাট উঠোন
বাইরে কেবল এক চিলতে জমি
যা আছে তা অন্তরালে থাক
লোকে জানুক ভীষণ সংযমী

আমি হলে হাওয়ার জন্য
          খোলা রাখতুম সদর
বেঁধে রাখতুম বাঘের মতো কুকুর
এ সব দেখে অন্তরালের ছবি আঁকত যারা
তারা ঠকত। দমবন্ধ ভেতর বাড়ি
গনগনে এক সতীদাহের দুপুর

ক্ষীরের বাটি উপুড় করা চাঁদ উঠেছে যখন
সম্মোহন তো স্বতঃসিদ্ধ ঢাকবে চরাচর
কে যায় পথে, কে যায়, তুমি ভেতর কিংবা বাহির

আমি তোমার বাক্-প্রতিমা
          ঝনঝনিয়ে ভাঙল কণ্ঠস্বর।

BANGLADARSHAN.COM

শাশ্বত জ্যোৎস্নায়

যে যন্ত্রণা সকলের
তাকে আমরা গতানুগতিক যন্ত্রণা বলি
কেউ তাকে নিয়ে শ্বেতপাথরের জ্যোৎস্না দেখতে যায়
কেউ চিতার কাঠ খুঁজতে খুঁজতে
যান্ত্রিক চুল্লিতে নেমে আসে

আনন্দের কোনো গতানুগতিকতা নেই
শাল বনের ছায়ায় যে যার টিফিন-বাক্স খুলে
খেতে বসে
যাকে আমরা পারণ বলি, তাই
মোমবাতির আলোয় যেমন কিশোরীর মুখ
ছায়ার মধ্যে তেমনি জ্যোতির্মণ্ডল
প্রতিমুহূর্তে আলো-ছায়ার অপার্থিব খেলা

BANGLADARSHAN.COM

আনন্দ থেকে যন্ত্রণা
এবং যন্ত্রণা থেকে আনন্দ বাছতে বাছতে
নদীমুখ ছেড়ে বহুদূর চলে এসেছি
কোজাগরি জ্যোৎস্না ছাড়া
এখন আর কে খুঁজে দেবে
কোথায় যন্ত্রণা
আনন্দই-বা কোথায়!

যখন আমি বাইরে এলাম

গুহার মধ্যে সমস্ত দিন লুকিয়ে ছিলাম
সঙ্গোপনে দগ্ধ হতাম ভীষণ জ্বরে
শুশ্রূষাকে বসিয়ে রেখে গুহার মুখে
একক আমি দগ্ধ হতাম সমস্ত দিন

পাথর ঠেলে আমি যখন বাইরে এলাম
তখন সন্ধ্যা সিংহাসনে
তার মুকুটে জোনাকিদের মুক্ত-মালা
পায়ের কাছে রহস্যময় হিজিবিজি

যখন আমি দিনের বেলায় গুহায় ছিলাম
দেখতে পাইনি রৌদ্র হাওয়ার তাথৈ নাচ
দিন পেয়েছে অনিবার্য সান্ধ্য-স্বভাব
জ্বরের ঘোরে মাথার মধ্যে জোনাকিরা

দিন খুঁজতে যখন আমি বাইরে এলাম
সারা আকাশ রহস্যময় হিজিবিজি।

BANGLADARSHAN.COM

ফেরা নিজের দিকে

তুমি ধ্রুব জেনেছিলে তোমাকে ফেরাবে কেউ
সামনে কোনো গন্তব্য ছিল না
তবু নিরুদ্দেশে হেঁটে গেছে
পিছনে সর্বস্ব ছিল তবু তুমি পিছনে ফেরোনি
তুমি জানতে অচিরেই তোমাকে ডাকবে কেউ
—ফিরে এসো
বাতাসের দিকে কান, দৃষ্টি নিরুদ্দেশে
ভারি পা অনিচ্ছায় ওঠে-নামে
পিছনে ডাহুক ডাকে সামনে ঠা-ঠা রোদ
তুমি ক্রমে ঢেউ-এর মাথায় মুহ্যমান
চলে যাচ্ছ না-ফেরার দিকে

অথচ তুমিই নিজে সবুজ নিশানা জ্বেলে
বসে আছ অস্তিত্বের প্রত্ন-উপকূলে।

BANGLADARSHAN.COM

এই শেষ প্রবঞ্চনা

নিয়ে যাক যা ওর থলিতে ধরে
দু-হাত বাড়িয়ে যতদূর ছুঁতে পারে সব নিক
ওর দৃষ্টি ছুটবে যত পথ সব ওর
তৃষ্ণার ভিতরে যত জলরাশি তাও নিক

বীজ নিক শস্য নিক
বশিষ্ঠের শঠতায় শুষে নিক জল
অগ্নি থেকে হরণ করুক শৌর্য
বর্ষা থেকে মেঘমেদুরতা

প্রেম নিক প্রজ্ঞা নিক
আঁস্তাকুড় থেকে স্নেহের উচ্ছিষ্ট খুঁটে নিক
শ্মশানের চুল্লি থেকে শোক আর
পদ্মপাতা থেকে অস্থিরতা

মোহিনী-বঞ্চনা কুড়িয়ে
চলে গেলে প্রগল্‌ভ ভিখারি
অকপট রবিশস্যে ভরে দেব পরিচ্ছন্ন মাঠ
দার্শনিক সুধারসে বারবার
প্রতারিত হবে না সময়।

BANGLADARSHAN.COM

স্বাতী নক্ষত্রের জল

এপাশে প্রতিমা ভাসে ওপাশে উষ্ণীষ
মাঝখানে বাউণ্ডুলে শিস
বেজে ওঠে জগঝম্প
রাজকীয় দৃশ্যাবলি ভাসে
বিমূঢ় বাতাসে
একদিকে সন্ধ্যা নামে
অন্যদিকে জামদগ্ন্য ক্রোধ
এইভাবে সব প্রতিশোধ
একদিন জলে কিংবা আগুনে বর্তায়
কালের অমোঘ জিভ সব লুঠে খায়
যত প্রাজ্ঞজন
অতঃপর পঞ্চমুণ্ডী করেছে শরণ
নক্ষত্রের জল পেলে জেগে উঠবে শমীবৃক্ষে
আজ্ঞাবহ বিচিত্র মরণ
উত্তরে ত্রিশূল নাচে দক্ষিণে পবন
চক্রের আবর্তে নাচে নীল হুতাশন

স্বাতী নক্ষত্রের জলে দোলে শঙ্খবিষ
এপাশে প্রতিমা ভাসে ওপাশে উষ্ণীষ।

BANGLADARSHAN.COM

রক্ত, স্বরূপে

বেদনার কোন্ রং
সে কি রক্ত লাল
অনুরাগ, তার কোন্ গোত্র বর্ণ
তারও মুখে সর্বদা কি রক্ত-বিচ্ছুরণ!

প্রতারণা থেকে প্রাপ্তি এই দীর্ঘপথ
দুঃখ-শোক-আনন্দ বিন্যাসে
বারবার ‘রক্ত’ ফিরে আসে
তার বেশবাস চরিত্র ও দার্শনিকতাকে
নাটকের মতো বদলে যেতে দেখি
জন্ম থেকে মৃত্যু এই চক্রপথ
কোথাও পলাশ-লাল
কোথাও তা সূর্যাস্তের ত্যাগী অহংকার
ফিরে আসব ফিরে আসব বলে
যে রক্ত একদিন প্রব্রজ্যায় চলে যায়
সে আর ফেরে না
সূর্যস্তব-রণডঙ্কা-খঞ্জনী বাজিয়ে
পরিপার্শ্ব জুড়ে রক্ত বহে যায়
তবু আমরা চিরন্তন রক্তকে চিনি না।

BANGLADARSHAN.COM

গিলোটিনের পাঁচালি

১

ঘুম ভাঙিয়ে কানের কাছে চেঁচায় কারা
যত সব মিটমিটে ডান হতচ্ছাড়া

রানিমা, ওরা সাঁ-কুলোত, হাড়হাভাতে
চোখ রাঙিয়ে রুটি চাইছে দুপুর রাতে
জানলা জুড়ে ঠিনঠিনাঠিন
বাজনা বাজায় গিলোটিন
আমি মারি আঁতোয়ানেত, দেশের রানি
কি দুঃসাহস, আমার ঘরে রাহাজানি

বে-আক্কেলে, কেন ওদের রুটির বায়না
রুটি নেই তো কেন ওরা কেক খায়না
রাত দুপুরে ঠিনঠিনাঠিন
বাজনা বাজায় গিলোটিন
মণ্ডা মিঠাই, যা খাবে রাজ-রাজন্য
তোদের জন্ম জিভ ঝুলিয়ে দেখার জন্য

ছিনিয়ে নেবার নাম যদি হয় যুদ্ধ
রাজার কোপে মরবি গুষ্টিশুদ্ধ
ভাগ্য হাসে রিনঠিনাঠিন
বাজনা বাজায় গিলোটিন

২

চোখ-বাঁধা ষোড়শ লুই মঞ্চে উঠে যায়
ঘাতকেরা গিলোটিনে বাজনা বাজায়

সদ্যবিধবা রানি গারদে কাটায়
ঐশ্বর্য ভাঙে গড়ে জোয়ার-ভাটায়

খিদের জ্বালায় রানি শোক ভুলে যায়
বাতাসে রুটির গন্ধ চেটেপুটে খায়

BANGLADARSHAN.COM

ভিখারি রানির দুঃখে আহা মরিমরি
সেলাম বাজাতে ভোলে রাজার প্রহরী

অবশেষে মহারানি মঞ্চে উঠে যায়
সাঁ-কুলোত গিলোটিনে বাজনা বাজায়।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতার সময়

(শিশির সামন্ত, প্রীতিভাজনেষু)

কাল রাতে রক্তেধোয়া কবিতা লিখেছে কবি
তার আগে অস্থিরতা ওকে চিবিয়ে খেয়েছে
রাজপথ ক্রমাগত ঢুকে যাচ্ছে নিরন্ধ্র গলিতে
হাতের সবুজপত্র কোন্ অন্ধকারে ফেলে যাবে
শিরাবাহী অগ্নিকণা স্নান সারবে খণ্ডসরোবরে

কবি তার বোধিমূল থেকে
একে একে খুঁড়ে তুলছে স্থিতধী দর্পণ
ডমরু কৃপাণ
এরা কি সমস্ত দিন অর্জুনের ক্লৈব্য আর
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ কুড়াবে
এরা কি এখন থেকে বেছে নেবে ত্রিশঙ্কু-সন্ন্যাস

BANGLADARSHAN.COM

রাতের আকাশ চেপে বসছে বুকের উপরে
এ-সময়ে না এলে কবে আর আসবে কবিতা
জলপটিদেয়া জ্বরে কাল সারারাত জোয়ারে ভেসেছে
প্রদাহে প্রবাহে কাল রাতে
স্ফুলিঙ্গের মতো কবিতা এসেছে

ঝলকে ঝলকে কিছু কবিতার রক্ত উগরে দিয়ে
আসন্ন সংকট কবি কাটিয়ে উঠেছে।

ক্ষমা, অমরত্ব ইত্যাদি

ঘাতক যাঁকে যন্ত্রণা দিতে দিতে মারে
তাঁর কাছেই আমাদের অমরত্বের প্রার্থনা

ভিক্ষা দিয়ে যারা পুণ্য কিনে নেয়
তাদের মুখে মুখে দরিদ্র একদিন নারায়ণ

সহস্র মানুষের মধ্যে তিনটি বুলেট যাঁকে হত্যা করে
'হায় রাম' বলে সেই সমবেত কিম্পুরুষদের
তিনি ক্ষমা করে যান

ক্ষমা আর অমরত্বের ক্লীব অহংকার নিয়ে
রক্ত-স্রোতে ভাসতে ভাসতে ইতিহাস
পুরাণ-কাহিনির ঘাটে চলে যায়

কেননা সব হননই কালক্রমে বোধিবৃক্ষ হয়ে ওঠে।

BANGLADARSHAN.COM

নিঃশব্দের জাদু

চিরুনি থেকে ময়লা বাছার মতো
একে একে পাপগুলোকে বিদায় করছিলেন করুণাময়
বিদায় না সঞ্চয়, তা ঈশ্বরই জানেন

আমরা ফিরে ফিরে দেখছি
ট্রামের তারে-বসা সারিসারি দাঁড়কাকের মতো
বেপরোয়া বিকেলের যাই-যাই আলো

হয় এখুনি না-হলে কখনোই নয়—এই বলে
বাঘের থাবার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বসন্ত-বাতাস
তৎক্ষণাৎ বিমর্ষতাগুলি জুঁই হয়ে গেল

যাদুকরের সাকরেদের মত নিঃশব্দে
আমরা সারাক্ষণ জাদু-আরশি খুলে
জুঁইকে বিমর্ষতা আর বিমর্ষতাকে
জুঁই বানিয়ে যাচ্ছি।

BANGLADARSHAN.COM

আবহমান

তুলি যেমন ধীরে ধীরে একটা দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে অথবা একটা মুখ, আমি চেয়েছিলাম তেমনি করে সমস্ত নিস্ফলা গহ্বর মাটিতে ভরে যাক। অবনত মেঘকে বৃষ্টির জন্য ডাকি না, তাকে বলি কালো রেখাগুলি আরো স্পষ্ট করো। ভালোবাসা নিয়ে আমি কি ফুলদানি সাজাব! আমি চেয়েছিলাম শাখায় শাখায় জড়িয়ে ভালোবাসা একদিন দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে দেবে। মেলার মাঠে মুখোশের মতো ছড়িয়ে আছে অজস্র সদিচ্ছা। তুলে নিয়ে মুখ ঢাকলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যায় অনাবিল বাতাস। আমি চেয়েছিলাম বহুরূপীর পিছনে যেমন উৎফুল্ল শিশুর দল, জীবনের পিছনে তেমনি ছুটুক সময়। তারপর পাপড়ি খুলে খুলে গর্ভকেশর চেনাও, কেউ তাকে হনন বলবে না। জ্যোৎস্নায় আরশিতে মুখ তেমন করে ফোটে না। মানুষের নিস্পৃহ আলোয় মানুষ কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। হৃদয় চেয়েছিল উত্তাপ দিয়ে আত্মম্ভরি বরফ গলাবে। সে কাজ এখন স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে আগ্নেয়গিরি। শিশিরকে বলেছিলাম পদপাতগুলি ধরে রাখতে। উঠোন নিকানোর মতো রক্ত মুছে ফেলছে শিউলির পায়ের ছাপ।

তথাপি শ্বেত পদ্মের উপর বসে আমাদের প্রজ্ঞা আবহমান মন্ত্রোচ্চারণ করে যাবে–সমস্ত বসন্ত ক্ষত মসৃণ হোক, জ্যোতির্ময় হোক মাটি ও মমতা!

BANGLADARSHAN.COM

পাপ-পুণ্যের কড়চা

যে পোড়াচ্ছে খরায় সেই ডোবাচ্ছে জলে
মা বলত—পাপের শাস্তি এমনি করেই ফলে

কার পাপ মা কার পুণ্য
পরকালের ভাঁড়ার শূন্য

মাথার মধ্যে ডিগবাজি খায় জ্যান্ত ইহলোক
লোক ডাকছে লোক জমাচ্ছে সার্কাসি ঢোলক

যে শোনাচ্ছে ওঁ শান্তি সেই জ্বালাচ্ছে চিতা
যিনি রাখেন অনাহারে তিনিই পরম পিতা

বাইরে ধ্বনি ‘ধন্য ধন্য’
ঘরের আওয়াজ—‘কি জঘন্য’

ভালোবাসাও রপ্তানি হয় আমদানি হয় বিচ্ছু
সেলাম বেচে সেলাম কেনা, আর মেলে না কিচ্ছু

BANGLADARSHAN.COM

হাড় পুড়িয়ে সার, প্রেম পুড়িয়ে কয়লা
নীতির দুধে জল মিশিয়ে রাষ্ট্রনীতির গয়লা

জানার যিনি তিনিই জানেন
জ্ঞানীকে তো সবাই মানেন

অজ্ঞানীরা সাঁতার কাটে ভক্তি-বানের জলে
মা বলত—পাপের শাস্তি এমনি করেই ফলে।

মুগ্ধতা, অতঃপর

জল দেখি
তৃষ্ণাকে দেখি না
শুধু ছলাচ্ছল শুনি

অগ্নি-শিখা
দহনে টানেনি
উজ্জ্বলতা টেনেছে ভীষণ

মোহিনী অর্গল খুলে
একদিন জল ডাকলো
আয়, তোকে পিপাসা দেখাই

হাত ধরল অগ্নি-শিখা
তুমি কি ভ্রূণের শিশু
দহন জানো না

BANGLADARSHAN.COM

জলকে দেখি না আর
কণ্ঠলগ্ন
উলঙ্গ পিপাসা

আগুনও দেখিনা
তার ঝিকিমিকি দাঁত
ছিঁড়ে খায় লজ্জার বল্কল।

ফোটেনি মমতা

ফুটেছিল অঢেল মমতা
গাছে গাছে এবং শয্যায়
নুয়েছিল তার কিছু ডাল
সসম্ভ্রমে অথবা লজ্জায়

অন্তরালে অবশ্যই কেউ
এইসব দেখে ফেলেছিল
তা না হলে ভুবন কাঁপিয়ে
কেন মেঘে ডঙ্কা বেজেছিল

স্তব্ধতাকে কেন খেয়েছিল
কুরে কুরে শব্দের করাত
মেতেছিল পাশব-শৃঙ্গারে
শৃঙ্গী এক বাইসন রাত

চুম্বনের শব্দ শুনে বঁধু
রিরংসায় উথালপাথাল
গাছে গাছে ফোটেনি মমতা
নুয়েছিল শুধু শূন্য ডাল।

BANGLADARSHAN.COM

যুদ্ধ থেকে ফিরে

নামিয়ে দিলাম জীবনব্যাপী জেহাদ
রাখো আমার হাতের উপর হাত

রক্ত-নদী সাঁতরানো কি সহজ
রাখো আমার হাতের উপর হাত

নিজের মোহে যখন মহিয়সী
রাখি তোমার হাতের উপর হাত

তপ্ত অশ্রু গলায় অগ্নি-শিলা
রাখি তোমার হাতের উপর হাত

কে জানতো জ্যোৎস্না সর্বনাশী
রেখেছিলাম হাতের উপর হাত

মোমের মতো গড়িয়ে পড়া সময়
এবার রাখব তোমার হাতে হাত।

BANGLADARSHAN.COM

নিজের সঙ্গে আঁতাত

যে উনুনটা নিভছে, তাকে
উস্‌কে দিচ্ছে হাওয়া
বাড়ি থেকে পা বাড়াবার
নাম রেখেছি যাওয়া

যান না, দেখুন খুঁজে পেতে
বয়েসকালের যাঁতায়
কে কতটা চূর্ণ হয়ে
হিসেব রাখেন খাতায়

কে কতটা খেলিয়েছেন
কিংবা খেলে ধন্য
কেউ কি আর লিখে রাখবে
আত্মঘাতের জন্য

আহা, এমন বুদ্ধিমানরা
সন্ধেবেলার কুলোয়
ভক্তিভরে কুড়িয়ে রাখুক
নিজের পায়ে ধুলো।

BANGLADARSHAN.COM

একান্ত পার্থিব

রক্ত তার স্বাদ নিজেই জানে না
আতংকিত রমণী জানে না
রমণীয় অন্ধকার কাকে বলে
বৃষ্টি আর বাতাস জানে না
তাদের মিলিত শৌর্যে
অনিবার্য ধ্বংস মিশে আছে
বিষ-নীল অহংকার ভুলে
মিথুনের সাপ চিত্রার্পিত
বাঘ আর হিংস্রতা সমার্থক–
এই অভিজ্ঞান বাঘেদের নেই
মানুষ জানে না মানুষের ঘোর শত্রু
মানুষ নিজেই

BANGLADARSHAN.COM

এসব অজ্ঞতা যতদিন আছে
মাটি ছেড়ে কে আর
স্বর্গীয় উদ্যান খুঁজতে যাবে!

অভিসারে কালনাগিনি

গা ছমছম মেদুর আকাশ
থমকে আছে নিশীথিনী
কোথাও কি কেউ জেগে আছে
পা টিপে যায় কালনাগিনি

কণ্টকিত পিছল পথ
অন্ধকারে প্রেম-ডাকিনী
মঞ্জীরে বাঁধ জরির নিচোল
পা টিপে যা কালনাগিনি

বাতাস দিচ্ছে ভ্রষ্ট বাতাস
ঘাঘরা উড়ছে কলঙ্কিনী
ফণার উপর পদ্ম-চিহ্ন
ঢেকে রাখিস কালনাগিনি

BANGLADARSHAN.COM

মধ্যঘুমে রুনুরঝুনুর
এ শৃঙ্খল, না কিংকিণি
বজ্রমানিক চোখ ধাঁধালে
প্রেমিক ভাবল উন্মাদিনী

হনন যখন গগন ছেয়ে
জাদু দেখায় এক ভামিনী
খণ্ডিত জিভ রঙ্গে ঢেকে
চুম্বনে যায় কালনাগিনি।

আর্তনাদ এবং কসাই

কিছু শস্য খরায় খেয়েছে
আর কিছু অন্তর্জলি-ঘাটে
এইভাবে ক্রূর রথ পিষ্ঠ করে দিয়ে গেছে
          সসাগরা সাজানো সংসার

কখনো অর্জিত হাহাকার পুঞ্জীভূত করে
তৈরি হচ্ছেন রামধনু, মেঘের প্রাসাদ
          এবং কখনো ধারাজল
ব্যর্থ অভিযাত্রীরা যেমন ভোরের স্বপ্নে
          অক্লেশে চড়াই ভাঙে

এক মুষ্ঠি অনুরাগ কোথাও জমানো ছিল
মুঠি জানত একদিন কেউ তার খোঁজ পাবে
প্রত্ন অন্ধকার থেকে হিংস্র আলোয় এনে
অকস্মাৎ কেউ তার চোখের বাঁধন খুলে দেবে

প্রণয়েরও নিজস্ব দর্পণ আছে
প্রতিফলনের আলো একাগ্নীর মতো ক্ষিপ্র
                    এবং সফল
এক হাতে হাহাকার, অন্য হাতে নির্মম দর্শন বেঁধে নিয়ে
দর্পণ চলে গেল প্রকৃতির বিচারশালায়

মুক্তি পাবে—এই আশা নিয়ে
দুই প্রতীদ্বন্দ্বী মুখোমুখি বসে আছে
          আর্তনাদ এবং কসাই
দু-জনেই সমান অভাবী।

BANGLADARSHAN.COM

মেঘ-ডমরু ফিরিয়ে দাও

এই এখানে সবুজ আলো, ওই ওখানে নীল ফোয়ারা
স্বপ্নদেখা টি, ভি, স্ক্রিনে পিছলে যাচ্ছে সেকেণ্ড ঘণ্টা
রক্ত-বাহী শিরায় বইছে বৃহন্নলার ছদ্ম-সজ্জা
সব মুছে যায় রামায়ণের, পর্দা জুড়ে লঙ্কা-দহন

যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পথে লুঠ হয়ে যায় স্বয়ং রথী
চৈতক আর উচ্চৈঃশ্রবা ট্রিপল টোটের নতুন হিরো
এই এখানে চেরাগ ছিল, ওই ওখানে পঞ্চ-প্রদীপ
আজান এবং শঙ্খ ঘণ্টার যুগলবন্দী সন্ধ্যা ছিল

রথের চাকার দুঃস্বপ্ন টুকরো করছে জ্যোৎস্না রাত
এখন মারণ-উচাটনে লাল হয়ে যায় নদীর জল
বুক ফুলিয়ে বেড়ায় শৃগাল, সিংহেরা সব গুহাহিত
অথবা এক দাস-সদাগর সকল প্রজা কিনে নিচ্ছে

ও ফোয়ারা, সবুজ আলো, শরীর-ডোবা নরম কুশন
প্রতিবাদের মেঘ-ডমরু আবার তোমার ফিরিয়ে দাও।

BANGLADARSHAN.COM

নীলাম্বর

নীলাম্বর চাষে গেছে
ওর বাড়ি অরক্ষিত
নীলাম্বর ঘরে ফিরলে
ওর জমি একলা হয়ে যায়।

এই দুই নারী নিয়ে
তারাঘেরা রাতে তুই
কি করে ঘুমাস, নীলাম্বর!

দরজায় শিকল তুলে
তোকে ওরা পুড়িয়ে মেরেছে।
শিকল বাইরে ছিল
তা-না-হলে বলা হত
আত্মঘাতী হয়েছিস তুই।

এক নারী নিয়ে গেছে লুঠেরায়
আর এক নারীকে বুকে
দিনে রাতে
নখে শান দেয়
সন্ন্যাসী শৃগাল।

BANGLADARSHAN.COM

আধাআধি অধীশ্বর

এক-শো প্রেতের সঙ্গে যুদ্ধে মেতেছিল এক-শো মানুষ
মানুষের হাতে কোনো আয়ুধ ছিল না
অথচ প্রেতের হাতে নখ ছিল, বিষদাঁত ছিল
আর ছিল শক্তিমত্ত লেলিহান জিভ।
প্রেত কিছু জাদু জানে, মানুষ জানে না
সেই জাদুবলে প্রেত মানুষের রূপ নিতে পারে
সম্পূর্ণ বাতাস হয়ে ঢুকে যেতে পারে
অপ্রস্তুত মানুষের নিশীথ শিবিরে
জেনে নিতে পারে শস্ত্রশালা–
আঁতিপাঁতি হৃদয় বিন্যাস
সর্বোপরি, প্রেত মানুষের সহায়তা কেড়ে নিতে জানে।

এই ভাবে যুদ্ধ বেশ জমে উঠেছিল
ক্রমাগত পিষ্ট হতে হতে মানুষ একদা প্রাজ্ঞ হল
তার হাতে নখ হল, দাঁতে হল বিষ
জিভে এসে বাসা বাঁধল স্বয়ং শয়তান।

প্রেতের সমস্ত বিদ্যা মানুষের অধিগত হলে
সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে প্রেত এল মানুষের কাছে
নিশান উড়িয়ে যুদ্ধ বন্ধ হল।

অতঃপর প্রবৃত্তির রাজ্যপাটে আধাআধি অধীশ্বর
প্রেত ও মানুষ।

BANGLADARSHAN.COM

একটা চাবি

আমার হাতে ধরিয়ে দিলে একটা চাবি
কে জানত ওই চাবির কোনো মানেই নেই
কারণ, খোলা হাজার দরজা আছড়ে পড়ছে
ভিত ফাটিয়ে বটের শিকড় নিজের দাবি
লটকে দিচ্ছে এই প্রাসাদের কঙ্কালে।

কঙ্কালে কি জীবন থাকে! ভাঙছে গড়ছে
উদয় অস্ত মনোহরণ শূন্যতা
আমার হাতের চাবি এখন ইচ্ছে মাত্র
আশার পরিবর্তে বইছে আশঙ্কা।
আমার হাতের চাবি এখন দিবারাত্র

দরজা খোলার ইচ্ছেটুকু পোষণ করা
বিচরণের ক্ষেত্র যখন যত্রতত্র
ভীষণ খরা
চিবিয়ে খাচ্ছে বুকের গোপন সবুজপত্র।

যখন বাড়ির হাজার দরজা আছড়ে পড়ছে
আমার হাতে ধরিয়ে দিলে কিসের চাবি!

BANGLADARSHAN.COM

অপরাহ্নের আলো

অফিসে কাজের মধ্যে
গতকাল প্রবোধের হৃৎপিণ্ডে
মৃদু একটা ঝড় উঠেছিল
হাসপাতাল ও ডাক্তারের হাত ঘুরে ঘুরে
প্রবোধ বিশ্রাম নিচ্ছে এখন বাড়িতে।

আমরা ওকে দেখতে গেছি।
প্রথম যৌবনে আমাদের হৃদয়বেদনাগুলি
আমাদেরই আজ্ঞাবহ ছিল
কখনো তাদের বসিয়েছি চৌরাস্তায়
কখনো বা সংগোপনে ভিতর বাড়িতে।

প্রবোধের অসুস্থতা
বহুকাল পরে আমাদের একত্র করেছে
কথায় কথায় উঠে এল
পিছনের তিরিশ বছর
শরতের এই সন্ধ্যা জুড়ে
তিন জনে বসে ছুঁড়ে দিচ্ছি
মুঠো মুঠো অন্ধকার, মুঠো মুঠো আলো।

শোকার্তের মতো একজন বলে উঠল—
জানো, এ বছর বিদিশারও পঁয়তাল্লিশ হল।
বল কি হে—আর্তনাদ করে উঠল
আর এক স্মৃতিরোমন্থক।
প্রবোধ আবৃত্তি করল—
বিদিশারও পঁয়তাল্লিশ হল
আহা, তবে বেঁচে থাক
এই প্রৌঢ় হৃদয়-বেদনা!

BANGLADARSHAN.COM

শতাব্দীর সমান বয়সি

[১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ শ্রীযুক্ত গোলাপ হালদার পঁচাশিতে পা দিলেন]

যেন এক বৃক্ষশীর্ষ থেকে পৃথিবীকে দেখা
কে কোথায় গোষ্ঠীবদ্ধ কে কোথায় একা
রূপনারাণের কূলে
কখন প্রকৃতি-মগ্ন শাদা কাশ ফুলে
কখন উঠেছে ঝড়
ঘরের ছাউনি থেকে উড়ে গেছে খড়
আনন্দিত সময়ের
কাকে যে বন্যায় ভাসায়
আর কে বন্যার পরে সুফলা আশায়
বসে থাকে
বৃক্ষশীর্ষ এই সব দৃশ্য ধরে রাখে।

BANGLADARSHAN.COM

মাটির গহনে যার সন্ধানী শিকড়
সেই বৃক্ষ দিতে পারে মাটির খবর
তাই শুনে অভিজ্ঞ কৃষক
এঁকে রাখে সময়ের ছক।

হাতে নিয়ে ক্ষুরধার কলমের অসি
বৃক্ষ এই শতাব্দীর সমান বয়সি।

কে জাগে

শ্মশানে শোকার্ত জাগে
ধ্বজা তুলে জাগে কাপালিক
আকাশে শকুনি জাগে
সরীসৃপ জাগে জ্যোৎস্না রাতে
কে জাগে এখানে
মানুষ কোথায় জেগে থাকে!

তাৎক্ষণিৎ ভাবাবেগে
মানুষেরা মাঝে মাঝে ঘুম থেকে ওঠে
গুহা থেকে জনপদ থেকে
ছদ্মবেশ খুলে রেখে
ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষেরা পথে নেমে আসে:
অনাবৃত অবিচ্ছিন্ন সন্তপ্ত মানুষ।

BANGLADARSHAN.COM

অতঃপর নৈসর্গিক সম্মোহনে
বায়ুস্তরে বৈরাগ্যের ধূলিকণা থেকে
মানুষের অন্তর্লীন নিঃসঙ্গতা থেকে
সূক্ষ্ম আবরণ মানুষকে ঢেকে ফ্যালে
পায়ে পায়ে মানুষেরা ফিরে যায়
সবচেয়ে অরক্ষিত নিজের গুহায়।

শিয়রে মৃত্যুকে রেখে
নিরুদ্‌বেগে সম্মোহিত মানুষ ঘুমায়।

কবির যুদ্ধ

কবি সারাদিন যুক্তি ও পরিসংখ্যান দিয়ে
বক্তৃতা করেছে
কবি সারাদিন ঘুরে ঘুরে মেরেছে পোস্টার
কবির মগজে ক-টা পাখি
সারাদিন তীক্ষ্ণ নখে মানচিত্র এঁকে গেছে
কি করে বিষাদ নামবে শত্রুর শিবিরে।

শ্রান্ত কবি সন্ধ্যাবেলা জানলায় বসেছে
সামনে ডিঙির মতো চাঁদ
ভেসে যাচ্ছে সাদা মেঘ
সদ্যথামা বৃষ্টির ভিজে হাওয়া
কোথাও ফুটেছে ঠিক কদম্ব-কেশর।

কবির মগজে সেই হিংস্র পাখিরা
তৈরি হচ্ছে
কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে কবির খাতায়
অবিকল সেই ভাবে
যেমন কবিকে তারা
সারাদিন ব্যস্ত রেখেছিল।

BANGLADARSHAN.COM

বেঞ্জামিন মোলয়েজ

কে তাকে ডেকেছে?
মৃত্যু?
মৃত্যু কি কাউকে ডাকে
জীবন ঘোষণা করে ভোরের মোরগ।

কিন্তু কেউ ডেকেছিল তাকে
সে-ই তাকে দিয়েছিল কবিতার সুতীক্ষ্ণ বল্লম
বলেছিল—ওই দ্যাখো বর্ণান্ধ শ্বাপদ
রক্তের ভিতরে যে সারি সারি বাতিস্তম্ভ
সেই পরম্পরা ছুঁয়ে
সাত দশক আগের এক অক্টোবর
তাকে বলেছিল—
দাস্যের অধিক কোনো গ্লানি নেই
সেই কণ্ঠস্বরে ছিল সমুদ্র-গর্জন
শিকল ভাঙার ঝনৎকার।

কীভাবে ঝলসে ওঠে জীবনের গান
কেউ তা জানে না
কে জানত—আর এক অক্টোবরে
বেঞ্জামিন মোলয়েজ
ফাঁসি কাঠে গড়ে তুলবে
আফ্রিকার বিজয়-তোরণ!

BANGLADARSHAN.COM

সহসা স্বদেশ

প্রাণ-বায়ু যখন কণ্ঠায়
মুমূর্ষুকে ঘিরে
বসে আছে সাত মহাপ্রাণ–
মাতাল শকুনি বেশ্যা জননেতা
সাংবাদিক দালাল ও ফড়ে।
যেহেতু চরিত্রগত পার্থক্যের কথা
বলতে গিয়ে সবাই মুখর
সাতজন অচিরেই ভাগ হয়ে গেল
সাতটি শিবিরে।

ফলে, যা হবার তাই হল
যারা ওই মুমূর্ষুর
অস্থি ও মাংস অস্ত্র ও শোণিত নিয়ে
ভাগাভাগি সেরে রেখেছিল
তারা ফের
বণ্টনের অবিচার নিয়ে
দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে পড়ল
প্রত্যেকের ললাটে উষ্ণীষে
মুমূর্ষুর যৌবনের ছবি
আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি
রোগ-শয্যা থেকে উঠে
সহসা স্বদেশ
এই দৃশ্য দেখে ফ্যালে যদি!

BANGLADARSHAN.COM

সত্যি-কেশবের গল্প

শেষ রাতে
–যা থাকে বরাতে
বলে ঢুকেছিল কেশবের ঘরে
খুব চেনা চোর
চামুণ্ডার বরে
কাজ সেরে ফেলেছিল
না হতেই ভোর
ঘটি বাটি হাতা খুন্তি নিয়েছিল সব
বাচ্য অর্থে সর্বহারা এখন কেশব।

না জানালে ক্রুদ্ধ হন পাছে
সকালে কেশব তাই গিয়েছিল
হুজুরের কাছে।
চার রাত কেটে গেল
অতি তড়িঘড়ি
হুজুর এলেন ছুটে হাতে নিয়ে দড়ি
সম্ভবত বেঁধে নিতে চোর।

ঘুরে ঘুরে দেখা হল সব ঘর দোর
চিবিয়ে গোঁফের ডগা বলেন হুজুর
আরে দূরদূর
এ ঘর যে কেশবের
কি করে তা বোঝা যাবে ছাই
জিনিসপত্তরে তার
আঙুলের ছাপ মেলা চাই।

কোথায় জিনিস আর কোথায় পত্তর
ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে চোর
হুজুর চোরের বাড়ি যান
মিলে যাবে সমস্ত প্রমাণ।

BANGLADARSHAN.COM

মুখে বাজল রণবাদ্য
সূর্য ঢাকা পড়ে গেল বন্দুকে কিরিচে
নেপথ্যে আলাপ হল পেয়ালা পিরিচে
হুজুরে ও চোরে

রায় এসে পৌঁছে গেল
                    পরদিন ভোরে:
কেশবের ফাঁকা ঘরে
যেহেতু যায়নি পাওয়া
          কেশবের আঙুলের ছাপ
ধরে নিতে হবে এটা কেশবেরই পাপ।

অতঃপর আজ থেকে সব
কেশবেরা চোর হল
                    চোরেরা কেশব।

BANGLADARSHAN.COM

আদর্শ ম্যাজিক

নকল করব বলে আস্তিন গুটিয়েছি
আমি চাই আমাকেও কেউ নকল করুক
সমুদ্র-সৈকতে জলকণার মতো
বিমর্ষতা আমার দীর্ঘদিনের সহচরী
নাক মুখ চেপে আমি আর্দ্রতা এড়াতে চাই
তবু জলের কিনারা ছেড়ে নড়তে পারি না।

‘নকল থেকে হুঁশিয়ার’ বলে
আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছি
যাঁদের দেখে এটা আমার শেখা
তাঁরা কেউ আমার মত চুনোপুঁটি নন
কে না জানে গুরুরও গুরু থাকে!

বাজার উঁচু দেখে আমি আস্তিন গুটিয়েছি
ভানুমতীর অষ্টসিদ্ধি আমার আজ্ঞাবহ
এক জনের ধরে আর একজনের মুণ্ডু জুড়ে বলব–
এই দ্যাখো, একে বলে আদর্শ মানুষ।

BANGLADARSHAN.COM

অজন্তা টুরিস্টলজে রাত্রি

জ্বলন্ত কয়লার মতো কয়েকটা তারা
আর নীচে
শুধু আমাদের জন্য জেগে থাকা রেস্তোরাঁয়
তন্দ্রালু হ্যাজাক
প্রাণ বলতে কুকুরের রাগী ডাক
আর ঝিঁঝির ঝংকার।

এরকম হয় রোজ সন্ধ্যা সাতটা বাজার আগেই
আজ কিছু ব্যতিক্রম
অজন্তা টুরিস্টলজে আমাদের ছ-টি কণ্ঠস্বরে
নাড়া খাচ্ছে নির্জনতা
সামনে জমা ঝুপসি অন্ধকারে
নিরস্তিত্ব হয়ে আছে
অবিশ্বাস্য মূর্ত ইতিহাস!

BANGLADARSHAN.COM

চোদ্দো-শো বছর আগে
সর্বত্যাগী শ্রমণেরা কেন এই
বাগেড়া নদীর ধার বেছে নিয়েছিল
কেনই-বা তারা পাথরে উৎকীর্ণ করে
হর্ম্যরাজি গড়ে তুলেছিল
অতঃপর সেই রাজ্যপাটে
প্রতিষ্ঠিত করেছিল
সর্বত্যাগী গৌতম বুদ্ধকে।

দিনের দর্শকবৃন্দ ফিরে গেছে
যে রকম লোক আসে, ফিরে যায়
মন্দিরে বা জাদুঘরে।
গাইডের মুখে শোনা নাগকন্যা ইরন্দতী
সীবলী ও মাদ্রীর কাহিনি
পর্বতের গায়ে বহুরূপে বোধিসত্ত্ব–

ক্রমাগত অপার্থিব হয়ে উঠছে
ঘনীভূত স্তব্ধ অন্ধকারে।
জাতকের যে কাহিনিগুলি
কালক্রমে ইতিহাসে নিমজ্জিত
সামনের অন্ধকারে শুয়ে আছে তারা।
সেই সব শরীরীরা উঠে আসবে–
এই ভেবে
জোনাকি ও নক্ষত্র-খচিত
প্লানচেটের ছকে হাত রেখে
অজন্তা টুরিস্টলজে আমরা ছ-জন
স্বপ্নাবিষ্ট বসে আছি।

BANGLADARSHAN.COM

সংকীর্তন

গত সনে বৃষ্টি ছিল এ বছর খরা
রসে রোষে আছে বেশ মা বসুন্ধরা

ছানা-পোনা তেনা-সার খড় নেই চালে
মাথা ভেঙে দেখে নিস কি আছে কপালে

আমপাতা সিঁদুর ফোঁটা মঙ্গল ঘট
জন্মদাতা কিনে দিল লক্ষ্মীর পট

পটে আছে আঁকিবুকি অচল প্রতিমা
ধান পান জ্বলে গেছে তবু তিনি মা

সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি দেন অঙ্গ টলমল
মগজে গেড়েছে ঘাঁটি তেজি হলাহল

ধুককুড় ধুককুড় বাজে নিলামের ঢোল
বদন ভরিয়া সবে হরিহরি বোল!

BANGLADARSHAN.COM

দ্বারভাঙার মহারাজ

কেন মহারাজ বসে আছ পথে
তোমার দু-পাশ দিয়ে জনস্রোত
উন্মুক্ত অবাধ শৌচাগার
মাথার উপরে কাক
আরও অনেক উপরে ছেঁড়া মেঘ–
এইসব থেকে অসম্পৃক্ত তুমি
বসে আছ সন্ন্যাসীর মতো।

অথচ তোমার হাতে ঢাল
উন্মুক্ত কৃপাণ
পরিপাটি দৃপ্ত যোদ্ধবেশ
অনেক যোদ্ধাকে আমি ছবিতে দেখেছি
এমন যোগীর মতো আসন পিঁড়িতে
কাউকে দেখেনি।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি মহারাজ
এইটুকু ত্রিকোণ ভূমিতে বসে আছ,
তোমার সম্মুখে
সুন্দরবনের এক বানভাসি পরিবার
ছেঁড়া কাঁথা মাদুর ঝুলিয়ে
সংসার পেতেছে
তোমার মতোই তারা নিরাসক্ত
এই রম্য শহরের জীবনযাত্রায়
শুধু উদরান্ন ছাড়া
এই ঐশ্বর্যের কাছে
তারা কিছু প্রার্থনা করে না
শহরের আর দশটা উদ্‌বাস্তুর মতো
তাদের ভাগ্যের সঙ্গে
শহরের কোনো কিছু বাঁধা পড়ে নেই।

কী তোমার পরিচয় তারা তা জানে না।
জানলে এই ভেবে খুশি হত–
বিবাদীবাগের জঙ্গী মানুষেরা নয়
তাদের নির্ধন গৃহহীন সংসারের প্রহরায়
বসে আছে এক মহারাজ
যার হাতে ঢাল, উন্মুক্ত কৃপাণ।

BANGLADARSHAN.COM

সুখেন্দুর বাড়ি

শিশু কিংবা পালিত পশুর মতো
তোমার বাড়ির কোনো নাম নেই?
লোকে বলবে—সুখেন্দুর বাড়ি
তোমার কি সেই অভিলাষ!
ছাতিমের চারা নয়, বাড়ি ঢুকতে
এক মাথা জটা নিয়ে ধ্যানী তাল
বেড়ার ওপাশে সাঁইবাবলা বেল
কাশ বনে আবৃত খোয়াই
ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল ডিঙিয়ে
রেল লাইন—সিগন্যালের লাল চোখ।

সুখেন্দু, তোমার বাড়ির একটা নাম রাখো
সবাই তো রাখে
তোমার উঠোনে দু-টো মোষ উর্ধ্বমুখী
বন থেকে ছুটে আসা শূকর শাবক
প্রান্তিকের পথে যেমন হামেশা দেখা যায়।
গিলার্ডিয়া দোপাটির মুখোমুখি
দাঁড়িয়ে কে ওই বেহালা-বাদক
মেলার মাঠের সেই বিদেশি না!
তার পাশে ভাঙা একতারা নিয়ে
কঙ্কালী গ্রামের বাঁকা শ্যাম!
যেন ওরা প্লাস্টারের স্থবিরত্ব ঝেড়ে
এক্ষুনি নেচে উঠবে
একতারা বেহালার যুগলবন্দীতে
ঝরে পড়বে সেগুনের ফুল
মহিষ-যুগল সম্মোহন ভেঙে
ছুটে যাবে নিমেষে উড়িয়ে লাল ধুলো
গোয়ালাড়ায় মেঘ অপরাহ্নে হয়ে যাবে
রক্তে মাখামাখি।

BANGLADARSHAN.COM

রৌদ্র মেঘে পরিপ্লুত রাঢ়ভূমি তোমার উঠোনে
তাই কি বাড়ির কোনো নাম নেই
এটা শুধু রাঙা মাটি, গৈরিক আবেগ
এটা শুধু সুখেন্দুর বাড়ি!

BANGLADARSHAN.COM

এই অসতর্ক মুহূর্তে

সাধুরা যেখানে থামতে বাধ্য হন
শয়তান সেখান থেকে শুরু করে
না-শীত না-গ্রীষ্মের এই অসতর্ক মুহূর্তে
মানুষ পাঞ্জাবির বোতাম খুলে
বেরিয়ে পড়ে বিকেলের হাওয়ায়
গাছেরা পাতা ঝরাবার আসর সাজায়।

ভগ্নমনোরথ ঈশ্বরের দূতেরা
আশ্রমে ফিরে যান
অশুভ দিয়ে অশুভকে ধ্বংসের আশায়
শয়তানের মূর্তি গড়তে বসেন।

না-শীত না-গ্রীষ্মের এই অসতর্ক মুহূর্তে
চিমনির মাথায় মাথায় আকাশ ছেয়ে যায়
ভেতর থেকে কারখানার দরজা এঁটে
শয়তান ঈশ্বরের মূর্তি গড়তে বসে।

দু-হাতে অতীত আর ভবিষ্যতের আরশি নিয়ে
মানুষ অনন্ত আগ্রহে বসে থাকে
ঈশ্বরের দূতের হাতে গড়া শয়তান
আর শয়তানের হাতে তৈরি ঈশ্বরকে দেখতে।

BANGLADARSHAN.COM

জঙ্গলে তিনটি ছাগলছানা

দুধ খাচ্ছে একটা ছাগলছানা
একটা মারছে ঢুঁ
আর একটা ভীষণ রেগে
শিঙায় দিচ্ছে ফুঁ।

একটা আলো করে আছে কোল
আর একটা টানছে জিভে ঝোল
কোলটা একটু খালি হলেই
তিন নম্বর পালটে ফেলবে ভোল।

তা না হয় করলি তোদের যেমন ইচ্ছে
এ জঙ্গলে কে আর তোদের আমল দিচ্ছে
নখের ডগায় উকুন
মেরে প্রভু শোঁকেন
তার পরে ফের ফোঁটা তিলক
কেটে গুহায় ঢোকেন।

পায়ের মধ্যে পা গলিয়ে তিনটে ছাগল ছানা
লড়ছে ন-দিন টানা
গ্যালারিতে শেয়াল শকুন
দাঁত কামড়ে হাতে দিচ্ছে তালি
মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখছে খালি।

BANGLADARSHAN.COM

কিস্‌লি লগ-হাটে রাত্রি

আমি কি সহসা প্রকৃতির অসতর্ক স্নান-ঘরে!
না হলে এমন সেগুন-গন্ধ
ঝিরিঝিরি জলের দ্যোতনা
এমন সস্নেহ ক্লান্তি!
আমি কি ধ্যানের জন্য নির্জনতা খুঁজতে খুঁজতে
জলের নূপুর মোড়া এই দ্বীপে
এই নগ্ন নিহিত শরীরে!

সর্বক্ষণ ঘিরে ছিল সতর্কতা
দূরে তার লিখিত ঘোষণা
দেখি না এগিয়ে অন্তঃপুরে
কোথায় লুকিয়ে সেই আনন্দিত ভয়!
গুপ্তাজির মতে—অন্ধকারে একবার ঢুকে গেলে
বন তার নিজস্ব আলোয় দেখায় শরীর।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তেজনা দেয়নি ঘুমাতে সারারাত
সম্রাটের উপস্থিতি ঘোষণায় যেমন নকিব
চিত্রল আর ময়ূয়ের ডাকে
কুটিকুটি রাতের স্তব্ধতা
জানলায় নিজের চোখ এখন স্টিকার
কখন ঝলসে উঠবে কান্‌হার জঙ্গল
এক জোড়া চোখের বিদ্যুতে।

প্রকৃতির এই স্নান ঘরে
সারারাত জেগে দেখা
বনানীর নির্জন শরীর।

শরশয্যায়

নিজের জিম্মায় শুধু এ-সময়টুকু
এ-সময় তিনি ধুলো ঝেড়ে অতিপরিপাটি
টেবিলে বসেন
কলমের ছিপ কবিতার পুকুরে ফেলেন
মাথার ভিতরে কাটাকুটি
শব্দের বদলে শব্দ
নিজের দেরাজ থেকে দরকারি বইয়ের মতন
এক-একটা চিন্তা তুলে নেন
অন্যটাকে উঠিয়ে রাখেন
নিক্তি নিয়ে ওজন করেন
কোন্ ভাবনা প্রতিক্রিয়া
কোনটা-বা প্রগতি শিবিরে
কারণ লেখক নিজে দায়বদ্ধ
চোখে যা দেখেন
তা-ই তিনি লেখেন কি করে!

রাত বাড়ে
দরজা বন্ধের শব্দ
হিমের জ্যোৎস্নায় সাদা পেঁচা ওড়ে
কবির মগজে নির্মম কাটাকুটি।

বিপর্যস্ত কবি
একটিও শব্দ না লিখে
আগামীকালের জন্য খাতাপত্র তুলে
শরশয্যায় শুতে চলে যান।

BANGLADARSHAN.COM

অকাল বৃষ্টিতে বড়ো ভয়

এতো তৃষ্ণা তোর, আমি কী দিয়ে মেটাবো!
কাছে আয়, এই নে চাবির থোকা
তুই তো জানিস অন্দরের কোথায় কি আছে
আমি কি কোথাও জল লুকিয়ে রেখেছি!

ভুলতে বলি না সব, কিছু মনে রাখ
একান্ত নিজস্ব বলে শমীবৃক্ষ তোলা থাক
প্রাজ্ঞ মৃতদেহ
সব মেঘে বৃষ্টি নামবে না
জলে কি তৃষ্ণার শেষ, তুই তো জানিস।

সমুদ্রসকাশে যেতে তুই বড়ো ব্যস্ত হয়েছিস
নিজের সাম্রাজ্য তোকে ডেকে যাচ্ছে সকাল-বিকেল
এই অগভীর জলে আমাদের সফরী-জীবন
প্রতিদিন ক্লান্ত হবে ব্যবহৃত জলদর্চি রেখা।

BANGLADARSHAN.COM

অকাল-বৃষ্টিতে বড়ো ভয়
খামারে ছড়ানো শস্য অরক্ষিত
অপহৃত হতে হতে শ্রমে রক্তে আনন্দ-আকাশ
অবশিষ্ট থেকে যায় তৃষ্ণা শুধু
যে তৃষ্ণা আমারও।

বৃক্ষের সমীপে থেকে

অলক্ষ্যে ঘনায় ছায়া
সারাক্ষণ বৃক্ষের সমীপে থাকি
জানতে পারি না।

লতাগুল্ম দোল খায়
দোলে রৌদ্রছায়া
ঝাউবীথি হাহাকার করে
বাহু মেলে নৃত্যে মাতে বাউল পলাশ
স্রোত ক্ষুরধার হয়
নদী থেকে সমুদ্রের দিকে।

এই সব মগ্নতার মাঝখানে
বল্কলে গুহায়
ধীরে ধীরে স্থায়ী হয় ছায়া
সারাক্ষণ বৃক্ষের সমীপে থেকে
জানতে পারি না।

BANGLADARSHAN.COM

এই দ্যাখো খোলা দরজা

তুমি এই নির্জন বাসরে কেউ নও–
এই বলে বিষণ্ণতা দরজা খুলে দিলো।
এই দ্যাখো ট্রেনের টিকিট তোরঙ্গ বিছানা
যাবো বললে এ মুহূর্তে চলে যেতে পারি।

ঘরের ওপারে হু-হু হাওয়া অন্ধকার মাঠ
বালিয়াড়ি
নির্জলা ফোয়ারা
পায়ে চলা পথের মাথায়
গল্পে শোনা বিদ্যাধরী।

ঘরের কার্নিস ঘেঁষে রূপকথা হেঁটে যায়
ভিতরে আসে না
আতসবাজির আলো কিছুক্ষণ ঝলমল করে
বাজিকর রেলিং জানলার ছায়া নেচে ওঠে
তারপর অন্ধকার ফিরে এসে নিজের কোটরে
মূর্ছা যায়।

এই দ্যাখো খোলা দরজা
জলের বোতল ক্যামেরায় ঝুলি
সূর্যোদয় বুকের ভিতরে
এটাই তো যাওয়ার সময়!

অলক্ষ্য দরজার তালা ভেঙে
তবু কেউ বেরোতে পারে না।

BANGLADARSHAN.COM

একই জন্মে

হাতে দিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা
গৃহীকে গৃহীর মতো দেখি
অর্ধ অঙ্গ ভস্মে ঢাকা
অর্ধ অঙ্গে হিরণ্য-কেতন।

তুলে নিয়ে ভগু কমণ্ডলু
রাজদণ্ড হাতে দিই
সাধুকে সাধুর মতো দেখি
ভস্মের আড়াল থেকে
মুক্ত হোক আজন্ম মানুষ।

নিজেকে নিজের মতো দেখি
খুলে নিয়ে আজন্ম শঠতা
বৃত্তের ভিতরে রেখে খুলে দিই
উদাত্ত আকাশ
একই জন্মে বারবার পুনর্জন্ম নিয়ে
হেঁটে যাওয়া অরণ্যের দিকে।

নিজেকে নিজের মতো দেখি
একই জন্মে নিরন্তর
গৃহী ও সাধুকে।

BANGLADARSHAN.COM

ভেসে থাকে স্থির জলে

যখন ভাসাই ভেলা
কান লগ্ন ঝড়ের শব্দের দিকে
চোখ লগ্ন বিদ্যুতের ক্ষমাহীনতায়।
তবু প্রায় প্রতিদিন দু-মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়ানো
ভেসে থাকে স্থির জলে সহকর্মী বন্ধুদের মুখ
মিছিলে হাঁটার স্মৃতি ছোটোখাটো বিসংবাদ
অনিবার্য প্রবহমানতা।
দুপুরের মাটির বেহালা বিষণ্ণতা ফিরি করে
নাটকের প্রতি দৃশ্যে অবচেতনায়
পালটে যায় আবহসংগীত
চেনামুখ বারবার ব্লটিং-পেপারে বিস্ফারিত হতে থাকে
বিকেলের ডাক-বাক্স ভরে ওঠে ট্যাক্সের নোটিশে
কি হয় কি হয় করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় ট্রাম
সামাজিক কলকাতা অতিদ্রুত রাস্তা পার হয়
ব্লাডারের বুক চেপে দেশি মদ উপচে ওঠে কাচের গেলাসে
বিবাদীবাগের দৃপ্ত স্মৃতিময় ঝরোকার নীচে।
পানের দোকানে জমা হয় ট্রাফিকের সিকি ও আধুলি
ফুটপাথে টিফিন-বাজারে
এঁটো পাতা চেটে খায় অবিমৃশ্য ভিখারী বালক
মাইনের দিনে জুয়াড়ি দালাল আর কিস্তিওয়ালার ভিড়ে
ভেসে যায় কলকাতা
শহিদ ফলক বেপরোয়া মিনিবাস নষ্ট হাওয়া
এসব অগ্রাহ্য করে
পশ্চিম-উত্তরে ত্রিকালজ্ঞ শিশুগাছে
পাতা ঝরে পাতা ওঠে
ভেসে থাকে স্থির জলে টেলিফোন-ভবন ডিঙিয়ে
অভিযাত্রী চাঁদ।

BANGLADARSHAN.COM

যিনি শুধু কবি নন

(অগ্রজ কবি রাম বসুকে)

একজন কবি
দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন
মৃত্যুর পর
তিনি আলমারিতে বই
আর দেয়ালে ছবি হয়ে গেলেন।
একজন দার্শনিক
স্বনামের আড়ালে থেকে থেকে
সমুদ্রে সূর্যাস্তের মতো
একদিন স্মৃতির শূন্যতায়
মিলিয়ে গেলেন।
হাতপাতাল আর পার্কের নামে
স্মরণীয় হলেন একজন ব্যবসায়ী।

একজন মানুষ
যিনি শুধু কবি নন
শুধু দার্শনিক নন
মানুষের ছদ্মসাম্রাজ্যে সব কিছু
লগ্নী করে বসে নেই যিনি
খবরের সঙ্গে খবর বদল করতে করতে
যিনি বাসরাস্তা পর্যন্ত হেঁটে আসেন
হাত নেড়ে বলেন আবার এসো–
দারুণ দুর্যোগে বা জ্যোৎস্নারাতে
সদলে অথবা একা
চারমাথায় এসে দাঁড়ালে
তাঁকে ঠিক মনে পড়বে।

BANGLADARSHAN.COM

ঘর

ওর একটা ঘর আছে
একান্ত নিজস্ব যাকে বলে
তাই

ঘরের ভিতরে আছে
নিপুণ সংসার
রবীন্দ্রনাথের ছবি
পরিজন, সজ্জন অতিথি

অফিসের ব্যস্ততার
সন্ধ্যায় ভীড়ের বাসে
ঘর ওকে টানে নিরন্তর

তবু ও পারে-না ঘরে যেতে

BANGLADARSHAN.COM

ওর জন্য বিপুল পৃথিবী
অপেক্ষায় বসে থাকে
জোয়ারের ইচ্ছা নিয়ে
নদী থাকে চাঁদের আশায়
পথকে ভোলায় অন্যপথ

ঘরের ভিতরে ওর জ্যোৎস্না আসে
অগোছালো করে দেয় হাওয়া
চাঁপা গাছে বৃষ্টির দোতারা

তবু ও পারে-না ঘরে যেতে।

নিজের ইচ্ছার দিকে

মৃৎ-পাত্র ভেঙে দিয়ে
তুমি আর তাকালে না ফিরে

তবে কি পাত্রের জলে খেলা করছে
                মৃত মুখ
ধোঁয়ার অস্ফুট তুলি
        অবয়ব গড়ে তুলছে ফের!

যার সঙ্গে সুখ ছিল
তাকে এত ভয় কেন!

আসলে ইচ্ছার মধ্যে কৃতঘ্নতা ছিল
সাজিয়ে-গুছিয়ে দিক তোমার সংসার
                তারপর নির্বাসন।
BANGLADARSHAN.COM
কৃষ্টি কীর্তি পরার্থপরতা
                এই সব অনুষঙ্গ
পসরা সাজাতে চাই যতোটুকু।

মৃৎ-পাত্র ভেঙে দিয়ে
                তাই তুমি
নিজের ইচ্ছার দিকে
        তাকাতে পারো না।

গুহাহিত

এবার শীতের দিন বড়ো দীর্ঘ
সবুজের নাম করে ফুটিয়েছি নির্মম ডালিয়া।

যে দিকে যাবে না চোখ সেই দিকে সুবর্ণ মঞ্জরি
অবনত হয়ে থাকবে শিশুদের স্পর্শের আশায়।

ছবির গ্যালারি জুড়ে ক্রমাগত প্রাপ্তবয়স্কতা
নিপুণ অভ্যাসে ঢাকা শক্তিময় অক্ষম পুরুষ।

কৃপার কিরিচে বেঁধা হৃৎপিণ্ড অর্ধশতকের
এখন কোথাও আর অরণ্যের মসীরেখা নেই।

আমি কি ফেরাই শুধু
নিজেও কি ফিরি না গুহায়।

BANGLADARSHAN.COM

সময়-অসময়

বস্তুত যুবক নয়
যুবকের মতো প্রাণে তার গান এসেছিল।
আকাশ যেমন নদীর দর্পণে মুখ দ্যাখে
তেমনি এই যুবমন্য রঙিন সময়
প্রখর মধ্যাহ্ন মাঠে নেবে
কবিতা কুড়াতে।

কবিতা তো প্রজাপতি নয়
নয় প্রচ্ছন্ন জোনাকি
শব্দকে পিছনে ফেলে ধাবমান কবিতা ঈগল
মেঘের উপরে মেঘ, ছায়ার ভিতরে গাঢ় ছায়া।

আর সেই কবিতা-প্রেমিক জানে,
এখন ফেরার অর্থ না ফেরার মতোই আসর
সুতরাং যুবকের মোহে
যা তার মননে দীর্ঘকাল সুপ্ত ছিল
নির্মম পীড়নে তাকে মুক্ত করলো।
এখন সে অনায়াসে ছুঁড়ে দেয়
প্রণয় ও প্রগল্ভতা
নির্মোহ পেরেছে হতে বজ্র ও বিদ্যুতে
অসময়-মেঘের ভ্রুকুটি লুফে নেয়
দক্ষ বাজিকর
বহিরঙ্গে সুনীচ সে তৃণের অধিক
যদিও সে যুবা নয়
অন্তরঙ্গ তড়িৎ-প্রবাহে নাচছে
কবিতা-যৌবন।

BANGLADARSHAN.COM

আঠারো আগস্ট ১৯৮০

দেবব্রত কি গান করতেন?
তাঁর কণ্ঠে সুর ছিল, মোহিনী মায়াও ছিল
এই সব মিলেমিশে কখনো তা গান হতো কি
দেবব্রত বিশ্বাস কি গায়ক ছিলেন?

কেননা গানের সংজ্ঞা আমাদের মজ্জাগত
হয়ে গেছে ভীষণ প্লাবনে
মরা পশু খল সাপ বিষ্ঠার প্রলেপ
আত্মস্থ করেছি সব দৈব দুর্বিপাকে।

আমাদের কিছু কিছু পঙ্কিল ও উৎক্ষিপ্ত চেতনা
রঙিন জ্যাকেটে মুড়ে তোলা আছে সুদৃশ্য দেরাজে
আমরা তো ভালোবাসি নরকের উচ্ছল তোরণে
উল্কিতে লিখে দিতে এক একটি মনস্বীর নাম!

BANGLADARSHAN.COM

দেবব্রত কি গান করতেন?
তাঁর কণ্ঠ ধরা দিত শ্রাবণের খ্যাপা ঢল
ফুঁসে উঠতো গ্রীষ্ম রুদ্র তৃষ্ণার্তের মতো
জ্বলন্ত প্রদীপ হয়ে প্রেম কাঁপতো সরসীর জলে।

সুর দিয়ে দেবব্রত যে মুহূর্তে উত্তরীয় বেঁধেছেন
নগ্ন অহমিকায় গলায়
তৎক্ষণাৎ নগ্নতাকে হতে হল অকরুণ অশ্লীলতা
নখ দন্ত নিয়ে তারা হানা দিল সুরের সভায়।

মালার স্তূপের মধ্যে দেবব্রত হেসেছেন শুধু
আঠারো আগস্ট তিনি অবশেষে গায়ক হলেন!

কী তোমাদের হরণ করেছে

একে একে অনেকেই মাথা ধরে ঝিম মেরে গেল
কাকলি ডুবিয়ে শুধু উচ্চকিত বাসের গর্জন
সমুদ্র উজাড় করে কী দিয়েছে তাহলে তোদের
অথবা তোরাই শুধু নিঃস্ব হয়ে চলে এসেছিস!

পুরোনো ঝাউয়ের বন খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হাওয়া
তোদের কি ভালো লেগেছিল
পুরোনো পায়ের দাগে পা রেখে পা রেখে
নধর ঝাউয়ের ডগা তোদের কি টেনেছিল খুব!

যারা কোনোদিন এর আগে আসেনি এখানে
দল বেঁধে তারা সব গিয়েছিল নতুন শহরে।
কাজুবাদামের বন, সীমান্ত পেরিয়ে শিবের মন্দির
সমুদ্রের পরিবর্তে এই সব খুঁজেছিল তারা।

BANGLADARSHAN.COM

এরই মধ্যে তোরা এত শ্রান্ত হয়ে গেলি
দেখেছিস, ছায়াগুলো কত দ্রুত ছুটে আসছে তোদের পিছনে
অথবা ছায়ার মতো তৃপ্তিহীন হৃদয়-বাসনা
তাহলে প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র কি অতল-কুহকী!

সামুদ্রিক চঞ্চলতা কী তোদের হরণ করেছে
নির্জনতা চূর্ণ করে এখন না হয় তোরা সে কথাই বল!

শেষনাগে মধ্যরাত

বৃষ্টির দাক্ষিণ্য ছিল
ছিল কিছু ভাঙা-ভাঙা জ্যোৎস্না-ধোয়া মেঘ
নৈঃশব্দ্য রেখেছে ঘিরে বর্মপরা এই মধ্যরাত
শুধু মাঝে মাঝে বল্লমের মতো এই মুক্ত সমতলে
চল্‌কে উঠছে কুলিদের শীতার্ত সংলাপ
প্রতিধ্বনি হয়ে হ্রেষা লাফ দিচ্ছে
এ-পাহাড় ও-পাহাড়
তুষার মুকুট ছায়া ফেলে হ্রদে
ক্ষণে ক্ষণে হয়ে উঠছে বাসুকির ফণা।

জাদুমুগ্ধ হয়ে আছে মধ্যরাতে এ তাঁবু-শহর
যেন কেউ যাবে না কোথাও
কাল প্রাতঃকালে যেন কোনো
নতুন চড়াই ভাঙা নেই
যাত্রা যেন থেমে গেছে ‘না-শুরু-না-শেষ’-এর মুখে!

এই মধ্যরাতে
মেলা থেকে জেগে উঠে একজন লুব্ধ পদাতিক
নিজের একান্ত ছায়া দেখে নিচ্ছে ঘুমের ভিতরে।

BANGLADARSHAN.COM

জানুয়ারি ১৯৭২

রিক্‌সা না-পাওয়া আশঙ্কা ছিল
কাঁধে ভর করে
সন্ধ্যার পরে বাস থেকে নামা
তবুও রক্ষে—রিক্‌সা মিলল।

কলকাতা-বাসে চাঁদকে চিনি না
আজ একাদশী
ধূ-ধূ জোছনায় ঘুমন্ত পথ
প্যাঁচা উড়ে গেলে চমকে ওঠে
যেন খসখসে আওয়াজ উঠল
আসশ্যাওড়ার ঝোপে
ছেলেটা দারুণ ভয় পেয়ে গেছে
অকারণে করে ক্রিড়িং ক্রিড়িং।

BANGLADARSHAN.COM

এখন চলেছি সোজা উত্তরে
বাদুড়িয়া থেকে।
উদ্‌বাস্তুরা হয়তো এখন
ঘরে ফিরে গেছে
পথের দু-পাশে টুকরো দেয়াল
মুখ থুবড়িয়ে মাটির কলসি
নিকোনো দাওয়ায় হাঁ-করা ফাটল—
খেয়ালি ছাত্র ইতিহাস খুলে
মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পা থেকে
ছবি কপি করে।

তখন রিক্‌সা পাকা পথ ছেড়ে
গ্রামের পথে
গাছপালা আর ধুলোয় মেশানো
মুগ্ধ গন্ধ
ব্রিজ থেকে দেখি জলের মাদুরে

পা ছড়িয়ে বসে সুন্দরী চাঁদ
ধান-কাটা মাঠে খুঁজতে খুঁজতে
লক্ষ্মী পায়ের ছাপ
গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি।

এখন ফিরছি
জোছনায় নয়, উজ্জ্বল রোদে
বাঁশপাতা আর কঞ্চিতে ঘেরা
কৃপণ আড়াল
কাগজের ছেঁড়া শিকল পতাকা
বাতাস উড়ছে
অশত্থের গোড়া সিঁদুরে রাঙানো
কোথাও দেখছি পলাশের গায়ে
কাঁচা অক্ষরে নাম।

পথের ওপাশে
ঘরের চালাটি কাত হয়ে পড়ে
বাঁশের খুঁটির আশ্রয় নিয়ে
তখনো একটা কচি লাউডগা
আকাশে উঠছে।

BANGLADARSHAN.COM

এপার ওপার ডিম্‌না নালা

আসছ যাচ্ছ বসছ না এ কোন জ্বালা এ কোন জ্বালা
মেঘের মতো ভাসছ শুধু এ কোন জ্বালা এ কোন জ্বালা
বুকের মধ্যে সাজিয়ে রাখা স্বপ্ন কিংবা বিষের থালা
অকাল ঝড়ে দুলিয়ে দেয়া ভালোবাসার বৈঁচি মালা
সন্ধ্যেবেলার উষ্ণছায়া মিথ্যে আশায় টালমাটালা
গভীর রাতে একলা খাটে বনবাসের ঈর্ষা ঢালা
সব কথা যে লিখে রাখব এপার ওপার ডিম্‌না নালা
জলের সবুজ দাগ কাটে না এ কোন জ্বালা এ কোন জ্বালা!

BANGLADARSHAN.COM

আরশির সমুদ্রে একা

দরজায় কড়া নাড়ছ কে তোমরা আলোর দুলালি?
আমি সারাদিন উৎকর্ণ আশায় বিশ্বাসকে বেঁধে রাখছি
অবিশ্বাস্য কোমল সুতোয়
আমি কতদিন রিনরিন যন্ত্রণাকে ভুলে আছি
মুগ্ধ দ্রব্যগুণে!

দ্রুত করাঘাতে ডেকে ওঠে—কে আছো ভিতরে
গলায় ঘুঙুর শব্দ, হাতে বাজে বলয়ে সেতার
আমি আছি আমি আছি
শরক্ষেপ করে চলি নিঃশব্দ চিৎকারে
অবশেষে শ্রান্ত হতাশায়
বকুল কুড়ানো সাধ ফিরে যায় ম্লান সন্ধ্যাবেলা।

আমি কেন বসে আছি ম্লান সন্ধ্যাবেলা
কেন বসে আছি
সুধারসে প্রতিশ্রুত হে আমার আবিষ্ট সময়
অফিস কাছারি সেরে এলে—ধুয়ে এসো ক্লান্ত ইচ্ছাগুলি
আমি ততক্ষণ কোলে করে বসে থাকব প্রসন্ন অতীত
স্মৃতি থেকে ঝরে গেলে ফুলসাজ চন্দন তিলক
নগ্নতাকে লুকাবো কোথায়!

দরজায় কড়া নাড়ছ কে তোমার আলোর দুলালি
আমি আরশির সমুদ্রে একা সম্মোহিত বসে আছি
বসে থাকব বলে।

BANGLADARSHAN.COM

একদা হলুদপুকুর

আচমকা জানলার কাচে
বিদ্যুৎ ঝলক
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠি
সেই শান্ত মধ্যাহ্নের ছায়াটুকু নেই
দূরলক্ষ্য চাইবাসা রোড
নিঃসঙ্গ ভ্রমণে মত্ত
পুবদিকে জাম আর অশথের ফাঁকে
লাইন ডিঙিয়ে
অনির্দেশে
জাদুগড়া মুসাবনি
মাঝখানে ধূসর প্রশস্ত পথে
ভাটিখানা কালভার্ট
ঝিরঝির নালা
সম্মোহিত বারিপদা হলুদপুকুর
আর সারা রাত
ছুটন্ত লরির চোখে
মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলক।

সারাদিন পরিশ্রম
বেতের চেয়ারে
গা এলিয়ে বসে আছি তিনজন
চির আমি এবং অমিত
পথ জুড়ে নিমের সুদীর্ঘ ছায়া।
হঠাৎ প্রবল বেগে
বৃষ্টি এল
সামনে পাথুরে মাঠ মাইল দুয়েক
বাদামপাহাড় থেকে ফিরে আসছে
ঝিমঝিম যাত্রীবাহী ট্রেন
আরও দূরে

BANGLADARSHAN.COM

ছোটো ছোটো পাহাড়ের ঢেউ
ক্রমশ অস্পষ্ট হচ্ছে।
ডাইনে বনের মধ্যে
উঁকি দিচ্ছে আশ্রমের চালা
মনে ভাবি কৈশোরের গাঁয়ে বসে আছি
হয়তো আরও কিছু
আরও গভীর।

জাদুঘর থেকে
এ ছবি কি ফিরে আসবে কোনোদিন
কোনো ছবিঘরে!

BANGLADARSHAN.COM

তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী

ওরা তিনজন দীর্ঘ সময় বসে।
কি হে, সালিশ কিসের?
তিনজনেরই গলায় কণ্ঠি কপালে ত্রিপুণ্ড্রক
হাতে সুতোয় বাঁধা সানাইয়ের পোঁ।

এজ্ঞে আমাদের মাল ভাগিয়ে দিন
সুর জমছে না।

প্রথম কণ্ঠি নৈকষ্য বোষ্টম
গলায় হাত দিয়ে বলল
এগুলি মুনিব চেনে না।

দ্বিতীয়টা বোধ হয় নেশাটেশা করে
বলল–তিলকের দশা দ্যাখেন
এমনি করলে বাবু খেলা যায়!
তিন নম্বর মহা ঘোড়েল
হাতের যন্তরগুলো মিশিয়ে দিয়ে বলল–
কোনটা কার চিনতে লারছি।

তারপর নামাবলি ফেলে
যে যার ঝুলি ঝাড়ল
করতাল খঞ্জনি আর গাপগুপ নিয়ে
ফড়িঙের মতো লাফাতে লাফাতে
বেরিয়ে পড়ল সংকীর্তনে।
আমি পিছন থেকে বৃথাই গলা ফাটালুম
কি হে, সালিশ কিসের
সালিশ কিসের হে...

BANGLADARSHAN.COM

গোরাই ব্রিজের নীচে কয়েক মুহূর্ত

অনেক হেঁটেছি
গতকাল দশ, আজ
কম করে ছ-সাত মাইল
শিলাইদহের নামে এই উন্মাদনা
        অতএব স্তিমিত এখন।
রাধু আর শঙ্করেরা
পা ছড়িয়ে বসে গেছে
গঙ্গাফড়িং-পাখা
তির তির অগভীর জল
মানুষ বোঝাই করে
মালগাড়ি পার হয়ে গেলে
        শূন্য আরো শূন্যতায়।

BANGLADARSHAN.COM

মূলত ভাসি না কেউ
বালির চড়াই ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে
                তবুও না
কোথাও বিশ্বাসটুকু আঁকড়ে ধরে
                লক্ষ্য স্থির রাখি।
তা না হলে
পরশু কেটেছে যশোর টাউন হলে
সাহিত্য ও প্রণয়ের বিমুগ্ধ হাওয়ায়
হান্নান রমেশ নানটু
অধ্যাপক শরীফ হোসেন
        আজীজুল হক—নাম মাত্র নন
গতকাল লালন মাজারে
পঙ্‌ক্তিভোজ গান আর
হৃদয়ের পূর্ণিমা কোটাল।
        এই স্বাদ কতদিন পরে!

আর আজ
প্রায়-মধ্যাহ্নের এই শ্রান্ত-মুগ্ধতায়
ডুব দিয়ে বসে আছি আমরা ক-জন
সামনে আরশি ধরে
ক্ষীনকটি রূপসি গোরাই।

BANGLADARSHAN.COM

ধাঁধা

গুরু আমায় বসতে দিলেন পিঁড়ি
আমি বললাম–ছিঃ
এই কি গুরুর কাজ
গুরু বললেন–তা হয়েছে কী
ব্যাপারটা তো একই
ভিন্ন শুধু সাজ।

না মহারাজ
আমি বললাম, মানতে রাজি নই
চাল কলাটা পুরে নিজের ঝোলায়
আমার মুখে মাখিয়ে দেবেন দই!
গুরুর
গুণও আছে অবিশ্যি
মাছ খেয়ে মুখ ধুয়ে বলেন
খেলাম নিরিমিষ্যি
পুণ্যলোভী পাপের ভক্ত
কেননা পাপ বেজায় শক্ত
তারই হাতে গুরুর টিকি বাঁধা

পিঁড়িই দিন সিঁড়িই দিন
নিজের কাছে নিজেই গুরু
ধাঁধা।

BANGLADARSHAN.COM

নিহত ভালোবাসার জন্য

সেই আশ্চর্য শিকড়টা দিতে পারো
আমি শেষ চেষ্টা করে দেখি
দেখছ শরীরে এখনও উত্তাপ আছে
পেশিতে গাণ্ডিবের টংকার
প্রতিধ্বনিময়
দেখছ দৃষ্টি এখনও উন্মুক্ত ঋজু
যৌবনের বাসন্তী আলো
তির তির করছে সেখানে।
বিশ্বকে ওর ডানহাত এগিয়ে দিয়েছিল
পাঁচটি আঙুল ভালোবাসার পঞ্চশিখা
শোষণ শাসনেও যে শিখা অকম্পিত।

হয়তো ও নিহত নয়, মূর্ছিত
আমি শেষ চেষ্টা করে দেখি
সেই আশ্চর্য শিকড়টা দিতে পারো
যার নাম সংহতি।

BANGLADARSHAN.COM

অসুখ-বিসুখ

আমার একটা অসুখ আছে
ধর্মাবতার
সেই অসুখে ফুলছি কেবল ফুলে যাচ্ছি
মনের মধ্যে গুবরে পোকা
তবু ফুলের গন্ধ পাচ্ছি।

লক্ষণে যা মিলে যাচ্ছে
রোগটি মোটে সহজ নয়
কাকে কাকের মাংস খাচ্ছে
বাঁদরঅলা খাঁচার মধ্যে
নিজেই এখন বাঁদর নাচছে।

আমার একটা অসুখ আছে
মহামান্য
সেই বিসুখে পুড়ে যাচ্ছি জ্বলে যাচ্ছি
দারুণ অনটনের মধ্যে
পরমান্ন পেসাদ পাচ্ছি
ভাঁড়ে যখন মা ভবানী
ভাষণ শুনে শান্তি পাচ্ছি।

অসুখ বলতে
অনেক সুখের কথায় ভোলা
বিসুখ বলতে
বিশেষ সুখের ধর্মগোলা।

BANGLADARSHAN.COM

মায়ের মুখ

কিছুতেই মনে পড়ছে না
কিছুতেই না
ছবির কাছ থেকে সরে আসতেই
সব ঝাপসা সব কুয়াশা
তারপর ট্রাম-বাসের মিছিলে
দুর্ঘটনা স্লোগান পোস্টারে
সব একাকার সব একাকার।

তোমার মুখ কেন মনে পড়ছে না মা!
অথচ তোমার মুখের প্রতিটি রেখা
এখন আমার চোখে
স্বপ্নের মতো স্পষ্ট
কানে হাত চাপা দিলেই
বৃষ্টির শব্দের মতো শুনতে পাই
তোমার শাসন তোমার আশীর্বাদ।

তবু তোমার মুখ কেন মনে পড়ছে না মা!
তবে এখন কি আমি
মৃত্যু আর জন্মের মাঝখানের
প্রগাঢ় অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত!

বহুদিন ছেড়ে আসা গ্রামের পথ
স্পর্শ করি কয়েক মুহূর্ত
দু-পাশে চষা মাঠ
মাঝে মাঝে আখ খেত সরষে খেত
হলুদে সবুজে একাত্ম।
আর সেই সব ক্ষেতের উপর দিয়ে
খেজুরগাছে মাটির নতুন ভাঁড়গুলো
আলতো ছুঁয়ে
কপোতাক্ষীর বিষণ্ন স্রোতে

BANGLADARSHAN.COM

ভাসমান কচুরিপানার পাশে পাশে

আমার পাশে পাশে

ভেসে চলেছে

আশ্চর্য

আমারই মায়ের মুখ।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM